তাওহীদের ডাক

৬০তম সংখ্যা, নভেম্বর-ডিসেম্বর ২০২২
Web : www.tawheederdak.com

- গোনাহ মাফের আমলসমূহ
- রাসূল (ছাঃ)-এর মহৎ গুণাবলী
- উম্মতে মুহাম্মাদীর অতি ভয়ংকর গুনাহ
- সমকালীন মনীষী : শায়েখ ওয়ায়ের শামৃস
- সাক্ষাৎকার : মাওলানা আব্দুল মান্নান (সাতক্ষীরা)

জাতীয় গ্রন্থপাঠ প্রতিযোগিতা ২০২৩

সকলের জন্য উন্মুক্ত

(২০২২ সালের বিজয়ী ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকারীগণ ব্যতীত)

সার্বিক যোগাযোগ | ০১৭২৩-৭৮৭৬৩৩, ০১৭২৩-৬৮৮৪৪৩

তারিখ | ১৭ই ফেব্রুয়ারী সকাল ১০-টা

পুরস্কার

- **১ম পুরস্কার** ১২,০০০/- (সনদসহ)
- **২য় পুরস্কার** ৮,০০০/- (সনদসহ)
- **৩য় পুরস্কার** ৬,০০০/- (সনদসহ)
- **বিশেষ পুরস্কার (১০টি)** ১,০০০/- (সনদসহ)

নির্বাচিত বই

◆ দিগদর্শন-১ ◆ দিগদর্শন-২

লেখক : মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

- **পরীক্ষার ফী** ১০০ টাকা
- **প্রশ্নপদ্ধতি** এম সি কিউ (১০০ টি), সময় : ১ ঘণ্টা
- **প্রতিযোগিতার স্থান** অনলাইন : https://exam.hfeb.net
- **পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান** তাবলীগী ইজতেমা, ২য় দিন, যুব সমাবেশ মঞ্চ

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ

কেন্দ্রীয় কার্যালয় : আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (২য় তলা), নওদাপাড়া, রাজশাহী।

হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড

পড় তোমার প্রভুর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন

'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড' পবিত্র কুরআন ও হাদীছ ভিত্তিক সুশৃংখল ও পরিকল্পিত শিক্ষা আন্দোলন পরিচালনার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত একটি বেসরকারী ও সমন্বয়কারী শিক্ষা বোর্ড। এর মৌলিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিম্নরূপ :

- পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে শিক্ষার বিস্তার ঘটানো এবং এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে প্রকৃত ইসলামী শিক্ষায় সুশিক্ষিত, মেধাবী ও ইখলাছপূর্ণ যোগ্য আলেম ও দাঈ ইলাল্লাহ তৈরী করা এবং যুগোপযোগী মানবসম্পদে পরিণত করা।
- শিরক-বিদ'আত ও বাতিল আক্বীদা ও আমল থেকে মুসলিম উম্মাহকে রক্ষা করা এবং সালাফে ছালেহীনের মানহাজ অনুযায়ী ধর্মীয়, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ইসলামের সঠিক শিক্ষা ছড়িয়ে দেয়ার জন্য উপযুক্ত কারিকুলাম ও পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করা।
- শিক্ষার সকল স্তরে শুদ্ধভাবে কুরআন পঠন ও অনুধাবনের ব্যবস্থা করা এবং এর সাথে বাংলা, ইংরেজী, আরবী, উর্দূ ভাষাসহ মানবিক ও বিজ্ঞান বিভাগে শিক্ষার সার্বিক মানোন্নয়ন ঘটানো।
- উপযুক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষক/শিক্ষিকাগণকে দক্ষতাসম্পন্ন করে গড়ে তোলা।

আপনার প্রতিষ্ঠানকে শিক্ষা বোর্ড-এর অধিভুক্ত করতে কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করুন!

বোর্ড-এর কার্যক্রম সম্পর্কে জানতে ব্রাউজ করুন- www.hfeb.net

সার্বিক যোগাযোগ : নওদাপাড়া (আম চত্বর), পোঃ সপুরা, রাজশাহী। মোবাইল : ০১৭৩০-৭৫২০৫০, ০১৭২৬-৩১৫৯৭০, ০১৭৫৩-৯৭৬৭৮৭, ই-মেইল : hf.eduboard@gmail.com, Fb page : /hf.education.board

তাওহীদের ডাক
The Call to Tawheed
৬০ তম সংখ্যা
নভেম্বর-ডিসেম্বর ২০২২

উপদেষ্টা সম্পাদক
আব্দুর রশীদ আখতার
ড. নূরুল ইসলাম
ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব
ড. মুখতারুল ইসলাম
সম্পাদক
মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম মাদানী
নির্বাহী সম্পাদক
আসাদুল্লাহ আল-গালিব
সহকারী সম্পাদক
মুহাম্মাদ আব্দুর রঊফ

যোগাযোগ
তাওহীদের ডাক
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
(২য় তলা), নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা,
রাজশাহী-৬২০৩।
ফোন : ০২৪৭-৮৬০৯৯২, ০১৭২৩-৬৮৮৪৪৩
সার্কুলেশন বিভাগ
০১৭৬৬-২০১৩৫৩
ই-মেইল
tawheederdak@gmail.com
ওয়েবসাইট
www.tawheederdak.com

মূল্য : ৩০ টাকা

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ, কেন্দ্রীয় তথ্য ও প্রকাশনা বিভাগ, নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী- ৬২০৩ থেকে সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত ও হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, রাজশাহী থেকে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

➩ **সম্পাদকীয়** ২
তরুণদের আখলাকী নৈরাজ্য

➩ **কুরআন ও হাদীছের পথ-নির্দেশিকা :** ৩
রাসূল (ছাঃ)-এর প্রতি ভালবাসা

➩ **তাবলীগ** ৫
রাসূল (ছাঃ)-এর মহৎ গুণাবলী
ইহসান ইলাহী যহীর

➩ **তারবিয়াত** ৯
গুনাহ মাফের আমলসমূহ
আসাদ বিন আব্দুল আযীয

➩ **অমুসলিমদের প্রতি আচরণবিধি** ১৩
আসাদুল্লাহ আল-গালিব

➩ **তাজদীদে মিল্লাত** ১৬
রাসূল (ছাঃ) যে সমস্ত গুনাহের ব্যাপারে উম্মতের জন্য বেশী ভয় করতেন -আব্দুর রহীম

➩ **সাক্ষাৎকার : মাওলানা আব্দুল মান্নান** ২২

➩ **ধর্ম ও সমাজ** ২৮
মুসলিম সমাজে প্রচলিত হিন্দুয়ানী প্রবাদ-প্রবচন (৫ম কিস্তি)
মুহাম্মাদ আব্দুর রঊফ

➩ **শিক্ষাঙ্গন** ৩৪
অধিকাংশ সমাচার (৪র্থ কিস্তি)
লিলবর আল-বারাদী

➩ **পরশ পাথর** ৩৯
কিক-বক্সার অ্যান্ড্রু টেটের ইসলাম গ্রহণ
অনুবাদ গল্প

➩ **প্রতারণার পরিণাম** ৪০
মুহাম্মাদ আব্দুর রঊফ

➩ **সমকালীন মনীষী** ৪১
শায়খ ওয়ায়ের শাম্‌স (রহঃ)
ড. নূরুল ইসলাম

➩ **জানার আছে অনেক কিছু** ৪৩

➩ **‘যুবসংঘ’-এর বার্ষিক ক্যালেণ্ডার ২০২৩ পরিচিতি**

➩ **জীবনের বাঁকে বাঁকে** ৪৫
অন্যরকম শাশুড়ি মা
মুহাম্মাদ কামরুযযামান

➩ **সংগঠন সংবাদ** ৪৮

➩ **সাধারণ জ্ঞান** ৫৫

সম্পাদকীয়

তরুণদের আখলাকী নৈরাজ্য

তরুণ সমাজের একটি অংশ যখন বস্তুবাদের লাল নেশায় মত্ত হয়ে দুনিয়ার পিছনে অন্ধের মত ছুটছে, পুঁজিবাদের যাতাকলে পিষ্ট হয়ে নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার মরণ প্রতিযোগিতায় নেমেছে, ঠিক তখনই তরুণদের অপর একটি অংশ বস্তুবাদের নয়া টোপ গিলে আখেরাতমুখিতাকে একপাশে রেখে অন্ধের মত দুনিয়ার পিছনে ঘুরছে। এ যেন এক নয়া ঈমানী বস্তুবাদ। দ্বীনদারিতার পোষাকে এই ঈমানী বস্তুবাদীদের প্রধান আলামত হ'ল ইখলাছহীনতা এবং আখলাকহীনতা। শয়তান যখন তাদের দ্বীনের পোষাক খুলতে পারেনি, তখন ইখলাছ আর আখলাকের ছিদ্র দিয়ে ঈমান ছিনতাইয়ের সুযোগ গ্রহণ করেছে। সরাসরি ঈমান হরণ করতে পারে না; বরং বান্দার আখলাকী বর্মে আঘাত হেনে সঙ্গোপনে ঈমান হরণের আয়োজন করেছে। আর এই সূক্ষ্ম ফাঁদগুলো এমনই ধ্বংসাত্মক যে, যা থেকে নিজেকে রক্ষা করা তরুণদের জন্য যেন এক কঠিনতম যুদ্ধের শামিল। বাহ্যিক লেবাস-পোষাক, এমনকি ইলম ও আমলের প্রাচুর্য দিয়েও তা যেন ঠেকানো যাচ্ছে না। প্রাণান্ত চেষ্টা করতে করতে একসময় তারা রণে ভঙ্গ দিয়ে হারিয়ে যাচ্ছে গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে। দ্বীনদারিতা, আল্লাহভীতি, জীবনের মহৎ লক্ষ্য, আখেরাতে মুক্তির তীব্র ইচ্ছা কোন কিছুই তাকে আগলে রাখতে পারছে না। নিমিষে হারিয়ে যাচ্ছে ঈমানী বস্তুবাদের চোরাস্রোতে। রাসূল (ছাঃ) যথার্থই বলেছেন, দু'টি ক্ষুধার্ত নেকড়ে বাঘকে ছাগলের পালে ছেড়ে দেয়া হ'লে তা যতটুকু না ক্ষতিসাধন করে, কারো সম্পদ ও ক্ষমতার লোভ এর চেয়ে বেশী ক্ষতিসাধন করে তার ধর্ম ও ধার্মিকতায় *(তিরমিযী হা/২৩৭৬)*।

তরুণ সমাজের এই আখলাকী নৈরাজ্যের চিত্রগুলো দিনে দিনে ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর হচ্ছে। যেমন :

(ক) ভাইরাল হওয়ার আকাঙ্খা : বর্তমান সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে পরিচিতি পাওয়াটা খুব সহজ। সেজন্য ইতিবাচক কিংবা নেতিবাচক যেকোনভাবে ভাইরাল হওয়ার নেশা তরুণদের মধ্যে উন্মাদনা ছড়িয়েছে। মাল ও মর্যাদার লোভ এর সাথে যুক্ত হয়ে পুরো পরিবেশটা এখন ইখলাছ ও আত্মমর্যাদাহীন প্রদর্শনীতে গম গম করছে। যে যা নয়, তার চেয়ে বেশী প্রদর্শনের ইচ্ছা ও চেষ্টা আর কথায় কথায় আমিত্বের প্রতিষ্ঠার বিপুল আগ্রহ নিয়ে আত্মপ্রচারের ফুলঝুরি চলছে সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমগুলোতে। পড়াশোনা কিছু দূর যেতে না যেতেই শায়খ, মুফতি বনে যাওয়া বকওয়াজ তরুণদের ভিড়ে প্রকৃত আলেমদের খুঁজে পাওয়া এখন ভীষণ দুষ্কর।

(খ) মাল ও মর্যাদার লিপ্সা : তরুণদের মধ্যে এই দু'টি রোগ এখন সবার শীর্ষে। দ্বীনের কাজে নেমে অর্থলিপ্সা, যশ-খ্যাতি আর পদ-পদবীর পিছনে ছোটার এই নেশা তরুণদের আমল-আখলাকের মধ্যে এক বিশাল নৈরাজ্য তৈরী করেছে। দাওয়াতী ময়দান এখন আর দ্বীনের দাওয়াতের কেন্দ্র নয়, যেন ব্যবসাকেন্দ্র হয়ে দাড়িয়েছে। পুঁজিবাদী, বস্তুবাদী সমাজের মত এখানেও যে যার মত নিজের দর বাড়াতে হাজারো কৌশল ও ধোঁকাবাজির আশ্রয় নিচ্ছে। দ্বীনদারিতা এখানে কেবল মুখোশ। আল্লাহ্র সন্তুষ্টির আলাপ কেবল মুখের বুলি। দিন শেষে মাল-মর্যাদা হাছিলের গোপন প্রতিযোগিতাই সবকিছু। এ এক অন্তহীন নেশাগ্রস্ত পথ, যার পিছনে ছোটা মানুষটা শেষ পর্যন্ত জানে না, তার গন্তব্য কোথায়। ইন্নালিল্লাহ! রাসূল (ছাঃ) বোধহয় এজন্যই মুসলিম উম্মাহকে সতর্ক করে বলেছেন, 'তোমাদের উপর আমার সবচেয়ে অধিক যে জিনিসের ভয় হয়, তা হ'ল লোক দেখানো আমল ও গোপন কুপ্রবৃত্তি' *(সিলসিলা ছহীহাহ হা/৫০৮)*।

(গ) স্বার্থবাদিতা : মাল-মর্যাদার লোভের সাথে স্বার্থদুষ্টতা তরুণদের আখলাকী নৈরাজ্যে এনেছে এক নতুন মাত্রা। ভদ্রবেশী এই স্বার্থদুষ্টদের কাছে নিজের স্বার্থটাই সবকিছু। সামান্য স্বার্থহানিতে তাদের ঈমান টলটলায়মান। নিজের ব্যক্তিস্বার্থে জাতির বৃহত্তর স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিতে তারা এক মুহূর্ত দেরী করে না। নিজের দীর্ঘ লালিত নৈতিক আদর্শকে সামান্য স্বার্থের বিনিময়ে এক লহমায় বিলিয়ে দিতে তারা কার্পণ্য করে না। যে কোন মূল্যে স্বার্থ উদ্ধারই তাদের প্রধান লক্ষ্য। নিজের স্বার্থ ধরে রাখতে সমাজে বিভেদের দুয়ার খুলতে তাদের বিন্দুমাত্র বাধে না। এতে যদি সমস্ত দুনিয়াও ধ্বংস হয়ে যায়, তাতে তাদের যায়-আসে না। মুসলিম উম্মাহ ও সমাজের প্রতি দায়-দায়িত্বহীন এই মানুষগুলো আপাত ধার্মিক হ'লেও প্রচণ্ড রকম আত্মকেন্দ্রিক, নিষ্ঠুর এবং হৃদয়হীন। স্বার্থের জন্য হেন কিছু নেই, যা তারা করতে পারে না। এমন কিছু নেই, যা বলতে পারে না। এমন কোথাও নেই, যেখানে যেতে পারে না। যত নীচেই নামা লাগুক, তারা দ্বিধাবোধ করে না। মুহূর্তেই বন্ধুকে শত্রু, শত্রুকে বন্ধু বানাতে তারা নিত্য সিদ্ধহস্ত। নীতি-আদর্শের কোন মূল্য তাদের কাছে নেই। স্বার্থের মধ্যে তারা জীবনের অর্থ খুঁজে নেয়।

(ঘ) মুনাফিকী : ঈমানদারিতার ও ঈমানহীনতার মাঝামাঝি অবস্থান হ'ল মুনাফিকীর। বিশ্বাসগত মুনাফিক না থাকলেও আমলগত মুনাফিকে গিজ গিজ করছে সমাজ। কারো প্রতি বিশ্বাস, আস্থা রাখার যেন উপায় নেই। শয়তানী ফেরেবে পড়ে মুহূর্তে মুহূর্তে মানুষগুলো যেন ঈমান হারাচ্ছে। টাকা-পয়সার নয়-ছয়, দুর্নীতি, জালিয়াতি তাদের হাতের মোয়া। তাদের কথার সাথে কাজের কোন মিল নেই। মুখের সুন্দর কথা ও আচরণের সাথে বাস্তব জীবনের যোজন যোজন তফাৎ।

[বাকী অংশ ৫৬ পৃষ্ঠা দ্রঃ]

রাসূল (ছাঃ)-এর প্রতি ভালবাসা

আল-কুরআনুল কারীম :

১-قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ-

(১) বল, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাসো, তবে আমার অনুসরণ কর। তাহ'লে আল্লাহ তোমাদের ভালবাসবেন ও তোমাদের গোনাহসমূহ ক্ষমা করে দিবেন। বস্তুতঃ আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াবান' *(আলে ইমরান ৩/৩১)*।

২-قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللهُ بِأَمْرِهِ وَاللهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ-

(২) 'তুমি বলে দাও, তোমাদের নিকট যদি তোমাদের পিতা, পুত্র, ভাই, স্ত্রী, স্বগোত্র ও ধন-সম্পদ যা তোমরা অর্জন কর, ব্যবসা যা তোমরা বন্ধ হবার আশংকা কর এবং বাড়ী-ঘর যা তোমরা পসন্দ কর আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও তাঁর রাস্তায় জিহাদ করা হ'তে অধিক প্রিয় হয়। তাহ'লে তোমরা অপেক্ষা কর আল্লাহ্র নির্দেশ (আযাব) আসা পর্যন্ত। বস্তুতঃ আল্লাহ পাপাচারী সম্প্রদায়কে সুপথ প্রদর্শন করেন না' *(তাওবাহ ৯/২৪)*।

৩- مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللهِ وَلَا يَطَئُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ-

(৩) মদীনাবাসী ও পার্শ্ববর্তী পল্লীবাসী বেদুঈনদের উচিত নয় আল্লাহ্র রাসূল থেকে পিছিয়ে থাকা এবং তাঁর জীবন থেকে নিজেদের জীবনকে অধিক প্রিয় মনে করা। কারণ আল্লাহ্র পথে যে তৃষ্ণা, ক্লান্তি ও ক্ষুধা তাদের স্পর্শ করে এবং তাদের যেসব পদক্ষেপ কাফেরদের ক্রোধান্বিত করে ও শত্রুদের পক্ষ হতে তারা যা কিছু প্রাপ্ত হয়, তার বিনিময়ে তাদের জন্য সৎকর্ম লিপিবদ্ধ হয়। নিশ্চয়ই আল্লাহ সৎকর্মশীলদের পুরস্কার বিনষ্ট করবেন না' *(তাওবাহ ৯/১২০)*।

৪- النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ-

(৪) নবী (মুহাম্মাদ) মুমিনদের নিকট তাদের নিজেদের অপেক্ষা অধিক ঘনিষ্ঠ এবং তাঁর স্ত্রীগণ তাদের মা *(আহযাব ৩৩/৬)*।

৫-وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ-

(৫) আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোন বিষয়ে ফায়ছালা দিলে কোন মুমিন পুরুষ বা নারীর সে বিষয়ে নিজস্ব কোন ফায়ছালা দেওয়ার এখতিয়ার নেই *(আহযাব-মাক্কী ৩৩/৩৬)*।

হাদীছে নববী :

৬- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ-

(৬) আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, তোমাদের কেউই ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হ'তে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি তার কাছে তার সন্তান-সন্ততি, পিতামাতা এবং অন্য লোকদের চাইতে অধিক প্রিয় না হব'।[১]

৭- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ هِشَامٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللهِ لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ نَفْسِي. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ فَإِنَّهُ الْآنَ وَاللهِ لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْآنَ يَا عُمَرُ-

(৭) আব্দুল্লাহ ইবনু হিশাম (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা একদা নবী (ছাঃ)-এর সঙ্গে ছিলাম। তিনি যখন ওমর ইবনু খাত্তাব (রাঃ)-এর হাত ধরেছিলেন। ওমর (রাঃ) তাকে বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমার প্রাণ ব্যতীত আপনি আমার নিকট সর্বাধিক প্রিয়। তখন নবী (ছাঃ) বললেন, না। ঐ মহান সত্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ! এমন কি তোমার কাছে তোমার প্রাণের চেয়েও আমাকে অধিক প্রিয় হ'তে হবে। তখন ওমর (রাঃ) তাকে বললেন, আল্লাহ্র কসম! এখন আপনি আমার কাছে আমার প্রাণের চেয়ে অধিক প্রিয়। নবী (ছাঃ) বললেন, হে উমর! এখন (তোমার ঈমান পূর্ণ হয়েছে)।[২]

৮- عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ أَنْ يَكُونَ

১. মুসলিম হা/৪৪; ইবনু মাজাহ হা/৬৭; নাসাঈ হা/৫০১৩; আহমাদ হা/১৩৯৩৯; ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/১৭৯।
২. বুখারী হা/৬৬৩২।

اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لاَ يُحِبُّهُ إِلاَّ لِلَّهِ، وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِى الْكُفْرِ، كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِى النَّارِ–

(৮) আনাস ইবন মালিক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, তিনটি জিনিস এমন যার মধ্যে সেগুলো পাওয়া যাবে, সে ঈমানের স্বাদ পাবে। ১. আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তার কাছে অন্য সবকিছু থেকে প্রিয় হওয়া। ২. কাউকে শুধুমাত্র আল্লাহ্র জন্য ভালবাসা। ৩. জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হওয়াকে যেভাবে অপছন্দ করা, তেমনি পুনরায় কুফরির দিকে প্রত্যাবর্তন করাকে অপছন্দ করা'।[৩]

৯– عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَتَى السَّاعَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَا أَعْدَدْتَ لَهَا قَالَ مَا أَعْدَدْتُ لَهَا مِنْ كَثِيرِ صَلاَةٍ وَلاَ صَوْمٍ وَلاَ صَدَقَةٍ، وَلَكِنِّى أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ قَالَ أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ–

(৯) আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, এক ব্যক্তি নবী (ছাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করল, হে আল্লাহর রাসূল! ক্বিয়ামত কবে হবে? তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি এর জন্য কী প্রস্তুতি গ্রহণ করেছ? সে বলল, আমি এর জন্য তো অধিক কিছু ছালাত, ছিয়াম এবং ছাদাক্বা আদায় করতে পারিনি। কিন্তু আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালবাসি। তিনি বললেন, তুমি যাকে ভালবাস তারই সাথী হবে'।[৪]

১০– عَنْ أَبِى ذَرٍّ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ الرَّجُلُ يُحِبُّ الْقَوْمَ وَلاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَعْمَلَ كَعَمَلِهِمْ قَالَ أَنْتَ يَا أَبَا ذَرٍّ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ قَالَ فَإِنِّى أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ قَالَ فَإِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ قَالَ فَأَعَادَهَا أَبُو ذَرٍّ فَأَعَادَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ–

(১০) আবু যার (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি একদিন বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! এক ব্যক্তি কোন জাতিকে ভালবাসে, কিন্তু তাদের অনুরূপ আমল করে না। তখন তিনি বললেন, হে আবু যার! তুমি তাদের সাথী হবে, যাদেরকে তুমি ভালবাসো। তখন আবু যার (রাঃ) বলেন, আমি তো আল্লাহ এবং তার রাসূলকে ভালবাসি। নবী করীম (ছাঃ) বললেন, তুমি তার সাথী হবে, যাকে তুমি ভালবাসো। রাবী বলেন, আবু যার (রাঃ) পুনরায় এরূপ বললে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একইরূপ জবাব দেন'।[৫]

১১– عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلاً قَالَ يَا مُحَمَّدُ يَا سَيِّدَنَا وَابْنَ سَيِّدِنَا وَخَيْرَنَا وَابْنَ خَيْرِنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَيُّهَا النَّاسُ عَلَيْكُمْ بِتَقْوَاكُمْ وَلاَ يَسْتَهْوِيَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ وَاللهِ مَا أُحِبُّ أَنْ تَرْفَعُونِى فَوْقَ مَنْزِلَتِى الَّتِى أَنْزَلَنِى اللهُ عَزَّ وَجَلَّ

(১১) আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, একজন ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) আপনি আমাদের নেতা, আমাদের নেতার সন্তান, আমাদের মধ্যে উত্তম ব্যক্তি, আমাদের মধ্যে উত্তম ব্যক্তির সন্তান। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) বললেন, হে মানবমণ্ডলী! তোমাদের উপর তাক্বওয়া অবলম্বন করা আবশ্যক। শয়তান যেন তোমাদেরকে উদাসীন করতে না। আমি আব্দুল্লাহর ছেলে মুহাম্মাদ এবং আল্লাহ্র বান্দা ও তার রাসূল। আল্লাহ্র কসম! আল্লাহ আমাকে যে মর্যাদা দিয়েছেন তার উপর অতিরঞ্জিত করা আমি পসন্দ করি না'।[৬]

মনীষীদের বক্তব্য :

১. ইবনু কুদামা (রহঃ) বলেন, 'জেনে রাখ! এ মর্মে ইজমা হয়েছে যে, আল্লাহ ও তার রাসূলকে ভালবাসা ফরয'।[৭]

২. ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, আল্লাহ্র ভালবাসার প্রকৃত অর্থ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালবাসা। এটা ঈমানের ওয়াজিব বিষয় সমূহের মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং বৃহত্তম মূলনীতি'।[৮]

৩. ইবনুল কাইয়িম (রহঃ) বলেন, যে ব্যক্তি নিজেকে প্রাধান্য দেয়, সে তার সম্পদকে বেশী প্রাধান্য দেয়। আর একজন মুমিন পূর্ণ ঈমানদার হ'তে পারবে না যতক্ষণ না সে নিজের চেয়ে রাসূল (ছাঃ)-কে বেশী ভালবাসবে'।[৯]

৪. ইবনু হাজার (রহঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ)-কে ভালবাসার চিহ্ন হ'ল কথা ও কর্মের মাধ্যমে তার আনীত দ্বীনকে সাহায্য করা এবং তাঁর শরী'আতকে রক্ষা করা। আর রাসূল (ছাঃ)-এর চরিত্রে চরিত্রবান হওয়া'।[১০]

সারবস্তু :

১. ভালবাসা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আসা এক বিশেষ নে'মত। এ নে'মতের সর্বাধিক অগ্রাধিকার দিতে হবে রাসূল (ছাঃ)-কে।

২. রাসূল (ছাঃ)-কে ভালবাসতে হবে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ্র মূলনীতির আলোকে।

৩. রাসূল (ছাঃ)-এর প্রতি ভালোবাসার সর্বোচ্চ নিদর্শন হ'ল তার আনুগত্য করা।

৪. আল্লাহ্র জন্য কোন মুসলিম ভাইকে ভালবাসা, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ভালবাসাই অনুরূপ।

৫. আমাদেরকে সর্বদা রাসূল (ছাঃ)-এর প্রতি প্রগাঢ় ভালবাসা রাখতে হবে এবং তাঁর আদর্শকে সর্বাবস্থায় অনুসরণ করে চলতে হবে। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দান করুন। আমীন!

---

৩. বুখারী হা/১৬; ৬০৪১; আহমাদ হা/১৪১০২।
৪. বুখারী হা/৬১৭১; আদাবুল মুফরাদ হা/৩৫২; দারাকুৎণী হা/৪৮৯।
৫. আবু দাঊদ হা/৫১২৬।
৬. আহমাদ হা/১৩৬২১; ছহীহাহ হা/১০৯৭।
৭. মুখতাছারুল মিনহায ৩৩৮ পৃ.।
৮. মাজমু' ফাতাওয়া ৪৮ পৃ.।
৯. রওযাতুল মুহাদ্দিছিন ৯২ পৃ.।
১০. রিসালাতুশ শিরক ও মাযাহিরুহী ২৬৪ পৃ.।

রাসূল (ছাঃ)-এর মহৎ গুণাবলী

-ইহসান ইলাহী যহীর

ভূমিকা : মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর সার্বিক জীবন-চরিত উম্মতের জন্য পরিপূর্ণ জীবনাদর্শ। কেননা যুগ-যুগান্তর ধরে মানুষ যে জ্ঞান, মনীষা, পাণ্ডিত্য, মেধা-মনন ও মুক্তির সাধনা করে এসেছে, মুহাম্মাদ (ছাঃ) সেগুলোর পূর্ণতা দান করেছেন। একনিষ্ঠতা, ন্যায়পরায়ণতা, সততা, পবিত্রতা, মনুষ্যত্ববোধ, চারিত্রিক নিষ্কলুষতাসহ সমস্ত মানবিক গুণাবলীর সামগ্রিক সাধনা তাঁর মাঝে এসে চূড়ান্তভাবে পূর্ণতা পেয়েছে। তাঁর নবুঅতের সামগ্রিক জীবন মুসলিমদের পরিপূর্ণ অনুকরণীয় *(হাশর ৫৯/৭)*। যে আদর্শ অনুকরণের মাধ্যমে মুমিনের ইহকালীন জীবন জান্নাতী আবেশে গড়ে উঠবে এবং পরকালীন চূড়ান্ত মুক্তি সম্ভব হবে। আধুনিক যুগে মানুষের শিক্ষা-দীক্ষার চমকপ্রদ নানান বিষয় যুক্ত হ'লেও রাসূল (ছাঃ)-এর আদর্শ এবং তাঁর চারিত্রিক ও মানবিক গুণে গুণান্বিত হওয়ার শিক্ষা দেওয়া হয় না। বড়ই পরিতাপের বিষয় হ'ল মুষ্টিমেয় কিছু ব্যক্তি ব্যতীত অনেক আলেম-ওলামা পর্যন্ত বিশ্বনবী (ছাঃ) সম্পর্কে স্বল্প পড়াশুনা করেন। সেকারণে আলোচ্য প্রবন্ধে বিশ্ব মানবতার নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর কতিপয় গুণাবলী উপস্থাপন করা হ'ল।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উত্তম আদর্শ :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উত্তম আদর্শ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُو اللهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيْرًا- 'নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য আল্লাহ্‌র রাসূলের মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাতকে কামনা করে ও আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে' *(আহযাব ৩৩/২১)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছিলেন সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী :

তাঁর সর্বোত্তম চরিত্রের প্রশংসা কুরআনে এভাবে এসেছে যে, وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ- 'আর নিশ্চয়ই তুমি মহান চরিত্রের উপর অধিষ্ঠিত' *(কলম ৬৮/৪)*।

এমনকি মক্কার যে বিধর্মীরা তাঁর জীবনের দুশমন ছিল তারাও তাঁর বিশ্বস্ততা, আমানতদারী ও সত্যবাদিতা স্বীকার করত। আবু জাহল বলত, মুহাম্মাদ! আমি তোমাকে মিথ্যাবাদী বলি না, কিন্তু তোমার আনিত বাণীকে সঠিক মনে করতে পারছি না। এমনকি মক্কাবাসীরা তাদের দামী জিনিসগুলো হেফাযতের জন্য রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট আমানত রাখত। হিজরতের রাতে রাসূল (ছাঃ) আলী (রাঃ)-কে নিজের ঘরে পরদিন তাদের আমানত বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য রেখে গিয়েছিলেন।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছিলেন সর্বগুণে গুনান্বিত। তিনি ছিলেন একজন সাহসী, পরমুখাপেক্ষীহীন, ধৈর্যশীল, শোকরগুযার, অল্পেতুষ্ট, ত্যাগী, বিনয়ী, দানশীল। এছাড়াও তিনি মানবিক সকল গুণের অধিকারী ছিলেন। ফলে তাঁর ব্যক্তিত্ব বিশ্ব মানবতার জন্য আয়না স্বরূপ, যা দেখে সকল মানুষ নিজের ভিতর-বাহির ঠিক করে নিতে পারে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উপর যখন প্রথম অহী নাযিল হ'ল, তিনি (ছাঃ) বললেন, أَىْ خَدِيجَةُ مَا لِى، لَقَدْ خَشِيتُ عَلَى نَفْسِى، 'হে খাদীজা! আমি আমার জীবনের আশঙ্কা করছি'। তখন তাঁর জীবনসঙ্গিনী খাদিজা (রাঃ) বলেছিলেন, كَلاَّ أَبْشِرْ، فَوَاللهِ لاَ يُخْزِيكَ اللهُ أَبَدًا، فَوَاللهِ إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، وَتَصْدُقُ الْحَدِيثَ، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، وَتَقْرِى الضَّيْفَ، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ- 'কখনোই না; আপনি সুসংবাদ গ্রহণ করুন। আল্লাহ্‌র কসম! আল্লাহ কখনোই আপনাকে লাঞ্ছিত করবেন না। কেননা আপনি তো আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখেন, সর্বদা সত্য কথা বলেন, বিপদগ্রস্তের পাশে দাঁড়ান, দুর্বলের ভার বহন করেন, মেহমানের সাথে সদাচরণ করেন, সত্যসেবীদের সহায়তা করেন'।[১] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّمَا بُعِثْتُ لأُتَمِّمَ صَالِحَ الأَخْلاَقِ- 'নিশ্চয়ই আমি সর্বোত্তম চরিত্র সমূহের পূর্ণতা দানের জন্য প্রেরিত হয়েছি'।[২]

কোমল ও রহম দিলের নবী :

তিনি লোকদের সাথে নম্র আচরণ করতেন। বৈঠকে তিনি কোনরূপ অহেতুক ও অপ্রয়োজনীয় কথা বলতেন না। বেদুঈনদের রূঢ় আচরণে তিনি ধৈর্য ধারণ করতেন'।[৩] বলা চলে যে, তাঁর এই মহানুভবতা, বিনয়ী ব্যবহার ও অতুলনীয় ব্যক্তি মাধুর্যের প্রভাবেই রুক্ষ্ম স্বভাবের মরুচারী আরবরা দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করেছিল। আল্লাহ বলেন, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ، 'আর আল্লাহ্‌র বিশেষ রহমতেই তুমি স্বীয় উম্মতের প্রতি কোমল হৃদয় হয়েছ। যদি তুমি কর্কশ ও কঠোর হৃদয়ের হ'তে, তাহ'লে তারা অবশ্যই তোমার পাশ থেকে সটকে পড়ত' *(আলে ইমরান ৩/১৫৯)*। রাসূল (ছাঃ)-এর এই অনন্য চারিত্রিক মাধুর্য ছিল নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌র বিশেষ দান।

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ لاَ يَرْحَمُ لاَ يُرْحَمُ- 'যে ব্যক্তি দয়া করে না, তার প্রতি

---

১. বুখারী হা/৪৯৫৩; ৬৯৮২; মুসলিম হা/১৬০, ৪২২; আহমাদ হা/২৫৯০৭।
২. আহমাদ হা/৮৯৩৯; ছহীহুল জামে' হা/২৩৪৯।
৩. বুখারী হা/২২০; মিশকাত হা/৪৯১।

দয়া করা হয় না'।[৪] হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর ইবনুল 'আছ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেন, اَلرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ، اِرْحَمُوا مَنْ فِي الْأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ- 'দয়াশীলদের উপর পরম করুণাময় আল্লাহ দয়া করেন। তোমরা যমীনবাসীকে দয়া কর, তাহ'লে আসমানবাসী আল্লাহ তোমাদেরকে দয়া করবেন'।[৫]

পৃথিবীবাসীর জন্য রহমতের রাসূল :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অতিশয় মহানুভব মানুষ ছিলেন। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা তাকে পৃথিবীবাসীর জন্য রহমত হিসাবে প্রেরণ করেছেন। আল্লাহ বলেন, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ- 'আর আমরা তো তোমাকে পৃথিবীবাসীর প্রতি প্রেরণ করেছি কেবল রহমত হিসাবেই' (*আম্বিয়া ২১/১০৭*)। তাঁর সম্পূর্ণ জীবনটাই কেটেছে মানুষের প্রতি সহানুভূতি ও সহমর্মিতার মধ্য দিয়ে। রাসূল এরশাদ করেন, لاَ يَرْحَمُ اللهُ مَنْ لاَ يَرْحَمُ النَّاسَ- 'আল্লাহ এমন ব্যক্তির উপর দয়া করেন না, যে মানুষের উপর দয়া করে না'।[৬]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে মুশরিকদের উপর বদ-দো'আ করার জন্য দরখাস্ত করা হ'ল। তিনি বললেন, إِنِّى لَمْ أُبْعَثْ لَعَّانًا وَإِنَّمَا بُعِثْتُ رَحْمَةً- 'আমাকে দুনিয়াতে অভিসম্পাত করার জন্য প্রেরণ করা হয়নি, বরং আমি রহমত হিসাবেই প্রেরিত হয়েছি'।[৭]

পশু-পাখির হকের প্রতি খেয়াল :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) শুধু মানুষের উপরই সহানুভূতি ও সহমর্মিতা দেখিয়েছেন তা নয়; বরং জীব-জন্তু, পশু-পক্ষীকুলও তাঁর ভালবাসায় সিক্ত হয়েছে।

আব্দুর রহমান বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) তাঁর পিতা হ'তে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমরা কোন এক সফরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে ছিলাম। তিনি তাঁর প্রয়োজনে বাইরে গেলে আমরা সেখানে একটা চড়ুইয়ের মত ছোট পাখি দেখতে পাই। যার দু'টি বাচ্চা ছিল। তখন আমরা তার বাচ্চা দু'টি নিয়ে আসলে পাখিটি অস্থির হয়ে ডানা ঝাপটিয়ে আমাদের উপর আছড়ে পড়তে লাগল। এ সময় নবী করীম (ছাঃ) এসে বললেন, -مَنْ فَجَعَ هَذِهِ بِوَلَدِهَا؟ رُدُّوا وَلَدَهَا إِلَيْهَا 'কেন বাচ্চা এনে একে কষ্ট দিচ্ছ? এর বাচ্চা একে ফিরিয়ে দাও'।[৮]

একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কোন এক আনছার ছাহাবীর বাগানে গেলেন। সেখানে একটি শীর্ণকায় উট দেখতে পেলেন। রাসূল (ছাঃ)-কে দেখে উটটি আওয়াজ করতে লাগল। তিনি কাছে গিয়ে সেটির গায়ে আদরের পরশ বুলিয়ে দিলেন। এরপর লোকদের কাছ থেকে এর মালিকের খোঁজ নিলেন। জানা গেল উটটি একজন আনছারীর। তখন রাসূল (ছাঃ) লোকটিকে বললেন, أَلاَ تَتَّقِى اللهَ فِى هَذِهِ الْبَهِيمَةِ الَّتِى مَلَّكَكَ اللهُ إِيَّاهَا؟ فَإِنَّهُ شَكَاكَ إِلَىَّ وَزَعَمَ أَنَّكَ تُجِيعُهُ وَتُدْئِبُهُ- 'এই প্রাণীটির হক সম্পর্কে তুমি কি আল্লাহকে ভয় করবে না, যাকে আল্লাহ তোমার অধীনস্ত করেছেন? কেননা সে তোমার বিরুদ্ধে আমার নিকট অভিযোগ করেছে যে, তুমি তাকে দিয়ে অবিরাম পরিশ্রম করাও, কিন্তু তাকে ক্ষুধার্ত রাখ'।[৯]

পরিবেশ রক্ষা :

বর্তমানে বিশ্বব্যাপী পরিবেশ দূষণ এত ভয়ানক রূপ ধারণ করেছে যে, কোনভাবেই এ বিপর্যয় ঠেকানো যাচ্ছে না। পরিবেশের এই বিপর্যয় থেকে বাঁচতে হলে বেশী বেশী বৃক্ষরোপণ করতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজেও বৃক্ষ রোপণ করেছেন। তিনি ছাহাবীদেরকে বৃক্ষরোপণে উৎসাহিত করেছেন। বৃক্ষরোপণের ফযীলত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا، فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ، إِلاَّ كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ، 'কোন মুসলমান যদি বৃক্ষ রোপণ করে বা ফসল চাষাবাদ করে, অতঃপর তা থেকে পাখী, মানুষ অথবা চতুষ্পদ প্রাণী কিছু খেয়ে নেয়, তবে তার জন্য সেটি ছাদাক্বা হিসাবে গণ্য হবে'।[১০]

সালমান ফারেসী (রাঃ)-কে রাসূল (ছাঃ) বলেন, كَاتِبْ يَا سَلْمَانُ، 'হে সালমান! তোমার মনিবের সাথে চুক্তিবদ্ধ হও'। তিনি বলেন, فَكَاتَبْتُ صَاحِبِى عَلَى ثَلاَثِ مِائَةِ نَخْلَةٍ أُحْيِيهَا لَهُ، 'অতঃপর আমি মনীবের সাথে আমার মুক্তির জন্য বাগানে ৩০০ খেজুর গাছ রোপণ ও পরিচর্যার শর্তে চুক্তিবদ্ধ হ'লাম'।[১১]

তৎকালীন আরবের কিছু লোকের বদ অভ্যাস ছিল। তারা রাস্তার কিনারায় পেশাব-পায়খানা করত। রাসূল (ছাঃ) এটা খুব অপসন্দ করতেন এবং তাদেরকে নিষেধ করতেন। তিনি তাদেরকে পেশাব-পায়খানার নিয়ম শিখিয়ে দিতেন।[১২] এমনিভাবে পরিবেশকে নোংরা ও অপরিচ্ছন্নতা থেকে রক্ষা করার জন্য তিনি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও পেশাব-পায়খানার আদব শিক্ষা দিয়েছেন।

---

৪. বুখারী হা/৫৯৯৭; মুসলিম হা/২৩১৮; মিশকাত হা/৪৬৭৮।
৫. আবুদাঊদ হা/৪৯৪১ প্রভৃতি; মিশকাত হা/৪৯৬৯; ছহীহাহ হা/৯২৫।
৬. আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৯৬; বুখারী হা/৭৩৭৬; মিশকাত হা/৪৯৪৭।
৭. আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৩২১; মুসলিম হা/২৫৯৯; মিশকাত হা/৫৮১২।
৮. আহমাদ হা/৩৮৩৫; আবুদাঊদ হা/২৬৭৫, ৫২৬৮; হাকেম হা/৭৫৯৯; ছহীহাহ হা/২৫, ৪৮৭; মিশকাত হা/৩৫৪২।
৯. আহমাদ হা/১৭৪৫, ১৭৫৪; আবুদাঊদ হা/২৫৪৯; হাকেম হা/২৪৮৫; ছহীহাহ হা/২০।
১০. বুখারী হা/২৩২০; মুসলিম হা১৫৫২/; মিশকাত হা/১৯০০।
১১. আহমাদ হা/২৩৭৮৮; হায়ছামী, মাজমা'উয যাওয়ায়েদ হা/১৫৮৩৩; ছহীহাহ হা/৮৯৪।
১২. মুসলিম হা/২৬২; মিশকাত হা/৩৭০।

ইবাদতে একনিষ্ঠতা ও কষ্টসহিষ্ণুতা :

রাসূল (ছাঃ)-এর ইবাদত এত সুন্দর ছিল যে, রাতে দীর্ঘ ক্বিয়ামের কারণে পদযুগল ফুলে যেত। হযরত মুগীরাহ বিন শো'বা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) রাতে দাঁড়িয়ে দীর্ঘক্ষণ ছালাত আদায় করতেন। তাঁকে বলা হ'ল, لِمَ تَصْنَعُ هَذَا وَقَدْ غُفِرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ؟ 'আপনি এত কষ্ট করছেন কেন? অথচ আপনার জীবনের পূর্বাপর সকল পাপই তো মোচন করা হয়েছে'। তখন জবাবে তিনি বললেন, أَفَلاَ أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا؟ 'আমি কি আল্লাহ্র অধিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী বান্দা হবনা?'[১৩]

তিনি প্রতিদিন সত্তর বারের অধিক তওবা-ইস্তেগফার করতেন। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, وَاللهِ إِنِّى لأَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فِى الْيَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّةً– 'আল্লাহ্র শপথ! আমি প্রতিদিন সত্তর বারের অধিক আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা ও তওবা করি'।[১৪] অন্য বর্ণনায় এসেছে, يَا أَيُّهَا النَّاسُ تُوبُوا إِلَى اللهِ، فَإِنِّي أَتُوبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ– 'হে জনগণ! তোমরা আল্লাহ্র নিকট তাওবা কর। কেননা আমি দৈনিক একশ' বার আল্লাহ্র নিকট তাওবা করি'।[১৫] রাসূল (ছাঃ) এতটাই কষ্ট সহিষ্ণু ছিলেন যে, ক্ষুধার যন্ত্রণা হ্রাস করার জন্য কখনো পেটে পাথর বেঁধে রাখতেন। যেমন হাদীছে এসেছে, আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, كَانَ يَرْبُطُ الْحَجَرَ عَلَى بَطْنِهِ مِنَ الْغَرَثِ– 'তিনি ক্ষুধার তীব্র যন্ত্রণা হ্রাস করার জন্য পেটে পাথর বেঁধে রাখতেন'।[১৬]

মধ্যমপন্থী আচার-আচরণ :

একদা তিন জন ব্যক্তি নবী করীম (ছাঃ)-এর স্ত্রীদের বাড়ী গিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ইবাদত-বন্দেগী সম্পর্কে জানতে চাইলেন। তাদেরকে সে বিষয়ে অবহিত করা হ'লে তারা তাঁর আমলকে তুচ্ছ মনে করল। তারা পরস্পরে বলাবলি করল, নবী করীম (ছাঃ)-এর তুলনায় আমরা কোথায়? তাঁর তো আগে-পরের সমস্ত গোনাহ মাফ করে দেওয়া হয়েছে। ফলে তাদের একজন বলল, আমি সারা রাত ছালাতরত থাকব। আরেকজন বলল, আমি সারা বছর ছিয়াম পালন করব, কখনই তা ভঙ্গ করব না। অন্যজন বলল, আমি নারী সংশ্রব ত্যাগ করব, কোন দিন বিয়ে করব না। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদের কাছে এসে বললেন, أَنْتُمُ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا؟ أَمَا وَاللهِ إِنِّى لأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ، لَكِنِّى أَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأُصَلِّى وَأَرْقُدُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِى فَلَيْسَ مِنِّى– 'তোমরাই তো তারা, যারা এমন এমন কথা বলেছ? শোন, আল্লাহ্র কসম! আমি অবশ্যই তোমাদের তুলনায় আল্লাহকে অনেক বেশী ভয় করি। কিন্তু আমি ছিয়াম পালন করি, আবার বিরতিও দেই; ছালাত আদায় করি, আবার ঘুমাই এবং বিয়ে-শাদীও করেছি। সুতরাং যে ব্যক্তি আমার সুন্নাত থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে, সে আমার দলভুক্ত নয়'।[১৭]

নিঃসন্দেহে এটি মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর জীবনের একটি উজ্জ্বল দিক। তিনি সকল ক্ষেত্রেই মধ্যমপন্থা ও সহজতা আরোপ করতেন। কিন্তু এসব কিছু সত্ত্বেও বৈরাগ্য কখনো পসন্দ করেননি। হযরত আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لاَ زِمَامَ وَلاَ خِزَامَ وَلاَ رَهْبَانِيَّةَ وَلاَ تَبَتُّلَ وَلاَ سِيَاحَةَ فِى الإِسْلاَمِ– 'ইসলামে (পুরুষের জন্য) নাক-কান ফোঁড়ানো ও তাতে আংটা বাঁধা নেই, সন্ন্যাসবাদ নেই, অবিবাহিত থাকা নেই, ভবঘুরে থাকাও নেই'।[১৮]

ক্ষমার মহৎ গুণ :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ক্ষমার মহৎ গুণ পৃথকভাবে আলোচনা করার মতই একটি বিষয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ব্যক্তিগত বিষয়ে কারও থেকে কখনো প্রতিশোধ নেননি। ভাল দিয়ে মন্দের বদলা নিয়েছেন। এমনকি তিনি চিরশত্রুকেও ক্ষমা করেছেন। হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) বর্ণনা করেন, একবার যুদ্ধ হ'তে ফেরার সময় বিশ্রামের জন্য আমরা একস্থানে থামলাম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একটি গাছে তাঁর তরবারী ঝুলিয়ে রেখে সেখানেই বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। আমরা একটু দূরে ছিলাম। হঠাৎ তাঁর ডাকে আমি উঠে গেলাম। কাছে গিয়ে দেখি, একজন বেদুঈন রাসূল (ছাঃ)-এর তরবারী নিয়ে নেয়। আমি দেখি রাসূল (ছাঃ)-এর খোলা তরবারী তার হাতে। সে রাসূল (ছাঃ)-কে বলল, مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي؟ 'আমার কবল থেকে তোমাকে এখন কে রক্ষা করবে?' তিনি বললেন, اللهُ 'আল্লাহই রক্ষা করবেন' (৩ বার)। তখন তার হাত থেকে তরবারী পড়ে গেল।...জাবের (রাঃ) বলেন, وَلَمْ يُعَاقِبْهُ، এরপরও তিনি তার থেকে কোনরূপ প্রতিশোধ নেননি'।[১৯]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর এই ক্ষমার আদর্শ শুধুমাত্র সেখানেই সীমায়িত ছিল না, বরং তাঁর এই গুণ রাষ্ট্রপ্রধান হওয়ার পরও অব্যাহত ছিল। মক্কার সেইসব দুষ্টমতি লোকদের কথা কে না জানে, যারা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও তাঁর প্রিয় ছাহাবীদের জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলেছিল! যাদের কারণে প্রিয় মাতৃভূমি মক্কা নগরী ত্যাগ করে হিজরতের অবর্ণনীয় কষ্ট সহ্য করতে

১৩. বুখারী হা/১১৩০; মুসলিম হা/২৮২০; মিশকাত হা/১২২০।
১৪. বুখারী হা/৬৩০৭; আহমাদ হা/৭৭৮০; মিশকাত হা/২৩২৩।
১৫. মুসলিম হা/২৭০২; মিশকাত হা/২৩২৫।
১৬. ছহীহাহ হা/১৬১৫, সনদ হাসান।
১৭. বুখারী হা/৫০৬৩; মুসলিম হা/৬২, ১৪০১; ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৩১৭; মিশকাত হা/১৪৫।
১৮. মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক হা/২০৫৭২; মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ হা/১২৫৪৭; ছহীহাহ হা/১৭৮২-এর আলোচনা।
১৯. বুখারী হা/৪১৩৫; মুসলিম হা/৮৪৩; মিশকাত হা/৫৩০৪।

হয়েছে। এইসব মানুষদেরকে ক্ষমার তো কোন সুযোগই ছিল না। কিন্তু রহমতের নবী মক্কা বিজয়ের দিন তাদের জন্য সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেছিলেন। তিনি বলেন, مَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِى سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ وَمَنْ أَلْقَى السِّلاَحَ فَهُوَ آمِنٌ وَمَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ فَهُوَ آمِنٌ– 'যে ব্যক্তি আবু সুফিয়ানের ঘরে প্রবেশ করবে, সে নিরাপত্তা লাভ করবে। যে ব্যক্তি অস্ত্র পরিত্যাগ করবে, সে নিরাপত্তা লাভ করবে। যে ব্যক্তি তার নিজ গৃহে অবস্থান করে ঘরের দরজা বন্ধ করবে, সেও নিরাপত্তা লাভ করবে'।[২০]

সাংস্কৃতিক বুনিয়াদ :

আজ সংস্কৃতির নামে অশ্লীলতা ও অপসংস্কৃতি চলছে। নগ্নতা ও বেহায়াপনাকে বলা হচ্ছে আধুনিক সভ্যতা। অথচ রাসূল (ছাঃ) ইসলামী সংস্কৃতি ও শিল্পকলা ব্যবহার করেছেন মানুষের সুস্থ ও সুন্দর রুচিবোধ, মানবিকতা ও উত্তম চরিত্র গঠনে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে।

যেমন হযরত হাসসান বিন ছাবিত (রাঃ) মুশরিকদের তীর্যক কবিতার প্রত্যুত্তরের জন্য নিয়োজিত ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, أَجِبْ عَنِّي، اللَّهُمَّ أَيِّدْهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ– 'হাসসান, তুমি আমার পক্ষ হ'তে কাফেরদের প্রতি ছন্দাকারে জবাব দাও! হে আল্লাহ! রূহুল কুদ্দুস জিব্রীলের মাধ্যমে তাকে শক্তিশালী কর'।[২১]

রাসূল (ছাঃ) কখনো কখনো বিভিন্ন কবিতার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। যেমন আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেন, أَصْدَقُ كَلِمَةٍ قَالَهَا الشَّاعِرُ كَلِمَةُ لَبِيدٍ : أَلاَ كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلاَ اللهَ بَاطِلٌ– 'কবিরা যেসব কাব্য রচনা করে থাকে তন্মধ্যে সর্বাধিক সত্য হ'ল লাবীদের উক্তি, 'আল্লাহ ছাড়া সব কিছুই ধ্বংসশীল'।[২২]

হযরত রুবাই বিনতে মু'আব্বিয বিন 'আফরা (রাঃ) বলেন, আমাকে যখন স্বামীগৃহে পাঠানো হ'ল, তখন নবী করীম (ছাঃ) আমার গৃহে এসে বিছানায় বসলেন, যেমন তুমি আমার কাছে বসে আছ। এ সময় আমাদের ছোট বালিকারা একমুখী দফ বাজাতে লাগল এবং বদর যুদ্ধে নিহত আমার পিতৃপুরুষের শোকগাঁথা বলতে লাগল। এমন সময় তাদের একজন বলে উঠল, وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِى غَدٍ 'আর আমাদের মধ্যে এমন একজন নবী আছেন, যিনি আগামীকালের খবরও জানেন'। এ কথা শুনে রাসূল (ছাঃ) বললেন, –دَعِى هَذِهِ وَقُولِى بِالَّذِى كُنْتِ تَقُولِينَ 'এটি বাদ দাও এবং সেটাই বল পূর্বে যা বলছিলে'।[২৩]

হযরত আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, খন্দক যুদ্ধের পূর্বে আনছার ও মুহাজিরগণ মদীনার পাশে পরিখা খনন করছিলেন এবং তারা পিঠে মাটি বহন করছিলেন। তখন তাঁরা এই কবিতা আবৃত্তি করছিলেন,

نَحْنُ الَّذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّدًا * عَلَى الْجِهَادِ مَا بَقِينَا أَبَدًا–

'মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর হাতে বায়'আত করেছি, আমরা সেই জাতি + যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা জীবিত আছি, জিহাদের উপরই সর্বদা অটুট থাকি'।

ছাহাবায়ে কেরামের কাব্যিক ছন্দের প্রত্যুত্তরে রাসূল (ছাঃ) বললেন, اللَّهُمَّ لاَ عَيْشَ إِلاَّ عَيْشُ الْآخِرَهْ * فَاغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَهْ– 'হে আল্লাহ! আখেরাতের চিরস্থায়ী জীবন ছাড়া আর কোন জীবন নেই + অতএব তুমি আনছার ও মুহাজিরদের ক্ষমা কর'।[২৪] সুতরাং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রশংসা এবং বাতিলের বিরুদ্ধে সত্যের সংগ্রামে ইসলামী জাগরণী গাওয়ায় কোন বাধা নেই এবং এতে ইসলামের সাংস্কৃতিক বুনিয়াদ পরিলক্ষিত হয়।

বৈধ ক্রীড়া-কৌতুক :

একদিন স্ত্রী আয়েশা (রাঃ)-এর নিকটে এসে তার এক বৃদ্ধা খালা রাসূল (ছাঃ)-কে বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার জন্য আল্লাহ্র নিকটে দো'আ করুন, যেন তিনি আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করান। জবাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, হে অমুকের মা! কোন বৃদ্ধা জান্নাতে প্রবেশ করবে না যে! একথা শুনে উক্ত মহিলা নিরাশ হয়ে কাঁদতে শুরু করল। তখন আয়েশা (রাঃ) বললেন, তাদের কি দোষ? জবাবে রাসূল (ছাঃ) বললেন, তুমি কি কুরআনে পড়নি? যেখানে আল্লাহ বলেছেন, إِنَّآ أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَآءً– فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا– عُرُبًا أَتْرَابًا– لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ– 'আমরা জান্নাতী নারীদের বিশেষভাবে সৃষ্টি করেছি'। 'অতঃপর তাদের চিরকুমারী করেছি'। তারা অনুরক্তা, সমবয়স্কা'। 'ডান সারির লোকদের জন্য' *(ওয়াক্বি'আহ ৫৬/৩৫-৩৮)*।[২৫] অন্য বর্ণনায় এসেছে, 'জান্নাতবাসী নারী-পুরুষ সবাই ৩০ থেকে ৩৩ বছর বয়সী হবে'।[২৬]

[ক্রমশঃ]

[লেখক : সাংগঠনিক সম্পাদক, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ এবং পিএইচ.ডি গবেষক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।]

---

২০. মুসলিম হা/১৭৮০; মিশকাত হা/৬২১০।
২১. বুখারী হা/৩২১২; মুসলিম হা/২৪৮৫; মিশকাত হা/৪৭৮৯।
২২. বুখারী হা/৩৮৪১; মুসলিম হা/২২৫৬; মিশকাত হা/৪৭৮৬।
২৩. বুখারী হা/৪০০১; মিশকাত হা/৩১৪০।
২৪. বুখারী হা/২৮৩৫; মুসলিম হা/১৮০৫; মিশকাত হা/৪৭৯৩।
২৫. ইবনু কাছীর, তাফসীর সূরা ওয়াক্বি'আহ ৩৫-৩৮ আয়াত; রাযীন, মিশকাত হা/৪৮৮৮, সনদ ছহীহ।
২৬. তিরমিযী হা/২৫৪৫; আহমাদ হা/২২১৫৯; ছহীহাহ হা/২৯৮৭; মিশকাত হা/৫৬৩৯, দ্র. সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩য় মুদ্রণ ৭৮৪ পৃ.।

www.tawheederdak.com

গুনাহ মাফের আমলসমূহ

-আসাদ বিন আব্দুল আযীয

উপস্থাপনা : পাপকর্ম মানুষের একটি মন্দ দিক। শয়তান তার লালসার মোহে ফেলে মানুষকে পাপকর্মের দিকে ঠেলে দেয়। ধীরে ধীরে সে শয়তানের অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে যায়। ফলে এক সময় সে সৎপথ থেকে বহু দূরে চলে যায়। সেই পথ ভোলা মানুষগুলোর সৎপথে আসার সমস্ত পথ আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বদাই উন্মুক্ত রেখেছেন। মানুষ তার বিশুদ্ধ সৎআমল দিয়ে বিগত পাপগুলোকে মাফ করিয়ে নিতে পারে। আলোচ্য প্রবন্ধে বিগত সকল গুনাহ মাফের আমলগুলো তুলে ধরার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।

ক. বিগত সকল পাপ মোচনের আমল :

১. আযান শেষে নিম্নোক্ত দো'আ পড়লে :

আযানের শেষে নিম্নোক্ত দো'আ পড়লে বিগত সকল গুনাহ মাফ হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، رَضِيتُ بِاللهِ رَبًّا، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولاً، وَبِالإِسْلاَمِ دِينًا 'মুওয়ায্যিনের আযান শুনে যে ব্যক্তি বলে, 'আশহাদু আল লা-ইলা-হা ইল্লাল্ল-হু ওয়াহদাহু, লা- শারীকা লাহু, ওয়া আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু, ওয়া রাসূলুহু, রাযীতু বিল্লা-হি রব্বান ওয়াবি মুহাম্মাদিন রাসূলান ওয়াবিল ইসলামী দীনা'। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই এবং মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসূল। আমি সন্তুষ্ট আল্লাহকে রব হিসেবে পেয়ে এবং মুহাম্মাদ কে রাসূল হিসেবে পেয়ে এবং ইসলামকে দ্বীন হিসেবে পেয়ে। তার গুনাহ মাফ করা হবে'।[১]

২. নির্ভুলভাবে ২ রাক'আত ছালাত আদায় করলে :

সর্বোত্তমভাবে ওযূ করে নির্ভুলভাবে ২ রাক'আত ছালাত আদায় করলে বিগত সকল গুনাহ মাফ হয়। উছমান (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, একদা তিনি এরূপে ওযূ করলেন, তিনবার নিজের দু'হাতের কব্জি পর্যন্ত ধুলেন, তারপর এবার কুলি করলেন, নাকে পানি দিয়ে তা ঝেড়ে পরিষ্কার করলেন, তিনবার মুখমণ্ডল ধুলেন, তারপর কনুই পর্যন্ত তিনবার ডান হাত ধুলেন, এভাবে বাম হাতও কনুই পর্যন্ত ধুলেন। এরপর মাথা মাসাহ করলেন, তারপর ডান পা তিনবার ও বাম পা তিনবার করে ধুলেন। এরপর তিনি বললেন, আমি যেভাবে ওযূ করলাম এভাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে ওযূ করতে দেখেছি। তারপর তিনি (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার ন্যায় ওযূ করবে ও মনোযোগ সহকারে দুই রাক'আত (নফল) ছালাত আদায় করবে, তার পূর্বেকার সব গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে'।[২]

অপর হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ صَلَّى سَجْدَتَيْنِ لاَ يَسْهُو فِيهِمَا غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ 'যে ব্যক্তি দু'রাক'আত ছালাত আদায় করেছে, আর এতে ভুল করেনি, আল্লাহ তার অতীত জীবনের সব (ছগীরা) গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন'।[৩]

৩. উত্তমভাবে ওযূ, ছালাত ও রুকূকারীর পাপ :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَا مِنِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ تَحْضُرُهُ صَلاَةٌ مَكْتُوبَةٌ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهَا وَخُشُوعَهَا وَرُكُوعَهَا إِلاَّ كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا قَبْلَهَا مِنَ الذُّنُوبِ مَا لَمْ يُؤْتِ كَبِيرَةً وَذَلِكَ الدَّهْرَ كُلَّهُ 'কোন মুসলিম ব্যক্তির যখন কোন ফরয ছালাতের ওয়াক্ত হয় আর সে ছালাতের ওযুকে উত্তমরূপে আদায় করে, ছালাতের বিনয় ও রুকূকে উত্তমরূপে আদায় করে তা হলে যতক্ষণ না সে কোন কবীরা গোনাহে লিপ্ত হবে, তার এই ছালাত তার পূর্ববর্তী সকল গুনাহের জন্য কাফফারা হয়ে যাবে। তিনি বলেন, আর এ অবস্থা সর্বযুগেই বিদ্যমান'।[৪]

৪. ফেরেশতার আমীনের সাথে আমীন মিলে গেলে :

জামা'আতে ফরয ছালাত আদায়কালে সূরা ফাতিহা শেষে ইমামের সাথে আমীন বলার মাধ্যমে বিগত পাপ মোচন হওয়া সম্ভব। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوا فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تقدم من ذنبه 'ইমাম যখন আমীন বলবে, তোমরাও আমীন বলবে। কারণ যে ব্যক্তির আমীন ফেরেশতাগণের আমীনের সাথে মিলে যায়, আল্লাহ তার অতীতের সব গুনাহগুলো মাফ করে দেন'।[৫]

৫. ক্বওমার দো'আ ফেরেশতার সাথে মিলে গেলে :

হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِذَا قَالَ الإِمَامُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ. فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ

---

১. *ছহীহ ইবনু খুযাইমাহ হা/৪২১; ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/১৬৯৩; ছহীহুল জামে' হা/৬৪২২।*

২. *বুখারী ১৯৩৪, মুসলিম ২২৬; মিশকাত হা/২৮৭।*

৩. *আহমাদ হা/২১৭৩৭; মিশকাত হা/৫৭৭।*

৪. *মুসলিম হা/২২৮; আহমাদ হা/২২২৯১; ছহীহুল জামে' হা/৫৬৮৬; মিশকাত হা/২৮৬।*

৫. *বুখারী হা/৭৮০; মুসলিম হা/৪১০; মিশকাত হা/৮২৫।*

قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ‘ইমাম যখন সামিআল্লা-হু লিমান হামিদাহ বলবে, তখন তোমরা আল্লা-হুম্মা রব্বানা লাকাল হামদ বলবে। কেননা যার কথা ফেরেশতার কথার সাথে মিলে যাবে, তার পূর্বের (ছগীরা) গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে’।[৬]

৬-৭. রামাযানে ছিয়াম পালন ও লায়লাতুল ক্বদর জাগরণ করলে : পবিত্র মাহে রামাযানের ছিয়াম পালন ও এ মাসের শেষ দশকের বেজড় রাত্রিতে জেগে ছালাত আদায় করলেও বিগত সকল গুনাহ মাফ হয়। হাদীছে এসেছে, আবু হুরায়রা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ، وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ‘যে ব্যক্তি রামাযানে ঈমানের সাথে ও ছওয়াব লাভের আশায় ছিয়াম পালন করে, তার পূর্ববর্তী গুনাহসমূহ মাফ করে দেওয়া হয় এবং যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে, ছওয়াব লাভের আশায় লাইলাতুল কদরে রাত জেগে দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় করে, তার পূর্ববর্তী গুনাহসমূহ মাফ করে দেওয়া হয়’।[৭]

৮. রামাযান মাসে তারাবীহর ছালাত আদায় করলে :

নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ قَامَ شَهْرَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ‘যে ব্যক্তি আল্লাহ তা‘আলার উপর দৃঢ় বিশ্বাস রেখে ছওয়াব লাভের আশায় তারাবীহর ছালাত আদায় করে, তার পূর্ববর্তী গুনাহসমূহ মাফ করে দেওয়া হয়’।[৮]

৯. খাবার শেষে নিম্নোক্ত দো‘আ পড়লে :

মুআয ইবনু আনাস (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি খাবার খাওয়ার পর এ দো‘আ পড়ে, مَنْ أَكَلَ طَعَامًا ثُمَّ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى أَطْعَمَنِى هَذَا الطَّعَامَ وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّى وَلاَ قُوَّةٍ ‘আলহামদু লিল্লা-হিল্লাযী আত্বআমানী হা-যা ওয়ারাযাক্বানীহি মিন গয়রি হাওলিম মিন্নী ওয়ালা-ক্যুওয়াহ’ অর্থাৎ- সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই যিনি আমাকে খাদ্য খাইয়েছেন এবং আমার শক্তি সামর্থ্য ব্যতিরিকেই তিনি তা আমাকে দান করেছেন, তার অতীতের সমস্ত গুনাহ মাফ হয়ে যায়’।[৯]

১০. নতুন পোষাক পরিধানের সময় নিম্নোক্ত দো‘আ পড়লে :

যে ব্যক্তি নতুন কাপড় পরিধান করে এ দো‘আ পড়ে, الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى كَسَانِى هَذَا وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّى وَلاَ قُوَّةٍ আলহামদু লিল্লা-হিল্লাযী কাসা-নী হা-যা- ওয়ারাযাকানীহি মিন গয়রি হাওলিম মিন্নী ওয়ালা- ক্যুওয়াহ। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য, যিনি আমার কৌশল ও ক্ষমতা প্রয়োগ ব্যতীতই আমাকে এই কাপড়ের ব্যবস্থা করলেন, তার পূর্বের সমস্ত গুনাহ মাফ হয়ে যায়’।[১০]

১১. যে ব্যক্তি ১২ বছর আযান দিবেন :

ইবনু উমার (রাঃ) হ’তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ أَذَّنَ ثِنْتَىْ عَشْرَةَ سَنَةً وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ وَكُتِبَ لَهُ بِتَأْذِينِهِ فِى كُلِّ يَوْمٍ سِتُّونَ حَسَنَةً وَلِكُلِّ إِقَامَةٍ ثَلاَثُونَ حَسَنَةً ‘যে ব্যক্তি ১২ বছর আযান দেয় তার জন্য জান্নাত অবধারিত হয়ে যায়। আর প্রতিদিনের আযানের বিনিময়ে তার জন্য ষাট নেকী এবং প্রতি ইকামতের জন্য তিরিশ নেকী লেখা হয়’।[১১]

১২. সূরা ইখলাছকে ভালবাসলে :

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করীম (ছাঃ)-এর সঙ্গে আসছিলাম। তখন তিনি শুনতে পেলেন এক ব্যক্তি ‘কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ আল্লা-হুছ ছমাদ’ পড়ছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, وَجَبَتْ ‘সে ওয়াজিব করে নিল’। আমি বললাম, কি ওয়াজিব করে নিল? তিনি বললেন, الْجَنَّةُ ‘জান্নাত’।[১২]

১৩. সাইয়েদুল ইস্তিগফার সকাল-সন্ধ্যা পড়লে :

শাদ্দাদ ইবনু আউস (রাঃ) থেকে বর্ণিত নবী (ছাঃ) বলেছেন, সাইয়্যেদুল ইস্তিগফার হ’ল বান্দার এ দো‘আ পড়া- اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّى، لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، خَلَقْتَنِى وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَىَّ وَأَبُوءُ بِذَنْبِى، اغْفِرْ لِى، فَإِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ ‘হে আল্লাহ তুমিই আমার প্রতিপালক। তুমি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তুমিই আমাকে সৃষ্টি করেছ। আমি তোমারই গোলাম। আমি যথাসাধ্য তোমার সঙ্গে প্রতিজ্ঞা ও অঙ্গীকারের উপর আছি। আমি আমার সব কৃতকর্মের কুফল থেকে তোমার কাছে পানাহ চাচ্ছি। তুমি আমার প্রতি তোমার যে নিয়ামত দিয়েছ তা স্বীকার করছি। আর আমার কৃত গুনাহের কথাও স্বীকার করছি। তুমি আমাকে মাফ করে দাও। কারন তুমি ছাড়া কেউ গুনাহ ক্ষমা করতে পারবে না। যে ব্যক্তি দিনের (সকাল) বেলায় দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে এ ইস্তিগফার পড়বে আর সন্ধা হওয়ার আগেই সে মারা যাবে, সে জান্নাতী হবে। আর যে ব্যক্তি রাতের (প্রথম) বেলায় দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে এ দো‘আ পড়ে নেবে আর সে ভোর হওয়ার আগেই মারা যাবে সে জান্নাতী হবে।[১৩]

---

৬. বুখারী হা/৭৯৬; মুসলিম হা/৪০৯; মিশকাত হা/৮৭৪।
৭. বুখারী হা/২০১৪; মুসলিম হা/৭৬০; মিশকাত হা/১৯৫৮।
৮. নাসাঈ হা/২২০২।
৯. আবু দাউদ হা/৪০২৩; আহমাদ হা/১৫৬৭০; মিশকাত হা/৪৩৪৩।
১০. আবু দাউদ হা/৪০২৩; ছহীহুল জামে‘ হা/৬০৮৬; মিশকাত হা/৪৩৪৩।
১১. ইবনু মাজাহ হা/৭১৮; মিশকাত হা/৬৭৮।
১২. তিরমিযী হা/২৮৯৭; নাসাঈ হা/৯৯৪; মিশকাত হা/২১৬৭০।
১৩. বুখারী হা/৬৩০৬।

অপর এক হাদীছে এসেছে, শাদ্দাদ ইবন আওস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত যে, নবী করীম (ছাঃ) একদিন তাকে বললেন, لَا... يَقُولُهَا أَحَدُكُمْ حِينَ يُمْسِي فَيَأْتِي عَلَيْهِ قَدَرٌ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ إِلاَّ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ.. 'তোমাদের কেউ যদি সন্ধ্যা এটি পাঠ করে আর ভোরের আগেই যদি তাকদীর অনুসারে তার মৃত্যু এসে যায়, তবে জান্নাত তার জন্য ওয়াজিব'।[14]

১৪. যে ব্যক্তি ৩টি কন্যা সন্তান লালন-পালন করবে :

জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ كَانَ لَهُ ثَلاَثُ بَنَاتٍ يُؤْوِيهِنَّ وَيَكْفِيهِنَّ وَيَرْحَمُهُنَّ، فَقَدْ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ الْبَتَّةَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ بَعْضِ الْقَوْمِ وَثِنْتَيْنِ، يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ وَثِنْتَيْنِ 'যার তিনটি কন্যা সন্তান আছে এবং সে তাদেরকে আশ্রয় দিয়ে তাদের ব্যয়ভার বহন করে এবং তাদের সাথে দয়ার্দ্র ব্যবহার করে, তার জন্য বেহেশত অবধারিত হয়ে যায়। লোকজনের মধ্য থেকে একজন বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! কারো যদি দুটি কন্যা সন্তান থাকে? তিনি বলেন, দুইটি কন্যা সন্তান হ'লেও'।[15]

১৫. যে ব্যক্তি ইয়াতীম প্রতিপালন করল :

আমর বিন মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, مَنْ ضَمَّ يَتِيماً بَيْنَ أَبَوَيْنِ مُسْلِمَيْنِ إِلَى طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ حَتَّى يَسْتَغْنِىَ عَنْهُ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ الْبَتَّةَ 'যে ব্যক্তি মাতা-পিতা মারা যাওয়া কোন মুসলিম এতিমকে তাকে আল্লাহ তা'আলা স্বাবলম্বী করা অবধি নিজ পানাহারে শামিল করে, ঐ ব্যক্তির জন্য জান্নাত অবধারিত হয়ে যায়'।[16]

১৬. যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দিবে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' :

হযরত সালেম বিন আমের (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি আবু বকর (রাঃ)-কে বলতে শুনেছি তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, তুমি মানুষদের নিকট ঘোষণা দাও 'যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দিবে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যাবে। অতঃপর আমি বের হলাম তখন ওমর (রাঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ হ'ল। সে বলল, আপনি কি বলতে চান হে আবু বকর! আমি বললাম, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, তুমি মানুষদের নিকট ঘোষণা দাও 'ব্যক্তি সাক্ষ্য দিবে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যাবে। তখন ওমর (রাঃ) বললেন, আপনি রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট ফিরে যান। কেননা আমি ভয় করি মানুষ এর উপরই ভরসা করবে। অতঃপর আমি রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট ফিরে আসলাম। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, কিসে তোমাকে ফিরিয়েছে? তখন আমি ওমরের কথা বললাম। তিনি বললেন, সে সত্য বলেছে'।[17]

অপর হাদীছে এসেছে, হুনাইফ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, মানুষকে সুসংবাদ দাও যে ব্যক্তি বলবে, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যাবে'।[18]

খ. নিষ্পাপ শিশুর মত হওয়ার আমল :

১. হজ্জ পালনকারী ব্যক্তির গোনাহ : আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ حَجَّ لِلَّهِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ 'যে ব্যক্তি এই ঘরের হজ্জ আদায় করল, অশ্লীলতায় লিপ্ত হ'ল না এবং আল্লাহ্র নাফরমানী করল না, সে মাতৃগর্ভ থেকে সদ্য প্রসূত শিশুর মত হয়ে (হজ্জ থেকে) প্রত্যাবর্তন করবে'।[19]

২. বিপদের সময় আল্লাহ্র প্রশংসা করলে :

আবুল আশআছ ছান'আনী হ'তে বর্ণিত, তিনি দামেস্কের মসজিদের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে 'রাওয়াহ' নামক স্থানে দুপুরে অবস্থান করেন। সেখানে তিনি শাদ্দাদ ইবনু আউসের সাথে সাক্ষাৎ করেন। (তার সাথী) 'সুনাবিহি' তার সাথেই ছিল। আমি বললাম, কোথায় যাচ্ছেন? আল্লাহ আপনাদের ওপর রহম করুন। তারা বলল, এখানে আমাদের এক অসুস্থ ভাইয়ের সাথে সাক্ষাতের ইচ্ছা করছি, আমরা তাকে দেখতে যাব। আমি তাদের সাথে চললাম, অবশেষে তারা ঐ ব্যক্তির নিকট গেল। তারা তাকে বলল, কিরূপ সকাল করলেন? সে বলল, আল্লাহ্র নিয়ামতসহ। শাদ্দাদ তাকে বলল, গুনাহের কাফফারা ও পাপ মোচনের সুসংবাদ গ্রহণ করুন, কারণ আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'আমি যখন আমার কোন মুমিন বান্দাকে পরীক্ষা করি, অতঃপর সে আমার মুছীবতের উপর আমার প্রশংসা করে, নিশ্চয় সে ঐ বিছানা থেকে উঠে সেদিনের মত, যেদিন তার মা তাকে নিষ্পাপ শিশুর মত জন্ম দিয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি আমার বান্দাকে আটকে রেখেছি, আমি তাকে মুছীবত দিয়েছি, অতএব তোমরা তার জন্য ছওয়াব লিখতে থাক, যেমন তার ছওয়াব লিখতে তার সুস্থ অবস্থায়'।[20]

৩. ছালাতের পর মসজিদে অপেক্ষাকারী, পায়ে হেঁটে জামা'আতে যাওয়া ব্যক্তি ও পরিপূর্ণভাবে ওযূকারী :

ইবন আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, একদা রাতে সুমহান ও বরকতময় আমার রব আমার কাছে সুন্দরতম রূপে এসেছিলেন। (রাবী বলেন, যতদূর মনে পড়ে রাসূল (ছাঃ) স্বপ্নে কথাটি বলেছিলেন) তিনি বললেন, হে মুহাম্মাদ! আপনি কি জানেন, কি নিয়ে সর্বোচ্চ ফেরেশতা পরিষদ এ বিতর্ক করছে? আমি বললাম, না।

---

১৪. তিরমিযী হা/৩৩৯৩; ছহীহাহ হা/১৭৪৭।
১৫. আদাবুল মুফরাদ হা/৭৮; মিশকাত হা/৪৯৭৫।
১৬. আহমাদ হা/১৯০৪৭; ছহীহাহ হা/২৮৮২।
১৭. ছহীহাহ হা/১১৩৫।
১৮. ছহীহুল জামে' হা/৫১৩৫।।
১৯. বুখারী হা/১৮২০; মুসলিম হা/১৩৫০; মিশকাত হা/২৫০৭।
২০. আহমাদ হা/১৭১৫৯; ছহীহাহ হা/১৬১১; মিশকাত হা/১৫৭৯।

রাসূল বলেন, তখন তিনি আমার কাঁধের মাঝে তার হাত রাখলেন। এমনকি এর স্নিগ্ধতা আমি আমার বুকেও অনুভব করলাম। এতে আসমান ও যমীনের যা কিছু আছে সব আমি জানতে পারলাম। তিনি বলল, হে মুহাম্মাদ! আপনি কি জানেন, কি নিয়ে মালা-এ আ'লায় আলোচনা হচ্ছে? আমি বললাম, হ্যাঁ, গুনাহের কাফফারা বিষয়ে আলোচনা হচ্ছে। ছালাতের পর মসজিদে অবস্থান করাও কাফফারা, জামা'আতে পায়ে হেঁটে যাওয়া, কষ্টের সময় পরিপূর্ণভাবে ওযূ করাও কাফফারা। যে ব্যক্তি এই কাজ করবে তার জীবন হবে কল্যাণময়, আর মৃত্যুও হবে কল্যাণময়। যেদিন তাঁর মা তাকে ভূমিষ্ঠ করলেন গুনাহর ক্ষেত্রে তাঁর অবস্থা হবে সেই দিনের মত।[21]

৪. বায়তুল মুকাদ্দাসে একনিষ্ঠ অন্তর নিয়ে ছালাত আদায় :

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেন, সুলায়মান ইবনু দাঊদ (আঃ) বায়তুল মুকাদ্দাস নির্মাণ কাজ শেষ করে আল্লাহ্‌র কাছে তিনটি বিষয় প্রার্থনা করেন, (১) আল্লাহ্‌র হুকুমত সুবিচার (২) এমন রাজত্ব যা তার পরে আর কাউকে দেয়া হবে না (৩) এবং যে ব্যক্তি বাইতুল মুকাদ্দাসে কেবলমাত্র ছালাত পড়ার জন্য আসবে, তার গুনাহ যেন তার থেকে বের হয়ে যায় তার মা তাকে প্রসব করার দিনের মত। এরপর নবী (ছাঃ) বলেন, প্রথম দু'টি তাঁকে দান করা হয়েছে এবং আমি আশা করি তৃতীয়টিও তাঁকে দান করা হবে'।[22]

গ. সমুদ্রের ফেনা সমতুল্য পাপ মোচনের আমল :

১. ছালাত শেষে নিম্নোক্ত দো'আ পড়লে :

আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি প্রত্যেক ওয়াক্ত ছালাতের শেষে ৩৩ বার আল্লাহ্‌র তাসবীহ বা পবিত্রতা বর্ণনা করবে, ৩৩ বার আল্লাহ্‌র তাহমীদ বা আল্লাহ্‌র প্রশংসা করবে এবং ৩৩ বার তাকবীর বা আল্লাহ্‌র মহত্ব বর্ণনা করবে আর এভাবে নিরানব্বই বার হওয়ার পর শততম পূর্ণ করার জন্য বলবে, لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 'লা-ইলা-হা ইল্লাল্ল-হু ওয়াহদাহু লা-শারীকা-লাহু লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু ওয়াহুওয়া আলা-কুল্লি শাইয়িন ক্বদীর' অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত কোন ইলাহ নেই। তিনি একক ও তার কোন অংশীদার নেই। সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী একমাত্র তিনিই। সব প্রশংসা তারই প্রাপ্য। তিনি সবকিছু করতে সক্ষম।- তার গুনাহসমূহ সমুদ্রের ফেনারাশির মত অসংখ্য হলেও ক্ষমা করে দেয়া হয়'।[23]

২. ছালাত শেষে নিম্নোক্ত দো'আ পড়লে :

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি প্রতিদিন ১০০ বার سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ 'সুবাহা্নাল্লাহি ওয়া বিহামদিহ' বলবে, তার গুনাহগুলো ক্ষমা করে দেয়া হবে যদিও তা সমুদ্রের ফেনা সমপরিমাণ হয়।[24]

৩. নিম্নোক্ত দো'আ পড়লে :

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, পৃথিবীর বক্ষে যে লোকই বলে, لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ 'আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত কোন মাবূদ নেই, আল্লাহ সুমহান, খারাপকে রোধ করা এবং কল্যাণকে লাভ করার শক্তি আল্লাহ তাআ'লা ছাড়া অন্য কারো নেই, তার অপরাধগুলো মাফ করা হয়, যদিও তা সাগরের ফেনারাশির ন্যায় (বেশি) হয়।[25]

৪. যে ব্যক্তি নিম্নোক্ত দো'আ পড়বে :

আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি ফজরের ছালাতের পর ১০০ বার 'সুবহা-নাল্লাহ' এবং ১০০ বার 'লা- ইলা-হা ইল্লাল্লাহ' বলবে, তার গুনাহসমূহ মাফ করে দেয়া হবে। যদিও তা সাগরের ফেনা সম হয়।

[ক্রমশ]

[লেখক : পিয়ারপুর, ধুরইল, মোনহনপুর, রাজশাহী]

২১. তিরমিযী হা/৩২৩৩; ছহীহুত তারগীব হা/৪০৮।
২২. ইবনু মাজাহ হা/১৪০৮; নাসাঈ হা/৬৯৩; আহমাদ হা/২৭৭৬২।
২৩. মুসলিম হা/৫৯৭; মিশকাত হা/৯৬৭।
২৪. মুসলিম হা/৫৯৭; মিশকাত হা/৯৬৭।
২৫. তিরমিযী হা/৩৪৬০; ছহীহুল জামে' হা/৫৬৩৬।

অমুসলিমদের প্রতি আচরণবিধি

-আসাদুল্লাহ আল-গালিব

(শেষ কিস্তি)

৯. যিম্মী অমুসলিমদের সাথে আচরণ :

চুক্তিবদ্ধ অমুসলিমদের সাথে উত্তম আচরণ করতে হবে। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছাহাবীদের কিছু সন্তান তাদের পিতা সূত্রে বর্ণনা করেন যে, যারা ছিলেন পরস্পর ঘনিষ্ঠ। তিনি বলেন, أَلَا مَنْ ظَلَمَ مُعَاهِدًا أَوِ انْتَقَصَهُ أَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ أَوْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ فَأَنَا حَجِيجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ 'সাবধান! যে ব্যক্তি চুক্তিবদ্ধ সম্প্রদায়ের কোন ব্যক্তির উপর যুলুম করবে বা তার প্রাপ্য কম দিবে কিংবা তাকে তার সামর্থ্যের বাইরে কিছু করতে বাধ্য করবে অথবা তার সম্মতি ছাড়া তার কাছ থেকে কিছু গ্রহণ করবে ও ক্বিয়ামতের দিন আমি তার বিপক্ষে বাদী হব'।[১]

অপর এক হাদীছে এসেছে, আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, একবার এক ইহুদী তার কিছু দ্রব্য সামগ্রী বিক্রির জন্য পেশ করছিল, তার বিনিময়ে তাঁকে এমন কিছু দেওয়া হ'ল যা সে পসন্দ করল না। তখন সে বলল, না! সেই সত্তার কসম! যে মূসা (আঃ)-কে মানব জাতির উপর মর্যাদা দান করেছেন। এ কথাটি একজন আনছারী (মুসলিম) শুনলেন, তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন, আর তার (ইহুদীর) মুখের উপর এক চড় মারলেন। আর বললেন, তুমি বলছ, সেই সত্তার কসম! যিনি মূসাকে মানব জাতির উপর মর্যাদা দান করেছেন অথচ নবী করীম (ছাঃ) আমাদের মাঝে বিদ্যমান। তখন সে ইয়াহুদী লোকটি নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট গেল এবং বলল, হে আবুল কাসিম! নিশ্চয়ই আমার জন্য নিরাপত্তা এবং আহাদ রয়েছে। অর্থাৎ আমি একজন যিম্মী। অতএব অমুক ব্যক্তির কি হ'ল, কি কারণে সে আমার মুখে চড় মারল? তখন নবী করীম (ছাঃ) তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, কেন তুমি তার মুখে চড় মারলে? আনছারী ব্যক্তি ঘটনাটি বর্ণনা করল। তখন নবী করীম (ছাঃ) রাগান্বিত হ'লেন। এমনকি তার চেহারায় তা প্রকাশ পেল'।[২]

১০. উত্তম পন্থায় বিতর্ক :

অযথা কারোর সাথেই বিতর্ক করা জায়েয নয়। কখনও যদি কোন অমুসলিমের সাথে বিতর্ক করার প্রয়োজন হয় তাহ'লে তা উত্তম পন্থায় হ'তে হবে। যেমন আল্লাহ বলেন, وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ 'তোমরা কিতাবধারীদের সঙ্গে বিতর্ক করবে না উত্তম পন্থা ব্যতীত' *(আনকাবূত ২৯/৪৬)*।

১১. অমুসলিদের সাথে ক্রয়-বিক্রয় :

অমুসলিমদের সাথে ক্রয়-বিক্রয় ইসলামে নিষেধ নয়। বরং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বয়ং এক ইহুদীর কাছ থেকে একটি ছাগল ক্রয় করেছিলেন।

হাদীছে এসেছে, আব্দুর রহমান ইবনু আবু বকর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (কোন এক সফরে) নবী করীম (ছাঃ)-এর সাথে আমরা একশ ত্রিশজন লোক ছিলাম। সে সময় নবী করীম (ছাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের কারো সাথে কি খাবার আছে? দেখা গেল, এক ব্যক্তির সঙ্গে এক ছা কিংবা তার কমবেশী পরিমাণ খাদ্য (আটা) আছে। সে আটা গোলানো হ'ল। তারপর দীর্ঘ দেহী এলোমেলো চুল বিশিষ্ট এক মুশরিক এক পাল বকরী হাকিয়ে নিয়ে এল। নবী করীম (ছাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, বিক্রি করবে, না, উপহার দিবে? সে বলল না, বরং বিক্রি করব। তিনি তার কাছ থেকে একটা বকরী কিনে নিলেন। একশ ত্রিশজনের প্রত্যেককে তিনি সেই বকরীর কলিজার কিছু কিছু করে দিলেন। যে উপস্থিত ছিল, তাকে হাতে দিলেন; আর যে অনুপস্থিত ছিল, তার জন্য তুলে রাখলেন। তারপর দু'টি পাত্রে তিনি গোশত ভাগ করে রাখলেন। সবাই তৃপ্তি সহকারে খেলেন। আর উভয় পাত্রে কিছু উদ্বৃত্ত থেকে গেল। সেগুলো আমরা উটের পিঠে উঠিয়ে নিলাম'।[৩]

১২. অমুসলিমদের সাথে কৃত ওয়াদা পূর্ণ করা :

হুযায়ফা ইবনু ইয়ামান (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাকে বদর যুদ্ধে যোগদ এছাড়া অন্য কিছু বিরত রাখেনি যে, আমি এবং আমার পিতা হুসায়েল ঘর থেকে বেরিয়েছিলাম। এমন সময় কুরায়শ কাফির আমাদের ধরে বসে ও বলে যে, তোমরা অবশ্যই মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর কাছে যেতে মনস্থ করেছ। জবাবে আমরা বললাম, مَا نُرِيدُ إِلَّا الْمَدِينَةَ 'আমরা মদীনায় গমন ব্যতীত অন্য কিছু ইচ্ছা করি না'। তখন তারা আল্লাহ্‌র নামে আমাদের নিকট থেকে অঙ্গীকার নিল যে, আমরা অবশ্যই মদীনায় ফিরে যাব এবং তার সাথে মিলে যুদ্ধ করব না। তারপর আমরা রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট আসলাম এবং সে সংবাদ তাকে জানালাম। তখন তিনি বললেন, انْصَرِفَا نَفِي بِعَهْدِهِمْ وَنَسْتَعِينُ اللَّهَ عَلَيْهِمْ 'তোমরা ফিরে যাও। আমরা তাদের কৃত ওয়াদা পূর্ণ করব এবং তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহ্‌র সাহায্য চাইব'।[৪]

---

১. *আবুদাঊদ হা/৩০৫২; মিশকাত হা/৪০৪৭; ছহীহুল জামে' হা/২৬৫৫।*
২. *বুখারী হা/৩৪১৪।*
৩. *বুখারী হা/২৬১৮।*
৪. *মুসলিম হা/১৭৮৭; আহমাদ হা/২৩৪০২।*

www.tawheederdak.com

১৩. অমুসলিমদের সাথে চুক্তি :

সুলায়ম ইবনু আমির (রহঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মু'আবিয়া (রাঃ) ও রোমবাসীদের মধ্যে একটি (মেয়াদী) চুক্তি হয়েছিল। পরে তিনি (তাঁর বাহিনীসহ) তাদের এলাকার নিকটবর্তী স্থানে গিয়ে উপনীত হ'লেন এবং চুক্তির মেয়াদ যখন শেষ হ'ল তখন তিনি তাদের বিরুদ্ধে অতর্কিত হামলা চালালেন। হঠাৎ শোনা গেল একজন অশ্বারোহী বর্ণনান্তরে ভারবাহী পশুর উপর আরোহী ব্যক্তি বলেছেন, اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ وَفَاءٌ لاَ غَدْرٌ 'আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, ওয়াদা রক্ষা করতে হবে। ওয়াদা ভঙ্গ করা যাবে না'। দেখা গেল তিনি হ'লেন আমর ইবনু আবাসা (রাঃ)। মু'আবিয়া (রাঃ) তাঁকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, কারো যদি কোন সম্প্রদায়ের সাথে চুক্তি থাকে তবে সেই চুক্তি ভঙ্গ করা যাবে না এবং তার বিপরীত করা যাবে না যতক্ষণ না এর মেয়াদ শেষ হয় বা সমান সমানভাবে যুদ্ধ ঘোষণা না করা হয়। তখন মু'আবিয়া তাঁর বাহিনীসহ ফিরে চলে এলেন'।[৫]

১৪. কখনও অমুসলিমদের সুফারিশ কবুল করা :

জুবাইর ইবনু মুতঈম (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী (ছাঃ) বদরের যুদ্ধ বন্দীদের ব্যাপারে বলেন, لَوْ كَانَ الْمُطْعِمُ بْنُ عَدِيٍّ حَيًّا ثُمَّ كَلَّمَنِي فِي هَؤُلَاءِ النَّتْنَى لَتَرَكْتُهُمْ لَهُ 'যদি মুতঈম ইবনু আদী (রাঃ) জীবিত থাকতেন আর আমার নিকট এ সকল নোংরা লোকের জন্যে সুফারিশ করতেন, তবে আমি তাঁর সম্মানার্থে এদের মুক্ত করে দিতাম'।[৬]

১৫. অমুসলিম শ্রমিক নিয়োগ দেওয়া :

আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, (হিজরতের সময়) আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) ও আবু বকর (রাঃ) বনূ দীল ও বনু আব্দ ইবনু আদী গোত্রের একজন অত্যন্ত সচেতন ও অভিজ্ঞ পথপ্রদর্শক শ্রমিক নিয়োগ করেন, এ লোকটি আস ইবনু ওয়াইল গোত্রের সাথে মৈত্রী চুক্তিতে আবদ্ধ ছিল আর সে কুরাইশী কাফিরদের ধর্মাবলম্বী ছিল। তাঁরা দু'জন [নবী (ছাঃ) ও আবু বকর (রাঃ)] তার উপর আস্থা রেখে নিজ নিজ সাওয়ারী তাকে দিয়ে দিলেন এবং তিন রাত পর এগুলো সাওর পাহাড়ের গুহায় নিয়ে আসতে বলেন, সে তিন রাত পর সকালে তাদের সওয়ারী নিয়ে তাঁদের কাছে উপস্থিত হ'ল। তারপর তাঁরা দু'জন রওয়ানা করলেন। তাঁদের সঙ্গে আমির ইবনু ফুহাইরা ও দীল গোত্রের পথপ্রদর্শক সে ব্যক্তিটিও ছিল। সে তাঁদেরকে (সাগরের) উপকূলের পথ ধরে নিয়ে গেল।[৭]

---

৫. আবু দাঊদ হা/২৭৫৯; আহমাদ হা/১৭০৬৬; মিশকাত হা/৩৯৮০।
৬. বুখারী হা/৩১৩৯; আহমাদ হা/১৬৭৭৯; মিশকাত হা/৩৯৬৫।
৭. বুখারী হা/২২৬৩।

১৬. অমুসলিমদের নিকট থেকে হাদিয়া গ্রহণ :

সাহল ইবনু সা'দ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, আলী ইবনু আবু তালিব (রাঃ) ফাতিমা (রাঃ)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে হাসান ও হুসায়েন (রাঃ)-কে ক্রন্দনরত দেখতে পান। তিনি তাদের কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। ফাতিমা (রাঃ) বলেন, তারা ক্ষুধায় অস্থির হয়ে কাঁদছে। আলী (রাঃ) ঘর হ'তে বের হয়ে যান এবং বাযারে একটি দীনার পতিতাবস্থায় পান। তিনি তা ফাতিমা (রাঃ)-এর নিকট নিয়ে আসেন এবং তাকে এ সম্পর্কে অবহিত করেন। তিনি (ফাতিমা) বলেন, এটা নিয়ে আপনি অমুক ইহূদীর নিকট যান এবং আমাদের জন্য কিছু আটা খরিদ করে আনুন। অতঃপর তিনি (আলী) উক্ত ইহূদীর নিকট গিয়ে তা দিয়ে আটা খরিদ করেন। ঐ ইহূদী বলে, أَنْتَ خَتَنُ هَذَا الَّذِى يَزْعُمُ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ 'আপনি তো ঐ ব্যক্তির জামাতা, যিনি বলেন যে, 'তিনি আল্লাহ্র রাসূল' আলী (রাঃ) বলেন, হ্যাঁ'।

তখন ইহূদী বলে, فَخُذْ دِينَارَكَ وَلَكَ الدَّقِيقُ 'আপনি আপনার দীনার ফেরত নেন আর এই আটাও (বিনা মূল্যে) নিয়ে যান। অতঃপর আলী (রাঃ) তা নিয়ে ফাতিমা (রাঃ)-এর নিকট ফিরে এসে তাকে বিষয়টি অবহিত করেন। ফাতিমা (রাঃ) আলী (রাঃ)-কে বলেন, আপনি এখন অমুক কসাইয়ের নিকট যান এবং আমাদের জন্য এক দিরহাম মূল্যের গোশত খরিদ করে আনুন। তখন তিনি গমন করেন এবং দীনারটি বন্ধক রেখে এক দিরহাম মূল্যের গোশত খরিদ করেন। অতঃপর তিনি তা নিয়ে গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন। ফাতিমা (রাঃ) আটার রুটি তৈরী করেন এবং গোশত পাকানোর জন্য চুলার উপর হাড়ি বসান এবং নবী (ছাঃ)-কে খবর দেন। তিনি তাদের নিকট আগমন করেন। ফাতিমা (রাঃ) বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! এখন আমি আপনার নিকট দীনারের ঘটনা ব্যক্ত করব। যদি আপনি তা আমাদের জন্য হালাল মনে করেন, তবে আমরা তা ভোগ করব এবং আমাদের সাথে আপনিও তা খাবেন। আর ব্যাপার এইরূপ।

সবকিছু শ্রবণের পর তিনি বললেন, তোমরা সকলে তা 'বিসমিল্লাহ' বলে ভক্ষণ কর। তারা সকলে তা আহার করছিলেন, এমন সময় এক যুবক আল্লাহ ও ইসলামের নামে শপথ উচ্চারণ পূর্বক দীনারের অন্বেষণ করছিল। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে ডাকার নির্দেশ দেন এবং তাকে ঐ দীনার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। সে বলে, তা আমার নিকট হ'তে বাযারে হারিয়ে গিয়েছে। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, হে আলী! তুমি ঐ কসাইয়ের নিকট যাও এবং তাকে বল, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আপনাকে দীনারটি আমার নিকট ফেরত দিতে বলেছেন এবং দিরহাম তিনি দেবেন। কসাই ঐ দীনারটি ফেরত দেয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তা ঐ যুবককে ফেরত দেন'।[৮]

---

৮. আবু দাঊদ হা/১৭১৬, হাদীছ হাসান।

৪টি কারণে অমুসলিমদের হত্যা করা যায়েজ :

১. মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলে :

মহান আল্লাহ বলেন, وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ‘আর তোমরা লড়াই কর আল্লাহ্‌র পথে তাদের বিরুদ্ধে, যারা লড়াই করে তোমাদের বিরুদ্ধে এবং এতে বাড়াবাড়ি কর না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালংঘনকারীদের ভালবাসেন না’ *(বাক্বারাহ ২/১৯০)*।

২. কৃত ওয়াদা ভঙ্গ করলে :

মহান আল্লাহ বলেন, وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ ‘পক্ষান্তরে যদি অঙ্গীকারের পর তারা তাদের শপথ সমূহ ভঙ্গ করে এবং তোমাদের দ্বীনের ব্যাপারে অপবাদ দেয়, তাহ’লে কাফের নেতাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর। এমতাবস্থায় তাদের জন্য কোন অঙ্গীকার নেই। এর ফলে হয়তবা তারা বিরত হবে’ *(তওবাহ ৯/১২)*।

৩. ইলাহী দাওয়াতের বিরুদ্ধে দাঁড়ালে :

মহান আল্লাহ বলেন, وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ ‘আর তোমরা তাদের সাথে লড়াই কর যে পর্যন্ত না ফেৎনার (কুফরীর) অবসান হয় এবং আনুগত্য স্রেফ আল্লাহ্‌র জন্য হয়। অতঃপর যদি তারা নিবৃত্ত হয়, তবে যালেমদের ব্যতীত অন্যদের প্রতি কোন প্রতিশোধ নেই’ *(বাক্বারাহ ২/১৯৩)*।

৪. অত্যাচারিতের সাহায্যার্থে :

মহান আল্লাহ বলেন, وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا ‘আর তোমাদের কি হয়েছে যে, তোমরা আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করছ না? অথচ দুর্বল পুরুষ, নারী ও শিশুরা ফরিয়াদ করে বলছে, হে আমাদের প্রতিপালক! এই অত্যাচারী জনপদ থেকে আমাদের বের করে নাও এবং তোমার পক্ষ হ’তে আমাদের জন্য অভিভাবক নির্ধারণ করে দাও এবং তোমার পক্ষ হ’তে আমাদের জন্য সাহায্যকারী নির্ধারণ করে দাও’ *(নিসা ৪/৭৫)*।

উপসংহার :

ইসলাম মানুষকে সর্বদা কল্যাণকামিতার দিকে উৎসাহ প্রদান করে থাকে। যদি কোন অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করে তাহ’লে তার জন্য রয়েছে ক্ষমা। মহান আল্লাহ বলেন, وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ ‘যদি আহলে কিতাবগণ ঈমান আনত ও আল্লাহভীতি অবলম্বন করত, তাহ’লে আমরা অবশ্যই তাদের সমস্ত অন্যায় ক্ষমা করে দিতাম এবং তাদেরকে নে‘মতপূর্ণ জান্নাতে প্রবেশ করাতাম’ *(তাওবাহ ৫/৬৫)*।

যদি সে ইসলাম গ্রহণ নাও করে তবুও তার সাথে আমাদের সেই সৌহার্দপূর্ণ আচরণ করতে হবে যাতে তারা ইসলামের পরশ ছায়ায় আগ্রহী হয়। যদিও কাফের, হিন্দু-বৌদ্ধ ইহূদী, খৃস্টানদেরকে অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করা যাবে না। মহান বলেন, يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ‘হে ঈমানদারগণ! তোমরা মুমিনদের ছেড়ে কাফিরদের বন্ধুরূপে গ্রহণ কর না’ *(নিসা ৪/১৪৪)*। অপর আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন,

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ–

‘হে মুমিনগণ! তোমরা ইহূদী-নাছারাদের বন্ধুরূপে গ্রহণ কর না। তারা একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যারা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, তারা তাদের মধ্যে গণ্য হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়কে সুপথ প্রদর্শন করেন না’ *(মায়েদাহ ৫/৫১)*।

আল্লাহ আমাদেরকে মুমিনদের সাথে বন্ধুত্ব ও অমুসলিমদের সাথে সৌহার্দপূর্ণ আচরণের তাওফীক দান করুন-আমীন!

[লেখক : কেন্দ্রীয় ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ]

At-Tahreek TV

অহির আলোয় উদ্ভাসিত জীবনের জন্য

অনলাইন ভিত্তিক টেলিভিশন চ্যানেল ‘আত-তাহরীক টিভি’ পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছভিত্তিক দ্বীনি অনুষ্ঠানমালা প্রচার করে যাচ্ছে। আমাদের নিয়মিত আয়োজন দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম, প্রশ্নোত্তর পর্ব, নবীদের কাহিনী, হাদীছের গল্প, ছিরাতে মুস্তাক্বীমের পথে সহ অন্যান্য বিষয়ভিত্তিক আলোচনা সমূহ দেখার জন্য সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকুন।

Youtube লিংক :
www.youtube.com/attahreektv

Facebook লিংক :
www.facebook.com/attahreektv

সার্বিক যোগাযোগ :
আত-তাহরীক টিভি, নওদাপাড়া (আমচত্বর), রাজশাহী।
মোবাইল : ০১৪০৪-৫৩৬৭৫৪।
ইমেইল : attahreektv@gmail.com

রাসূল (ছাঃ) যে সমস্ত গুনাহের ব্যাপারে উম্মতের জন্য বেশী ভয় করতেন

-আব্দুর রহীম

ভূমিকা : মানুষ আল্লাহ্র ইবাদত করবে এবং পাপ বর্জন করবে। এই উদ্দেশ্যে আল্লাহ তা'আলা মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন। আর লোকদের এই নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আল্লাহ্র তা'আলা মাঝে মধ্যে নবী ও রাসূল প্রেরণ করেছেন। সকল নবী-রাসূল স্বীয় উম্মতকে আল্লাহ্র আনুগত্য করতে ও পাপ বর্জন করতে উপদেশ দিয়েছেন। এমন কিছু পাপ আছে যেগুলোকে লোকেরা অনেক হালকা মনে করে। আবার এমন কিছু পাপ আছে লোকেরা যেগুলোকে নিজের অজান্তে করে। এজন্য রাসূল (ছাঃ) কিছু পাপের নাম উল্লেখ করেছেন যাতে উম্মত সতর্ক হয়ে যায়। আবার এমন কিছু পাপ বা পাপী আছে যেগুলোকে রাসূল (ছাঃ) উম্মতের জন্য অতি ভয়ংকর মনে করতেন। যেমন ছোট শিরক, পথভ্রষ্ট নেতা, কপট বাগ্মী, চরমপন্থা, সমকামিতা, কুরআন ত্যাগ করা, জামা'আত ও জুম'আ পরিহার করা, যেনা-ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া, বিবাহের পূর্বে যৌবন নষ্ট করা, কৃপণতা, প্রবৃত্তির অনুসরণ ইত্যাদি পাপকে রাসূল (ছাঃ) উম্মতের জন্য অতি ভয়ংকর মনে করতেন। আর রাসূল (ছাঃ)-এর ভবিষ্যৎ বাণীও বাস্তবে দেখা যাচ্ছে। এজন্য আমাদের সে সকল পাপের বিবরণ একান্ত জানা প্রয়োজন। যাতে করে সেগুলো থেকে নিজেকে হেফাযত করা যায়। নিম্নে কতিপয় ভয়ংকর পাপের বিবরণ তুলে ধরা হ'ল-

১. ছোট শিরক : শিরক করা মহাপাপ। কিন্তু কিছু শিরক আছে যেগুলো সম্পর্ক অনেকের ধারণা নেই। অনেকে আবার ছোট মনে করে গুনাহে জড়িয়ে পড়ে। যেমন লোক দেখানোর জন্য কিংবা খ্যাতির জন্য সৎ আমল করা। যেমন হাদীছে এসেছে,

عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ الشِّرْكُ الأَصْغَرُ. قَالُوا وَمَا الشِّرْكُ الأَصْغَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الرِّيَاءُ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِذَا جُزِىَ النَّاسُ بِأَعْمَالِهِمْ اذْهَبُوا إِلَى الَّذِينَ كُنْتُمْ تُرَاءُونَ فِى الدُّنْيَا فَانْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ عِنْدَهُمْ جَزَاءً-

মাহমূদ বিন লাবীদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমাদের উপর আমার সবচেয়ে অধিক যে জিনিসের ভয় হয় তা হ'ল ছোট শিরক। ছাহাবাগণ প্রশ্ন করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! ছোট শিরক কী জিনিস? উত্তরে তিনি বললেন, রিয়া (লোক প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে আমল)। আল্লাহ যখন (ক্বিয়ামতে) লোকদের আমলসমূহের বদলা দান করবেন তখন সকলের উদ্দেশ্যে বলবেন, তোমরা তাদের নিকট যাও, যাদেরকে প্রদর্শন করে দুনিয়াতে তোমরা আমল করেছিলে। অতঃপর দেখ, তাদের নিকট কোন প্রতিদান পাও কি না!।[১] অন্য হাদীছে এসেছে, রাসূল (ছাঃ) বলেন, أَيُّهَا النَّاسُ إِيَّاكُمْ وَشِرْكَ السَّرَائِرِ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا شِرْكُ السَّرَائِرِ؟ قَالَ: يَقُومُ الرَّجُلُ فَيُصَلِّي فَيُزَيِّنُ صَلَاتَهُ جَاهِدًا لِمَا يَرَى مِنْ نَظَرِ النَّاسِ إِلَيْهِ، فَذَلِكَ شِرْكُ السَّرَائِرِ- 'হে মানবমণ্ডলী! তোমরা গুপ্ত শিরক হ'তে সাবধান হও। সকলে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! গুপ্ত শিরক কী? তিনি বললেন, মানুষ ছালাত আদায়ে দাঁড়িয়ে তার ছালাতকে চেষ্টার সাথে সুশোভিত করে (সুন্দর করে পড়ে); এই কারণে যে, লোকেরা যেন তার প্রতি দৃষ্টিপাত করে দেখে। এটাই (লোকদের দৃষ্টি আকর্ষণের উদ্দেশ্যে ছালাত পড়া) হ'ল গুপ্ত শিরক।[২]

অন্য হাদীছে এসেছে, عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَتَذَاكَرُ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ، فَقَالَ: أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِمَا هُوَ أَخْوَفُ عَلَيْكُمْ عِنْدِي مِنَ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ؟ قَالَ: قُلْنَا: بَلَى، فَقَالَ: الشِّرْكُ الْخَفِيُّ، أَنْ يَقُومَ الرَّجُلُ يُصَلِّي، فَيُزَيِّنُ صَلَاتَهُ، لِمَا يَرَى مِنْ نَظَرِ رَجُلٍ- আবু সাঈদ আল খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, একদিন আমরা মাসীহ-দাজ্জাল সম্পর্কে একে অপরের মাঝে আলোচনা করছিলাম। এমন সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদের কাছে এসে বললেন, সাবধান! আমি কি তোমাদেরকে এমন একটি ব্যাপারে অবগত করব না যা আমার নিকট তোমাদের জন্য মাসীহ-দাজ্জাল হ'তেও অধিক ভয়ানক? আমরা বললাম, হ্যা, বলুন, হে আল্লাহ্র রাসূল! তিনি বললেন, তাহ'ল গোপনীয় শিরক অর্থাৎ কোন ব্যক্তি ছালাতে দাঁড়িয়ে এজন্য ছালাতকে দীর্ঘায়িত করে যে, তার ছালাত কোন ব্যক্তি দর্শন করছে'।[৩]

অন্য হাদীছে এসেছে, عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنْ عَبْدٍ يَقُومُ فِي الدُّنْيَا مَقَامَ سُمْعَةٍ وَرِيَاءٍ إِلَّا سَمَّعَ اللهُ بِهِ عَلَى رُءُوسِ الْخَلَائِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ- মু'আয বিন জাবাল (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন,

---

১. আহমাদ হা/২৩৬৮৬; ছহীহাহ হা/৯৫১; ছহীহুল জামে' হা/১৫৫৫।
২. ছহীহ ইবনু খুযায়মাহ হা/৯৩৭; ছহীহুত তারগীব হা/৩১।
৩. ইবনু মাজাহ হা/৪২০৪; মিশকাত হা/৫৩৩৩; ছহীহুত তারগীব হা/৩০।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, যে বান্দা পৃথিবীতে শ্রুতি এবং প্রদর্শনের জন্য কোন আমল করবে, আল্লাহ ক্বিয়ামত দিবসে সমস্ত সৃষ্টির সামনে তার অসৎ নিয়তের কথা মানুষকে শুনিয়ে দিবেন’।[৪]

অন্য হাদীছে এসেছে, عَنْ أَبِي سَعِيدِ بْنِ أَبِي فَضَالَةَ الأَنْصَارِيِّ وَكَانَ مِنَ الصَّحَابَةِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "إِذَا جَمَعَ اللَّهُ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ نَادَى مُنَادٍ مَنْ كَانَ أَشْرَكَ فِي عَمَلِهِ لِلَّهِ أَحَدًا فَلْيَطْلُبْ ثَوَابَهُ مِنْ عِنْدِهِ فَإِنَّ اللَّهَ أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ". আবু সাঈদ ইবনু আবু ফাযালাহ আনছারী (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হ’তে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, আল্লাহ তা‘আলা ক্বিয়ামতের দিন যখন লোকদের সমবেত করবেন, যেদিন সম্পর্কে সন্দেহের কোন সুযোগ নেই। সেদিন কোন এক ঘোষণাকারী ঘোষণা দেবে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র জন্য কোন আমল করতে অন্য কাউকেও অংশীদার বানিয়েছে, সে যেন আল্লাহ ছাড়া ঐ ব্যক্তির থেকেই তার প্রতিদান অন্বেষণ করে। কেননা আল্লাহ তা‘আলা অংশীদার হ’তে সম্পূর্ণ মুক্ত’।[৫]

অন্য হাদীছে এসেছে, عَنْ أَبِى عَلِيٍّ رَجُلٌ مِنْ بَنِى كَاهِلٍ قَالَ خَطَبَنَا أَبُو مُوسَى الأَشْعَرِىُّ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا هَذَا الشِّرْكَ فَإِنَّهُ أَخْفَى مِنْ دَبِيبِ النَّمْلِ. فَقَامَ إِلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَزْنٍ وَقَيْسُ بْنُ الْمُضَارِبِ فَقَالاَ وَاللَّهِ لَتَخْرُجَنَّ مِمَّا قُلْتَ أَوْ لَنَأْتِيَنَّ عُمَرَ مَأْذُونٌ لَنَا أَوْ غَيْرُ مَأْذُونٍ. قَالَ بَلْ أَخْرُجُ مِمَّا قُلْتُ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا هَذَا الشِّرْكَ فَإِنَّهُ أَخْفَى مِنْ دَبِيبِ النَّمْلِ. فَقَالَ لَهُ مَنْ شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ وَكَيْفَ نَتَّقِيهِ وَهُوَ أَخْفَى مِنْ دَبِيبِ النَّمْلِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ « قُولُوا اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ نُشْرِكَ بِكَ شَيْئًا نَعْلَمُهُ وَنَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لاَ نَعْلَمُ-

আবু আলী হ’তে বর্ণিত যিনি বনু কাহেলের জনৈক ব্যক্তি, তিনি বলেন, আবু মূসা আশ‘আরী (রাঃ) একদা আমাদের সম্মুখে বক্তৃতা করলেন। তিনি বললেন, হে লোক সমাজ! তোমরা এই শিরককে ভয় কর। কেননা উহা পিপিলিকার চলার শব্দ থেকেও গোপন ও সুক্ষ্ম। একথা শুনে আব্দুল্লাহ বিন হাসান ও কায়স বিন মুযারেব তাঁর কাছে উঠে গিয়ে বললেন, আপনি যা বলেছেন অবশ্যই তার সূত্র আমাদেরকে বলবেন। অন্যথায় আমরা ওমর বিন খাত্তাব (রাঃ)-এর কাছে যাব, তিনি আমাদেরকে অনুমতি দিবেন বা না দিবেন। তিনি বললেন, বরং আমি যা বলেছি তার সূত্র বলছি। একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদের সামনে খুৎবা দিলেন। তিনি বললেন, হে মানব মণ্ডলী! তোমরা শিরককে ভয় কর (তা থেকে বেঁচে থাক)। কেননা উহা পিপিলিকার চলার শব্দ থেকেও গোপন বা সুক্ষ্ম। তখন আল্লাহ যাকে চাইলেন এমন এক ব্যক্তি বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! কিভাবে আমরা তা থেকে বেঁচে থাকব, অথচ উহা পিপিলিকার চলার শব্দের চেয়েও গোপন? তিনি বললেন, তোমরা এই দো‘আ বলবে, اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ نُشْرِكَ بِكَ شَيْئًا نَعْلَمُهُ وَنَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لاَ نَعْلَمُ (আল্লাহুম্মা ইন্না নাঊযুবিকা মিন আন নুশরিকা বিকা শাইআন নালামুহু ওয়া নাস্তাগফিরুকা লিমা লা নালামাহু) ‘হে আল্লাহ জেনে শুনে কোন কিছুকে তোমার সাথে শরীক করা থেকে তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি এবং না জেনে শিরক হয়ে গেলে তা থেকে তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি’।[৬]

অন্য হাদীছে এসেছে, عن عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو يُحَدِّثُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ مَنْ سَمَّعَ النَّاسَ بِعَمَلِهِ سَمَّعَ اللَّهُ بِهِ سَامِعَ خَلْقِهِ وَصَغَّرَهُ وَحَقَّرَهُ، قَالَ فَذَرَفَتْ عَيْنَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ- আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাঃ) হ’তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন যে, যে ব্যক্তি লোককে শুনাবার জন্য (সুনাম নেওয়ার উদ্দেশ্যে) আমল করবে আল্লাহ তার সেই (বদ নিয়তের) কথা সারা সৃষ্টির সামনে (ক্বিয়ামতে) প্রকাশ করে তাকে ছোট ও লাঞ্ছিত করবেন’।[৭]

২. নেতাদের ভ্রষ্টতা : শেষ যামানায় এমন কিছু নেতার আগমন ঘটবে যারা লোকদের বিভিন্নভাবে সত্য পথ থেকে ভুল ও ভ্রষ্টতার পথে নিয়ে যাবে। আর এ বিষয়ে রাসূল (ছাঃ) আশঙ্কা করতেন। যেমন হাদীছে এসেছে- عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي الأَئِمَّةَ الْمُضِلِّينَ- ছাওবান হ’তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, আমি তো কেবল আমার উম্মতকে পথভ্রষ্টকারী ইমাম (আলেম ও নেতা প্রভৃতি)-দেরকে ভয় করি’।[৮] আবু যার (রাঃ) বলেন, আমি একদিন রাসূল (ছাঃ)-এ সাথে হাঁটছিলাম। এমন সময় তিনি বললে, غَيْرُ الدَّجَّالِ أَخْوَفُ عَلَى أُمَّتِي مِنَ الدَّجَّالِ فَلَمَّا خَشِيتُ أَنْ يَدْخُلَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ شَيْءٍ أَخْوَفُ عَلَى أُمَّتِكَ مِنَ الدَّجَّالِ قَالَ : الأَئِمَّةَ

৪. তাবারানী কাবীর হা/২৩৭; ছহীহুত তারগীব হা/২৮।
৫. ইবনু হিব্বান হা/৪০৪; ছহীহুল জামে‘ হা/৪৮২।
৬. আহমাদ হা/১৯৬২২; ছহীহুত তারগীব হা/৩৬।
৭. আহমাদ হা/৬৫০৯; ছহীহুত তারগীব হা/২৫।
৮. তিরমিযী হা/২২২৯; মিশকাত হা/৫৩৯৪; ছহীহুল জামে‘ হা/২৩১৬; ছহীহাহ হা/১৫৮২।

www.tawheederdak.com

الْمُضِلِّينَ ‘দাজ্জাল ছাড়াও আমার উম্মতের জন্য কিছু ব্যক্তিকে দাজ্জাল অপেক্ষা ভয়ঙ্কর মনে করি। আমি যখন আশঙ্কা করলাম যে তিনি বাড়িতে ঢুঁকে যাবেন তখন বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল, কোন জিনিসিকে আপনার উম্মতের উপর দাজ্জাল অপেক্ষা ভয়ঙ্কর মনে করেন? তিনি বললেন, পথভ্রষ্ট ইমাম বা নেতা’।[৯]

৩. বক্তাদের ভ্রষ্টতা : বাগ্মিতা মানুষের একটি ভাল গুণ। কিন্তু এই গুণ যদি অন্যায়ের পক্ষে ব্যবহৃত হয় তাহলে তা হবে সৃষ্টিকর্তার প্রতি চরম অকৃতজ্ঞতা। আর এই অকৃতজ্ঞ মানুষগুলোর ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ) আতঙ্কিত ছিলেন। কারণ মুনাফিকেরা স্রষ্টার দেওয়া এই বিশেষ গুণের মাধ্যমে মুমিনদের বিরুদ্ধে লড়াই করবে। যেমন হাদীছে এসেছে, عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِى كُلُّ مُنَافِقٍ عَلِيمُ اللِّسَانِ – ওমর বিন খাত্ত্বাব (রাঃ) হ’তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, আমি আমার উম্মতের উপর মুখের (জিবের) জ্ঞানী তথা পণ্ডিত বাগ্মী মুনাফেকদেরকে অধিক ভয় করি’।[১০]

অন্য হাদীছে এসেছে, عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَخْوَفُ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ جدَالُ الْمُنَافِقِ عَلِيمِ اللِّسَانِ ইমরান ইবনু হুসাইন (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, আমার উম্মাতের জন্য যে বিষয়টি সবচেয়ে বেশি ভয় করি, তা হ’ল মুনাফিকদের ঝগড়া-বিতর্ক, যারা হবে কথায় জ্ঞানী’।[১১]

আহনাফ হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, سَمِعْتُ عُمَرَ، يَقُولُ: كُنَّا نَتَحَدَّثُ إِنَّمَا يُهْلِكُ هَذِهِ الأُمَّةَ كُلُّ مُنَافِقٍ عَلِيمُ اللِّسَانِ ওমর (রাঃ)-কে বলতে শুনেছি আমরা আলোচনা করতাম যে, মুখের (জিবের) জ্ঞানী বা পণ্ডিত বাগ্মী মুনাফেকরা এই উম্মতকে ধ্বংস করে দিবে’।[১২]

হাসান বছরী বলেন, إِنَّ الأَحْنَفَ بْنَ قَيْسٍ قَدِمَ عَلَى عُمَرَ فِي وَفْدٍ، فَحَبَسَهُ حَوْلا، ثُمَّ قَالَ لَهُ: هَلْ تَدْرِي لِمَ حَبَسْتُكَ؟ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَذَّرَنَا كُلَّ مُنَافِقٍ عَلِيمِ اللِّسَانِ، وَإِنَّكَ لَسْتَ مِنْهُمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، فَالْحَقْ بِبَلَدِكَ– ‘আহনাফ বিন কায়স একটি প্রতিনিধি দলের সাথে ওমর (রাঃ)-এর নিকট আসলেন। অন্যদের ছেড়ে দিলেও তাকে এক বছর আটকিয়ে রাখলেন। একদিন তাকে ওমর (রাঃ) বললেন, তোমাকে কেন আটকে রেখেছি জানো? রাসূল (ছাঃ) মুখের (জিবের) জ্ঞানী বা পণ্ডিত বাগ্মী মুনাফেক সম্পর্কে আমাদের সতর্ক করতেন। ইনশাআল্লাহ তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত নও। তুমি তোমার দেশে ফিরে যাও’।[১৩]

৪. জুম‘আ ও জামা‘আত ত্যাগ করা এবং সুন্নাহর সহায়তা ছাড়া কুরআনের তাফসীর করা : বর্তমান সময়ে একদল লোক জুম‘আর ছালাত বা জামা‘আতে ছালাত আদায়ের বিষয়টিকে গুরুত্ব দেয় না। এমন বক্তা রয়েছে যারা সারা বছর বক্তব্যের ময়দানে থাকে। যে ক’দিন বাসায় থাকে মসজিদে ছালাত আদায় করে না। বর্তমানে আরেক ভ্রান্ত দলের আবির্ভাব হয়েছে যারা হাদীছকে অস্বীকার করে। তারা কুরআনের মনগড়া তাফসীর বর্ণনা করে। এদের ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ) উম্মতকে সতর্ক করেছেন।

যেমন হাদীছে এসেছে, عن عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّمَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِى الْكِتَابَ وَاللَّبَنَ. قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا بَالُ الْكِتَابِ قَالَ يَتَعَلَّمُهُ الْمُنَافِقُونَ ثُمَّ يُجَادِلُونَ بِهِ الَّذِينَ آمَنُوا. فَقِيلَ فَمَا بَالُ اللَّبَنِ قَالَ : أُنَاسٌ يُحِبُّونَ اللَّبَنَ فَيَخْرُجُونَ مِنَ الْجَمَاعَاتِ وَيَتْرُكُونَ الْجُمُعَاتِ–. উকবা ইবনু আমের হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, আমার উম্মতের জন্য কিতাব ও দুধের ফিৎনার ব্যাপারে আশঙ্কা করি। বলা হ’ল হে আল্লাহ্‌র রাসূল! কিতাবের ব্যাপারে ভয় কেন? তিনি বললেন, এই কিতাবকে মুনাফিকেরা শিখবে অতঃপর এর সাহায্যে মুমিনদের সাথে তর্ক-বিতর্ক করবে। বলা হ’ল দুধের ব্যাপারে ভয় কেন? তিনি বললেন, কিছু লোক দুধ পানকে প্রিয় করে নিবে। ফলে জামা‘আত থেকে দূরে সরে যাবে এবং জুম‘আ পরিহার করবে’।[১৪]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, يَتَعَلَّمُونَ الْقُرْآنَ فَيَتَأَوَّلُونَهُ عَلَى غَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَيُحِبُّونَ اللَّبَنَ فَيَدَعُونَ الْجَمَاعَاتِ وَالْجُمَعَ– ‘তারা কুরআন শিক্ষা করবে এবং আল্লাহ যে উদ্দেশ্যে কুরআন নাযিল করেছেন ঠিক তার বিপরীত ব্যাখ্যা করবে। আর তারা দুধ পানকে প্রিয় করে নিবে ফলে তারা জামা‘আত এবং জুম‘আ পরিহার করবে’।[১৫]

৫. জিহ্বার ছলচাতুরী : জিহ্বা আল্লাহ্‌র দেওয়া বিশেষ নে‘মত। এটি দ্বারা ভাল আমল করা যায় আবার মন্দ কর্মও করা যায়। মানুষ এই জিহ্বা দ্বারা মন্দ কর্মে লিপ্ত হয়ে যাওয়ার ভয়ে রাসূল (ছাঃ) আতঙ্কিত ছিলেন।

৯. আহমাদ হা/২১৩৩৫; ছহীহুল জামে‘ হা/৪১৬৫।
১০. আহমাদ হা/১৪৩; ছহীহাহ হা/১০১৩; ছহীহুত তারগীব হা/১৩২।
১১. ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৮০; মাওয়ারিদুয যামআন হা/৯১।
১২. আবু নাঈম, ছিফাতুন নিফাক হা/১৪৯; ফিরিয়াবী, ছিফাতুন নিফাক হা/২৭; মুসনাদুল ফারূক ২/৬৬১।
১৩. ইবনু বাত্তা, আল ইবানাতুল কুবরা হা/৬৪০; আবু নাঈম, ছিফাতুন নিফাক হা/১৪৮।
১৪. আহমাদ হা/১৭৩৫৬; মাজমা‘উয যাওয়ায়েদ হা/৩১৮২, সনদ হাসান।
১৫. আহমাদ হা/১৭৪৫১; ছহীহাহ হা/২৭৭৮।

যেমন হাদীছে এসেছে, عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيِّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ حَدِّثْنِي بِأَمْرٍ أَعْتَصِمُ بِهِ قَالَ قُلْ رَبِّيَ اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقِمْ قَالَ قُلْتُ ا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَخْوَفُ مَا تَخَافُ عَلَيَّ قَالَ أَخَذَ بِلِسَانِ نَفْسِهِ ثُمَّ قَالَ هَذَا. সুফইয়ান ইবনু আব্দুল্লাহ আছ-ছাকাফী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, একদিন আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! যে জিনিসগুলো আপনি আমার জন্য ভয়ের বস্তু বলে মনে করেন, তন্মধ্যে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর কোন জিনিসটি? রাবী বলেন, এ কথা শুনে তিনি নিজের জিহ্বা ধরে বললেন, এটা!।[১৬] আর জিহ্বাকে মন্দ কথা থেকে হেফাযতের গুরুত্ব বুঝাতে গিয়ে তিনি বলেন, যে ব্যক্তি আমার (সন্তুষ্টির) জন্য তার দু'চোয়ালের মধ্যবর্তী বস্তু (জিহ্বা) এবং দু'রানের মাঝখানের বস্তু (লজ্জাস্থান) -এর হেফাযত করবে, আমি তার জন্য জান্নাতের যামিনদার হব'।[১৭]

৬. অতিরিক্ত কৃপণতা করা : মানুষের অধিক কৃপণ হয়ে যাওয়াকে রাসূল (ছাঃ) অতি ভয়ংকর মনে করতেন। তাছাড়া প্রবৃত্তির অনুসরণ ও পথভ্রষ্ট নেতা বা ইমামদের ব্যাপারেও তিনি আতঙ্কিত ছিলেন। যেমন হাদীছে এসেছে, عَنْ أَبِي الْأَعْوَرِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي إِلَّا ثَلَاثًا شُحٌّ مُطَاعٌ وَهَوًى مُتَّبَعٌ وَإِمَامٌ ضَالٌّ– আবুল আওয়ার হ'তে বর্ণিত, তিনি রাসূল (ছাঃ) থেকে বর্ণনা করে বলেন, আমি আমার উম্মতের উপর তিনটি বিষয়কে অতি ভয়ংকর মনে করি; ১. অনবরত লোভ বা কৃপণতা। ২. প্রবৃত্তির অব্যাহত অনুসরণ এবং ৩. পথভ্রষ্ট ইমাম বা নেতা'।[১৮]

অন্যত্র এসেছে, রাসূল (ছাঃ) বলেন, ثَلَاثٌ مُهْلِكَاتٌ شُحٌّ مُطَاعٌ وَهَوًى مُتَّبَعٌ وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ، 'আর ধ্বংসকারী বিষয় তিনটি হ'ল; অনুগত লোভ, প্রবৃত্তির অব্যাহত অনুসরণ এবং মানুষের নিজেকে নিয়ে অহংকার বা আত্মপ্রসাদ থাকা (আত্মগরিমা)।[১৯]

৭. সমকামিতায় লিপ্ত হওয়া : সমকামিতায় লিপ্ত হওয়া অন্যতম ভয়ংকর পাপ। যার ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ) সতর্ক করে দিয়েছেন। যেমন হাদীছে এসেছে, عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي عَمَلُ قَوْمِ لُوطٍ– জাবের (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, আমি আমার উম্মাতের ওপর সবচেয়ে বেশি যে জিনিসের আশঙ্কা করি, তা হ'ল; লূত (আঃ)-এর গোত্রের কুকর্ম তথা সমকামিতা'।[২০]

সমকামিতা এতোটাই ভয়ংকর যে এর শাস্তি সর্বোচ্চ তথা মৃত্যুদণ্ড। রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ، وَالْمَفْعُولَ بِهِ 'তোমরা যে ব্যক্তিকে লূত নবীর উম্মতের মত সমকামে লিপ্ত পাবে, সে ব্যক্তি ও তার সহকর্মীকে হত্যা করে ফেল'।[২১] তিনি আরো বলেন, لَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ 'যে ব্যক্তি লূত (আঃ)-এর সম্প্রদায়ের ন্যায় অপকর্মে লিপ্ত হয়, তার ওপর আল্লাহ্‌র লা'নত (অভিশাপ)।[২২]

আল্লাহ তা'আলা এ সকল লোকদের দিকে রহমতের দৃষ্টিতে তাকাবেন না। রাসূল (ছাঃ) বলেন, আল্লাহ তা'আলা ঐ

১৬. তিরমিযী হা/২৪১০; মিশকাত হা/৪৮৫৩; ছহীহুত তারগীব হা/২৮৬২।
১৭. বুখারী হা/৬৪৭৪; মিশকাত হা/৪৮১২।
১৮. ছহীহাহ হা/৩২৩৭।
১৯. মুসনাদে বাযযার হা/৭২৯৩; ছহীহাহ হা/১৮০২।
২০. তিরমিযী হা/১৪৫৭; মিশকাত হা/৩৫৭৭; ছহীহুল জামে' হা/১৫৫২।
২১. আবুদাউদ হা/৪৪৬২; মিশকাত হা/৩৫৭৫; ছহীহুল জামে' হা/৬৫৮৯।
২২. আহমাদ হা/২৯১৫; মিশকাত হা/৩৫৮৩ ; ছহীহাহ হা/৩৪৬২।

ব্যক্তির প্রতি (রহমত ও করুণার) দৃষ্টিপাত করেন না, যে কোন পুরুষের সাথে সহবাস করে অথবা নারীর গুহ্যদ্বারে সহবাস করে'।[২৩]

৮. জ্যোতিষীদের প্রতি বিশ্বাস, ভাগ্যে অবিশ্বাস ও শাসকদের নির্যাতন : লোকেরা তারকা বা নক্ষত্র দেখে ভবিষ্যৎ বলা এবং তা বিশ্বাস করার মত স্পর্শকাতর বিষয়ে জড়িয়ে পড়বে, ভাগ্যের ভাল-মন্দকে অবিশ্বাস করবে এবং শাসকেরা অন্যায়ভাবে প্রজাদের প্রতি অবিচার করবে এমন আশঙ্কা করতেন আমাদের নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)।

যেমন হাদীছে এসেছে, عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَتَخَوَّفُهُ عَلَى أُمَّتِي فِي آخِرِ الزَّمَانِ ثَلَاثًا: إِيمَانًا بِالنُّجُومِ، وَتَكْذِيبًا بِالْقَدَرِ، وَحَيْفَ السُّلْطَانِ- তালহা বিন মুছাররিফ হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, শেষ যামানায় আমার উম্মতের জন্য যে সকল বিষয়কে অতি ভয়ংকর মনে করি সেগুলো তিনটি; ১. তারকা বা নক্ষত্রের প্রতি বিশ্বাস ২. তাক্বদীরে (ভাগ্যে) অবিশ্বাস এবং ৩. নেতৃস্থানীয়দের যুলুম-অত্যাচার'।[২৪] অন্য বর্ণনায় এসেছে তিনি বলেন, أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي ثَلَاثًا اسْتِسْقَاءً بِالنُّجُوْمِ وَحَيْفَ السُّلْطَانِ، وَتَكْذِيبًا بِالْقَدَرِ 'আমি আমার মৃত্যুর পর আমার উম্মতের উপর তিনটি বস্তুর আশঙ্কা করছি। রাশি-নক্ষত্রের উদয়াস্তের কারণে বৃষ্টি হয় বলে বিশ্বাস, নেতৃস্থানীয়দের যুলুম-অত্যাচার ও তাক্বদীরে (ভাগ্যে) অবিশ্বাস'।[২৫]

আরেকটি হাদীছে এসেছে, নবী (ছাঃ) ইরশাদ করেন, أَرْبَعٌ فِي أُمَّتِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ، لَا يَتْرُكُونَهُنَّ: الْفَخْرُ فِي الْأَحْسَابِ، وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ، وَالِاسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُومِ، وَالنِّيَاحَةُ 'আমার উম্মতের মাঝে জাহিলী যুগের চারটি কাজ চালু থাকবে। তারা তা কখনোই ছাড়বে না। বংশ নিয়ে গৌরব, অন্যের বংশে আঘাত, কোন কোন নক্ষত্রের উদয়াস্তের কারণে বৃষ্টি হয় বলে বিশ্বাস এবং বিলাপ'।[২৬]

৯. চরমপন্থা অবলম্বন করা এবং অতি ধার্মিকতা প্রদর্শন করা : এক সময় আসবে যখন কিছু যুবককে ইসলামমুখী মনে হবে। তারা একমাত্র নিজেদেরই মুসলিম মনে করবে আর অন্যদের কাফির ভাবেবে। তারা অন্য মুসলিমদের কাফির বলে ফৎওয়া প্রদান করবে। এভাবে তারা কুরআনের মূল দাবী থেকে সরে গিয়ে চরমপন্থী হয়ে মারা যাবে।

যেমন হাদীছে এসেছে, عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: إن مَا أَتَخَوَّفُ عَلَيْكُمْ رَجُلٌ قَرَأَ الْقُرْآنَ حَتَّى إِذَا رُئِيَتْ بَهْجَتُهُ عَلَيْهِ وَكَانَ رِدْئًا لِلْإِسْلَامِ غَيَّرَهُ إِلَى مَا شَاءَ اللَّهُ فَانْسَلَخَ مِنْهُ وَنَبَذَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ وَسَعَى عَلَى جَارِهِ بِالسَّيْفِ وَرَمَاهُ بِالشِّرْكِ قَالَ قُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَيُّهُمَا أَوْلَى بِالشِّرْكِ الْمَرْمِيُّ أَمِ الرَّامِي قَالَ بل الرامي" হুযায়ফা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আমি যে সকল বিষয় তোমাদের জন্য আশঙ্কা করি, তার মধ্যে এমন এক ব্যক্তি, যে কুরআন পড়েছে। পরিশেষে যখন তার মধ্যে কুরআনের মনোহারিত্ব দেখা গেল এবং সে ইসলামের একজন সহায়ক হয়ে গড়ে উঠল, তখন সে তা হ'তে অপসৃত হ'ল এবং তা নিজ পশ্চাতে নিক্ষেপ করল, নিজ প্রতিবেশীর উপর তরবারি তুলে ধরতে উদ্যত হ'ল এবং তাকে মুশরিক বলে অপবাদ দিল। ছাহাবী হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! ওদের উভয়ের মধ্যে মুশরিক কে? অপবাদদাতা, নাকি যাকে অপবাদ দেওয়া হয়েছে সে? উত্তরে তিনি বললেন, বরং অপবাদদাতা'।[২৭]

১০. যেনা-ব্যভিচার এবং গোপন পাপ : রাসূল (ছাঃ) উম্মতের জন্য যে সকল পাপকে অতি ভয়ংকর মনে করতেন তার মধ্যে অন্যতম হ'ল, যেনা-ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া এবং গোপন পাপে লিপ্ত হওয়া। আর এই গোপন পাপ হচ্ছে বিবাহ বহির্ভুতভাবে যৌবনকে অপচয় ও নষ্ট করা।

যেমন হাদীছে এসেছে- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: يَا نَعَايَا الْعَرَبِ، يَا نَعَايَا الْعَرَبِ، إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ الزِّنَا، وَالشَّهْوَةَ الْخَفِيَّةَ- আব্দুল্লাহ বিন যায়দ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, আরবের মরণ! আরবের মরণ! আমি তোমাদের উপর আমার সবচেয়ে অধিক যে জিনিসের ভয় হয়, তা হ'ল ব্যভিচার ও গুপ্ত কুপ্রবৃত্তি'।[২৮] অন্য বর্ণনায় এসেছে, তিনি বলেন, إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ الرِّيَاءُ، وَالشَّهْوَةُ الْخَفِيَّةُ 'তোমাদের উপর আমার সবচেয়ে অধিক যে জিনিসের ভয় হয়, তা হ'ল লোক দেখানো আমল ও গুপ্ত কুপ্রবৃত্তি'।[২৯]

অন্য হাদীছে এসেছে, تُفْتَحُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ نِصْفَ اللَّيْلِ فَيُنَادِي مُنَادٍ: هَلْ مِنْ دَاعٍ فَيُسْتَجَابَ لَهُ، هَلْ مِنْ سَائِلٍ فَيُعْطَى، هَلْ مِنْ مَكْرُوبٍ فَيُفَرَّجَ عَنْهُ، فَلَا يَبْقَى مُسْلِمٌ يَدْعُو

---

২৩. তিরমিযী হা/১১৬৫; মিশকাত হা/৩৫৮৫; ছহীহুল জামে' হা/৭৮০১।
২৪. আবু আমর দানী, আস-সুনানুল ওয়ারেদাতু ফিল ফিতান হা/২৮২; ছহীহাহ হা/১১২৭।
২৫. আহমাদ হা/২০৮৬৪; মিশকাত হা/৩৭১২; ছহীহুল জামে' হা/৩০২২।
২৬. মুসলিম হা/৯৩৪; মিশকাত ১৭২৭হা/।
২৭. ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৮১; ছহীহাহ হা/৩২০১।
২৮. বায়হাকী, শু'আবুল ঈমান হা/৬৪০৫; ছহীহুত তারগীব হা/২৩৯০।
২৯. ছহীহাহ হা/৫০৮।

www.tawheederdak.com

بِدَعْوَةٍ إِلَّا اسْتَجَابَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ، إِلَّا زَانِيَةً تَسْعَى بِفَرْجِهَا، أَوْ عَشَّارًا 'মধ্য রাতে আসমানের সকল দরজা খুলে দেওয়া হয়। তখন একজন ঘোষক ঘোষণা করতে থাকেন, কোনও প্রার্থনাকারী আছ কি? যদি কেউ প্রার্থনা করে তাহলে তা কবুল করা হবে। কোনও যাঞ্ছাকারী আছ কি? যদি কেউ কিছু চায় তাহলে তাকে তা দেওয়া হবে। কোনও বিপদগ্রস্ত আছ কি? বিপদ মুক্তি চাইলে তার বিপদ কাটানো হবে। এ সময়ে যে কোনও মুসলিম যে কোনও বিষয়ে প্রার্থনা করুক, আল্লাহ তার প্রার্থনা কবুল করবেন। শুধুমাত্র দেহ ব্যবসায়ী ব্যভিচারিণী ও টোল আদায়কারী (নাগরিকদের কষ্ট দিয়ে যে টোল খাজনা, চাঁদা ইত্যাদি আদায় করে) বাদে'।[৩০]

অন্য হাদীছে এসেছে, حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ الرَّمْلِيُّ، حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ بْنِ حُدَيْجٍ الْمَعَافِرِيُّ، عَنْ أَرْطَاةَ بْنِ الْمُنْذِرِ، عَنْ أَبِي عَامِرٍ الأَلْهَانِيِّ، عَنْ ثَوْبَانَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ـ أَنَّهُ قَالَ : " لأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالِ جِبَالِ تِهَامَةَ بِيضًا فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنْثُورًا " . قَالَ ثَوْبَانُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ صِفْهُمْ لَنَا جَلِّهِمْ لَنَا أَنْ لاَ نَكُونَ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لاَ نَعْلَمُ . قَالَ " أَمَا إِنَّهُمْ إِخْوَانُكُمْ وَمِنْ جِلْدَتِكُمْ وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا. ছাওবান (রাঃ) থেকে বর্ণিত নবী (ছাঃ) বলেন, আমি আমার উম্মাতের কতক দল সম্পর্কে অবশ্যই জানি যারা কেয়ামতের দ্বীন তিহামার শুভ্র পর্বতমালার সমতুল্য নেক আমল সহ উপস্থিত হবে। মহামহিম আল্লাহ সেগুলোকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত করবেন। ছাওবান (রাঃ) বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! তাদের পরিচয় পরিস্কারভাবে আমাদের নিকট বর্ণনা করুন, যাতে অজ্ঞাতসারে আমরা তাদের অন্তর্ভুক্ত না হই। তিনি বলেন, তারা তোমাদেরই ভ্রাতৃগোষ্ঠী এবং তোমাদের সম্প্রদায়ভুক্ত। তারা রাতের বেলা তোমাদের মতই ইবাদত করবে। কিন্তু তারা এমন লোক যে, একান্ত গোপনে আল্লাহর হারামকৃত বিষয়ে লিপ্ত হবে *(ইবনু মাজাহ হা/৪২৪৫, সনদ ছহীহ)*।

১১. উৎপাদন বৃদ্ধি ও দুনিয়ার চাকচিক্য : এক সময় আসবে যখন উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে ও মানুষের অর্থ-সম্পদ বৃদ্ধি পাবে। আর এর চাকচিক্য নিয়ে লোকেরা ব্যস্ত হয়ে পড়বে। সম্পদের হক আদায় করবে না। আর এই অবস্থা আসাকে রাসূল (ছাঃ) উম্মতের জন্য অতি ভয়ংকর মনে করতেন। যেমন হাদীছে এসেছে, عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَخْوَفُ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ مَا يُخْرِجُ اللهُ لَكُمْ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا قَالُوا: وَمَا زَهْرَةُ الدُّنْيَا؟ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: بَرَكَاتُ الْأَرْضِ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَهَلْ يَأْتِي الْخَيْرُ بِالشَّرِّ؟ قَالَ: لَا يَأْتِي الْخَيْرُ إِلَّا بِالْخَيْرِ، لَا يَأْتِي الْخَيْرُ إِلَّا بِالْخَيْرِ، لَا يَأْتِي الْخَيْرُ إِلَّا بِالْخَيْرِ، إِنَّ كُلَّ مَا أَنْبَتَ الرَّبِيعُ يَقْتُلُ أَوْ يُلِمُّ، إِلَّا آكِلَةَ الْخَضِرِ، فَإِنَّهَا تَأْكُلُ، حَتَّى إِذَا امْتَدَّتْ خَاصِرَتَاهَا اسْتَقْبَلَتِ الشَّمْسَ، ثُمَّ اجْتَرَّتْ وَبَالَتْ وَثَلَطَتْ، ثُمَّ عَادَتْ فَأَكَلَتْ، إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ، فَمَنْ أَخَذَهُ بِحَقِّهِ، وَوَضَعَهُ فِي حَقِّهِ، فَنِعْمَ الْمَعُونَةُ هُوَ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِغَيْرِ حَقِّهِ، كَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ – আবু সাঈদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, আমি তোমাদের জন্য এ ব্যাপারেই সর্বাধিক আশংকা করছি যে, আল্লাহ তোমাদের জন্য দুনিয়ার চাকচিক্য প্রকাশিত করে দেবেন। জিজ্ঞেস করা হ'ল, দুনিয়ার চাকচিক্যসমূহ কী? তিনি বললেন, যমীনের বরকতসমূহ। তখন এক ব্যক্তি তাঁর কাছে বললেন, কল্যাণ কি অকল্যাণ নিয়ে আসবে? তখন নবী (ছাঃ) কিছুক্ষণ নীরব থাকলেন, যাতে আমরা ধারণা করলাম যে, তাঁর উপর অহী নাযিল হচ্ছে। এরপর তিনি তাঁর কপাল থেকে ঘাম মুছে জিজ্ঞেস করলেন, প্রশ্নকারী কোথায়? সে বলল, আমি। আবু সাঈদ (রাঃ) বলেন, যখন এটি প্রকাশ পেল, তখন আমরা প্রশ্নকারীর প্রশংসা করলাম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, কল্যাণ কেবল কল্যাণই বয়ে আনে। নিশ্চয়ই এ ধনদৌলত সবুজ সুমিষ্ট। অবশ্য বসন্ত যে সবজি উৎপাদন করে, তা ভক্ষণকারী পশুকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয় অথবা মৃত্যুর নিকটবর্তী করে। তবে যে প্রাণী পেট ভরে খেয়ে সূর্যের দিকে তাকিয়ে জাবর কাটে, মল-মূত্র ত্যাগ করে এবং আবার খায় (এর অবস্থা ভিন্ন)। এ পৃথিবীর ধনদৌলত তেমন সুমিষ্ট। যে ব্যক্তি তা সৎভাবে গ্রহণ করবে এবং সৎভাবে ব্যয় করবে, তা তার খুবই উপকারী হবে। আর যে তা অন্যায়ভাবে গ্রহণ করবে, সে ঐ ব্যক্তির মত যে খেতে থাকে কিন্তু পরিতৃপ্ত হয় না'।[৩১]

উপসংহার : রাসূল (ছাঃ) ভবিষ্যৎ জানতেন না। তবে অহী প্রাপ্ত হয়ে লোকদের কর্ম দেখে পরবর্তী অবস্থা সম্পর্কে বলতেন ও জাতিকে সতর্ক করতেন। উম্মতের ব্যাপারে যে সকল পাপকে অতি ভয়ংকর মনে করতেন সেগুলো উল্লেখ করে তিনি উম্মতকে সতর্ক করেছেন, যাতে এই সকল পাপে লিপ্ত না হয়। কিন্তু বড় আফসোস! লোকেরা আজ সে সকল পাপেই জড়িয়ে পড়েছে যেগুলোর ব্যাপারে শরী'আত প্রণেতা আশঙ্কা করতেন। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে ভয়াবহ পাপগুলো সহ যাবতীয় পাপ থেকে হেফাযতে থাকার তাওফীক দান করুন। আমীন!

৩০. তাবরানী, আওসাত্ব হা/২৭৬৯; ছহীহাহ হা/১০৭৩।

৩১. বুখারী হা/১৪৬৫; মুসলিম হা/১০৫২; মিশকাত হা/৫১৬২।

www.tawheederdak.com

মাওলানা আব্দুল মান্নান

['আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য এবং সাতক্ষীরা যেলা আন্দোলনের দীর্ঘ দিনের সভাপতি (২০০১-বর্তমান) মাওলানা আব্দুল মান্নান (সাতক্ষীরা)। তিনি বর্তমানে সাতক্ষীরা আহসানিয়া মিশন আলিম মাদ্রাসার সম্মানিত ভাইস প্রিন্সিপ্যাল ও আল-ইখলাছ হজ্জ কাফেলার পরিচালক। তিনি প্রায় ১৮ বছর যাবত অসংখ্য ব্যক্তিকে ছহীহ-শুদ্ধভাবে হজ্জ পালনে সহযোগিতা করে আসছেন। তাঁর জীবনঘনিষ্ঠ এই সাক্ষাৎকারটি নিয়েছেন দ্বি-মাসিক 'তাওহীদের ডাক' পত্রিকার নির্বাহী সম্পাদক ড. মুখতারুল ইসলাম। সাক্ষাৎকারটি পাঠকদের খেদমতে পেশ করা হ'ল।]

তাওহীদের ডাক : আপনি কেমন আছেন?

মাওলানা আব্দুল মান্নান : আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ পাক ভাল রেখেছেন, সুস্থ রেখেছেন।

তাওহীদের ডাক : শুনেছি আপনি হার্টের সমস্যায় ভুগছেন?

মাওলানা আব্দুল মান্নান : ২০২১ সালের অক্টোবর মাসে ওমরায় গিয়ে আমি প্রথম হার্টের সমস্যা অনুভব করি। তখন হাটতে গেলে বুকে জ্বালা করত, আর দাঁড়ালে ভাল লাগত। ওমরা থেকে এসে ঢাকার হার্ট ফাউণ্ডেশনে এনজিওগ্রাম করলাম। জানা গেল যে, হার্টে তিনটি ব্লক আছে, রিং বসাতে হবে। আমি ঢাকায় চিকিৎসা না করে ভারতের ব্যাঙ্গালুরের ডা. দেবী শেঠীর কাছে গেলাম। তিনি এশিয়া মহাদেশে হার্টের বিখ্যাত ডাক্তার। উনি আমার এনজিওগ্রাম দেখে বললেন, আপনাকে খুব যরূরী ছোট একটা বাইপাস করাতে হবে। তাছাড়া যেকোন সময় বড় কোন সমস্যা হ'তে পারে। আমি ভারতে মেডিকেল ভিসাতে না যাওয়ায় সেখানে অপারেশন করাটা ভাল মনে হ'ল না। তাই ফিরে এসে ঢাকাস্থ ইউনাইটেড হাসপাতালের চীফ কার্ডিওলজি কনসালটেন্ট ডা. এন এ এম মোমেনুজ্জামানকে দেখালাম। তিনিও বললেন, আপনার ব্লক এমনভাবে হয়েছে যে, আপনাকে বাইপাস করাতেই হবে।

কিন্তু ২০২২ সালের হজ্জের সময় চলে আসায় আমি কোন প্রকার চিকিৎসা ছাড়াই ১২০ জন হাজী নিয়ে হজ্জ পালনের উদ্দেশ্যে মক্কায় চলে যাই। আমি ওখানে অনেক ভাল ছিলাম। আমি হজ্জে একাকী যাবতীয় কার্যক্রম করেছি। এমনকি ১০ই যিলহজ্জ মুযদালিফায় ফজরের ছালাত আদায়ের পরে হাজীদের নিয়ে হেটে রওনা দেই। আমার জন্য একটি হুইল চেয়ার থাকলেও আলহামদুলিল্লাহ তার প্রয়োজন পড়েনি। বরং আমি একটানা তিন ঘণ্টা হেঁটেছি। জামরায় পাথর মেরে তাবুতে ফিরেছি। এরপর মীনায় ১০৪টি পশু যবেহ দিয়েছি। ওখান থেকে হাজীদের জন্য কুরবানীর গোশত এনে তাদের খাইয়েছি। আলহামদুলিল্লাহ সে পর্যন্ত আমার হার্টে ব্যথা, জ্বালা-যন্ত্রণা কিছুই হয়নি। সুস্থভাবে দেশে ফিরেছি। ৩০শে জুলাই ঢাকায় ফিরে এনজিওগ্রাম করার পর জানা গেল যে, শুধু রিং বসালেই হবে না অপারেশনও করাতে হবে। অতঃপর ২৭ই সেপ্টেম্বর ২০২২ ভারতের ব্যাঙ্গালুরুতে হার্টের অপারেশন সফলভাবে হয় আলহামদুলিল্লাহ। কিন্তু অপারেশনের সাত দিন পর হঠাৎ মাইল্ড স্ট্রোকে আক্রান্ত হই। পরে একটু সুস্থ হওয়ার পর ১৫ই অক্টোবর দেশে ফিরে আসি। তখন থেকে প্রায় শয্যাগত আছি। মোটামুটি চলাফেরা করতে পারছি এখন। আমি আপনাদের সবার কাছে দো'আ চাই যেন আল্লাহ আমাকে দ্রুত সুস্থতা দান করেন। আমীন!

তাওহীদের ডাক : আপনার জন্ম ও পারিবারিক পরিচয় জানতে চাই।

মাওলানা আব্দুল মান্নান : আমার জন্ম তারিখ নির্দিষ্টভাবে মনে নেই। সার্টিফিকেট অনুযায়ী আমার বর্তমান বয়স ৫২ বছর হলেও মূল বয়স ৫৮ বছর। আমার জন্ম সাতক্ষীরা যেলার সদর থানার বালিয়াডাঙ্গা গ্রামে। আমার পিতার নাম আযীমুদ্দীন সরদার ও মায়ের নাম আমেনা বেগম। আমার বাবা বৃটিশ ও পাকিস্তান আমলে আমাদের আগরদাড়ী ইউনিয়নে প্রেসিডেন্ট সদস্য হিসাবে দীর্ঘ ১৮ বছর দায়িত্ব পালন করেছিলেন। সেই সুবাদে আমার পিতা এলাকায় বিচার-শালিস করতেন। তিনি যেমন নামীদামী লোক ছিলেন, তেমনি ছিলেন ধার্মিক। তিনি মসজিদে ওয়াক্তিয়া ছালাত পড়ানো, জানাযা পড়ানো, কখনোবা বিবাহও পড়ানোতেও দায়িত্ব পালন করতেন। আর আমরা পৈত্রিকসূত্রে আহলেহাদীছ। আমার আব্বা আলেম-ওলামাদের কদর করতেন। আমি মাওলানা আহমাদ আলী, মাওলানা মতীউর রহমান সালাফীসহ অনেক আলেমে দ্বীনকে ছোট বেলায় আমাদের বাড়ীতে দেখেছি। আমরা তিন ভাই ও দুই বোন। বড় ভাই প্রাইমারী স্কুল শিক্ষক আব্দুছ ছামাদ ২০১৭ সালে মারা গিয়েছেন। মেজ ভাই আব্দুল গফুর কৃষিকাজ করেন। আর আমি সাতক্ষীরা শহরের আহসানিয়া আলিম মাদ্রাসার ভাইস প্রিন্সিপ্যালের দায়িত্ব পালন করছি।

আমার ১ মেয়ে ও ৩ ছেলে। বড় মেয়ের নাম সুমাইয়া। নামটি আমীরে জামা'আত রেখেছিলেন। ১ম ছেলে নাঈম আব্দুল্লাহ ফাযিল ২য় বর্ষের পরীক্ষা দিয়েছে। ২য় ছেলে নাফীস আব্দুল্লাহ এবার আলিম পাশ করেছে। আর ছোট ছেলে নাবীল আব্দুল্লাহ ৪র্থ শ্রেণীতে পড়ার পাশাপাশি হিফয করছে।

তাওহীদের ডাক : আপনার শিক্ষাজীবন সম্পর্কে যদি বলতেন?

মাওলানা আব্দুল মান্নান : আমি আমাদের বাড়ীর নিকটে বাবুলিয়া মডেল প্রাইমারী স্কুলে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশুনা করেছি। আমার আব্বার ইচ্ছা ছিল আমি আলেম হব। সেজন্য তিনি মক্তবের হুজুরের কাছে স্পেশালভাবে কুরআন ও উর্দূ শেখার ব্যবস্থা করেছিলেন। এরপর আমি আগরদাড়ী কামিল মাদ্রাসায় ভর্তি হই। আমার বাড়ি থেকে ৬/৭ কিলোমিটার হেঁটে মাদ্রাসায় যেতে হত। মাঝে মাঝে আমার বড় ভাইয়ের সাইকেল নিয়ে যেতাম। একদিন বড় ভাইয়ের শখের সাইকেল নষ্ট হয়ে গেল। তিনি রেগে গিয়ে আমাকে নিকটবর্তী বকচরা আলিয়া মাদ্রাসায় ভর্তি করে দিলেন। ১৯৮৩ সালে আমি বকচরা আলিয়া মাদ্রাসা থেকে দাখিল পাশ করলাম।

সেই সালেই আমি আমীরে জামা'আতের আব্বা মাওলানা আহমাদ আলী প্রতিষ্ঠিত কাকডাঙ্গা সিনিয়র মাদ্রাসায় ভর্তি হই। কিন্তু সেখানে গিয়ে আমি থাকতে পারব না বলে কান্নাকাটি করতে লাগলাম। সে কারণে আব্বা আমাকে আগরদাড়ী কামিল মাদ্রাসায় ভর্তি করে দেন। এখান থেকেই আমি আলিম ও ফাযিল পাশ করি। সেসময় আগরদাড়ী মাদ্রাসার কামিল বোর্ড পরীক্ষার অনুমোদন ছিল না। ফলে শাহাবাদ মজিদিয়া কামিল মাদ্রাসা, নড়াইল থেকে কামিল পরীক্ষা দিয়েছি। ১৯৯০ সালে আমি কামিল পাশ করি।

আমার কলেজে পড়ার অনেক ইচ্ছা ছিল। কিন্তু আমার আব্বা অনেক কঠোর হওয়ার কারণে সেটা তখন সম্ভব হয়নি। তিনি ১৯৮৫ সালে আমার আলিম রেজাল্ট হওয়ার ১৭ দিন আগে মারা যান। সেই সময় আমি আলিমে খুব ভাল রেজাল্ট করি। দাখিলে ২য় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছিলাম। আমি মনে করছিলাম, আলিমেও একই রেজাল্ট হবে। আলিমের রেজাল্ট পাওয়ার জন্য আমরা ৫-৬ জন ছেলে কলারোয়া গেলাম। সেসময় এক দোকানে পত্রিকা আসত। পত্রিকায় সবার রেজাল্ট পাওয়া গেলেও ২য় বিভাগের জায়গায় আমারটা ছিল না। আমি হতাশ হয়ে গেলাম। হঠাৎ আমার এক বন্ধু (বর্তমানে সাতক্ষীরা আলিয়া মাদ্রাসার সিনিয়র প্রভাষক) বলছে, তোর রেজাল্ট তো ১ম বিভাগে। আমি তো দেখে হতবাক! যাদের ১ম বিভাগ পাওয়ার কথা তারা পায়নি আর আমি পেয়ে গেলাম। আলহামদুলিল্লাহ! সেসময় সাতক্ষীরা যেলায় মাত্র একটি সেন্টার ছিল। আর সাতক্ষীরা সেন্টারে দু'টি ছেলে ১ম বিভাগ পেয়েছিল। তন্মধ্যে আমি একজন। এই রেজাল্ট আমাকে দারুণভাবে উজ্জীবিত করেছিল।

এবার আমি ইন্টারে কলেজে ভর্তি হব। একেবারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললাম। কিন্তু আমার আব্বা মারা যাওয়ার আগে বড় ভাইকে বলে গিয়েছিলেন, আব্দুল মান্নান যেন কলেজে না পড়ে। বড় ভাই তখন বললেন, 'তুমি কলেজে পড়তে পারবা না। হয় তুমি মাদ্রাসায় পড়বা, না হয় মাঠে জমি-জমা চাষ করবা'। তখন আমি বাধ্য হয়েই আগরদাড়ী মাদ্রাসায় ফাযিলে ভর্তি হই। তখন মাদ্রাসা থেকে আমাকে ৩০ টাকা বৃত্তি দেওয়া হত। সে সময় ৩০ টাকার অনেক কদর ছিল। ১২-১৫ টাকায় এক কেজি গরুর গোশত পাওয়া যেত। ফাযিল ২য় বিভাগে পাশ করার পরেও আমার কলেজে পড়ার অনেক ইচ্ছা ছিল। তাই আমি ডিগ্রীতে ভর্তি হলাম। ওদিকে কামিলেও ভর্তি হলাম।

ডিগ্রীতে ভর্তি হওয়ার পরপরই কুয়েতী সংস্থা 'ইয়াহইয়াত তুরাছ' থেকে ছাত্রবৃত্তি ছাড়ল। তখন সাংগঠনিক দায়িত্বশীল হওয়ার কারণে আমার জন্য ১০০ কিংবা ২০০ টাকার বৃত্তি চালু করে দিল। ফলে আমার কলেজে পড়ার জন্য একটা সাপোর্ট হয়ে গেল। এরপর আমি ডিগ্রী পাশ করে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রিভিয়াস মাস্টার্সে ভর্তি হলাম। এরপর মাস্টার্সে ভর্তি হই। বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়মিত ক্লাস করার সুযোগ হত না। মাঝে মধ্যে নওদাপাড়া মারকাযে এসে হাফেয ইউনূস, শেখ রফীক ও দুরুল ভাইদের রুমে থাকতাম।

তাওহীদের ডাক : আপনি চাকরী জীবনে কিভাবে আসলেন?

মাওলানা আব্দুল মান্নান : ১৯৯০ সালে কামিল পাশ করার পর তালা উপযেলা নগরঘাটা আমিনিয়া দাখিল মাদ্রাসায় আমি চাকরী পেয়ে গেলাম। ২০০৫ সালে সেটি আলিমে পাঠদানের অনুমতি পায়। সেই থেকে আমি সেখানে ভাইস প্রিন্সিপ্যাল হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছি। পরে ১৪ই সেপ্টেম্বর ২০২০ সালে সাতক্ষীরা শহরের আহসানিয়া মিশন আলিম মাদ্রাসায় ভাইস প্রিন্সিপ্যাল হিসাব যোগদান করি। অত্র প্রতিষ্ঠানটিতে প্রিন্সিপ্যাল হিসাবে আছেন যেলা আন্দোলনের সেক্রেটারী ও কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন। এটি শহরের একেবারে প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত।

চাকরীর বিষয়ে আরেকটা কথা বলে রাখি, আমি চাকরী পাওয়ার আগে অথবা পরে ইয়াহইয়াত তুরাছের দাঈ ছিলাম। এই সংস্থাটি আমাদের সংগঠনকে বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কাজে সহযোগিতা করত। তিন মাস অন্তর আমাদের ১০০০ টাকা সম্মানী দিত। ২০০৫ সালে আমীরে জামা'আত গ্রেফতার হলে ইয়াহইয়াত তুরাছের অফিস উত্তরার ২১ নম্বর বাড়ি থেকে সরাসরি সম্মানী তুলতে হত। সেসময় সংগঠনের পক্ষ থেকে আমি, মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ ও মাওলানা রুস্তম আলী শিক্ষক ও দাঈ ছিলাম। পরবর্তীতে সেটা বন্ধ হয়ে যায়।

আমার মনে পড়ে আমীরে জামা'আতের এক ছাত্র আব্দুছ ছামাদ আনওয়ারী আহলেহাদীছের ঐতিহাসিক পটভূমি, আরবী বিভিন্ন ইবারত, মনীষীদের বিভিন্ন উক্তি তোতা পাখির মত বলতেন। আমীরে জামা'আত তাকে খুব স্নেহ করতেন। তিনি প্রত্যেক ইজতেমায় বক্তব্য রাখতেন। আর ঢাকার মুহাম্মাদপুরের আল-আমীন মসজিদে খুৎবা দিতেন। তিনি একদিন আমাকে বললেন, আব্দুল মান্নান তোমাকে আল-আমীন মসজিদে খুৎবা দিতে হবে। আমি খুৎবা দিলাম। আমার বক্তব্য শুনে মসজিদের মুতাওয়াল্লী মুক্তিযোদ্ধা নযরুল ইসলাম চাচা বললেন, আব্দুল মান্নান! আমাদের মসজিদে তোমাকে মাসে একটা খুৎবা দিতে হবে। আমি প্রতি মাসের

৩য় জুম‘আয় খুৎবা দিতাম। এরপর আমি মাওলানা জাহাঙ্গীর আলমকে নিয়ে গেলাম। সে আবার আব্দুর রাযযাক ছাহেবকে নিয়ে গেছে। এর মধ্যে একদিন বন্ধুবর শামসুর রহমান আযাদী আমাকে বেরাইদ পূর্বপাড়া মসজিদে নিয়ে গেলেন। সেখানে আমি খুৎবা দিলাম। তারা আমার খুৎবা পছন্দ করলে আমি সেখানে ৬-৭ বছর খতীবের দায়িত্ব পালন করেছি।

তাওহীদের ডাক : আপনি কিভাবে বক্তব্যের জগতে আসলেন?

মাওলানা আব্দুল মান্নান : ছোটবেলা থেকে আমার কণ্ঠস্বর ভাল ছিল। ছাত্রজীবনে আমাদের মাদ্রাসায় বক্তব্য, গযল, কুরআন তেলাওয়াত প্রতিযোগিতায় আমি প্রায়ই প্রথম হতাম। বক্তব্য দেওয়ার প্রতি আমার প্রবল আকর্ষণ ছিল। কখনও আব্বার পাশে বসে কানে হাত দিয়ে ওয়ায করতাম। ১৯৯১ সালে আল-হেরা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে একটা অডিশনের আয়োজন করা হয়েছিল। সেই অডিশনে আমি, জয়পুরহাটের শফীকুল ইসলাম, মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম, কুষ্টিয়ার নিযামুদ্দীনসহ আরো কয়েকজন উত্তীর্ণ হলাম। তখন থেকে আমরা বিভিন্ন জায়গায় জাগরণী বলতে যেতাম।

সেসময় খুলনার তেরোখাদা, রূপসা ও বাগেরহাটের মোল্লাহাট উপযেলায় অনেক আহলেহাদীছ ছিল। এই তিনটি উপযেলার কেন্দ্র হ’ল বামনডাঙ্গা। এই বামনডাঙ্গায় বিশাল একটা ফুটবল খেলার মাঠ আছে। ঐখানে আমাদের সংগঠনের আয়োজনে একটা বিশাল মাহফিল হ’ল। এটা ১৯৯৬ সালের কথা। ঐ সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন মুহতারাম আমীরে জামা‘আত প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব। বিশেষ অতিথি ছিলেন আব্দুছ ছামাদ সালাফী ও খুলনা আল-মাহাদ আস-সালাফীর প্রিন্সিপ্যাল। আমি ছিলাম শিল্পী। এটা আমার জীবনের অন্যতম একটা স্মরণীয় ঘটনা। সেই মাহফিলে আমীরে জামা‘আত, সালাফী ছাহেব, প্রিন্সিপ্যাল কেউ যেতে পারেননি। সবাই সবার বদলে অন্য কাউকে পাঠিয়েছিলেন। সম্মেলনে যখন বারবার পরিবর্তিত নাম ঘোষণা হচ্ছে তখন অনেকে উঠে যাচ্ছেন। আমি মঞ্চে জাগরণী বলার জন্য গিয়ে সালাম দিয়ে বললাম, ভাইয়েরা আপনারা যে যেখানে আছেন সবাই দাঁড়িয়ে যান, একটা গল্প শুনেন। রাস্তা দিয়ে দু’জন মানুষ হেঁটে যাচ্ছে। একজন খুব মোটা, আরেকজন খুবই চিকন। চিকন লোকটা জিজ্ঞাসা করছে, ভাই আপনার নাম কি? তখন সে বলল, আমার নাম সুবল চন্দ্র কাহিল। সে ভাবছে এত মোটা মানুষ কিভাবে কাহিল হয়। এরপর মোটা লোকটা তাকে বলছে, ভাই আপনার নাম কি? তখন চিকন লোকটি বলছে, আমার নাম চিকন চন্দ্র নেই। তখন সে বলছে, এটা আবার কি নাম? তখন চিকন লোকটি বলছে, আপনি এত মোট মানুষ হয়ে যদি কাহিল হন তাহ’লে আপনার কাছে আমি থাকি কেমনে? এত বড় বড় মানুষ আজ বক্তব্য দিবেন। আমি তো তাদের কাছে নেই। আমি একটা জাগরণী বলার জন্য এসেছি। আপনারা শুনেন। তারপর আমার স্বরচিত ‘গাউছুল আযম’ জাগরণী বলা শুরু করলাম। লোকজন সবাই দাঁড়িয়ে গেল। তখন সভাপতি ছাহেবের অনুমতি কিংবা উপস্থাপকের ঘোষণা ছাড়াই বললাম, আপনাদের সাথে পাঁচ মিনিট আলোচনা করতে চাই। লোকজন সবাই বসে পড়ল। এরপর সুর-তাল দিয়ে প্রায় এক ঘণ্টার বেশী কুরআন-হাদীছের আলোচনা করলাম। ঐ মঞ্চ থেকেই আমার দাওয়াতী ময়দানে নামা শুরু। তারপরের দিনই মোল্লাহাটের আমীনবাড়ী মসজিদের মাহফিলে বক্তব্য দিতে হ’ল। ঐখানে আবার কয়েকটা দাওয়াত হয়ে গেল। তখন থেকে আজও পর্যন্ত বক্তৃতার জগতে আছি। *ফালিল্লাহিল হামদ!*

এরপর ১৯৯৮ সালে তাবলীগী ইজতেমায় মাসিক আত-তাহরীকের প্রবন্ধ থেকে ‘মারেফাতে দ্বীন’-এর উপর একটা আলোচনা করলাম। ইজতেমায় আমার আলোচনা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। পরের বছরে আবারও ‘ইকামতে দ্বীন’-এর বিষয়ে আলোচনা করলাম। মূলত ইজতেমা থেকেই আমার পরিচিতি সারাদেশ ব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছে। *আলহামদুলিল্লাহ।*

তাওহীদের ডাক : আপনি কিভাবে যুবসংঘের পতাকাতলে আসলেন?

মাওলানা আব্দুল মান্নান : আমি ছাত্রজীবনে ১৯৮৭ সালে যুবসংঘের সাথে যুক্ত হই। তখন আমি কোন সংগঠনের সাথে ছিলাম না। আমার কণ্ঠস্বর ভাল থাকায় ইসলামী ছাত্র শিবিরের ছেলেরা আমাকে দাওয়াত দিত। তাদের পিকনিক, বিভিন্ন প্রোগ্রামে আমি কুরআন তেলাওয়াত, হামদ-নাত বলতাম। কিন্তু আমি কখনো তাদের সদস্য হিসাবে যুক্ত হইনি।

১৯৮৭ সালের দিকে ঢাকায় যুবসংঘ-এর একটা সম্মেলন হয়েছিল। সেখান থেকে আমাদের মসজিদের খতীব, সাতক্ষীরা পিএন স্কুলের নাম করা শিক্ষক আমার চাচা মৌলবী সাখাউদ্দীন আহমেদ আমার কাছে কিছু পরিচিতি আর ‘সমাজ বিপ্লবের ধারা’ বইটি দিয়ে বললেন, আমাদের যুব সংগঠন চলে এসেছে। এখন আর কোন সংগঠনে যাওয়া যাবে না। তিনি দিল্লী রহমানিয়া মাদ্রাসা ফারেগ। ইংরেজীতে তাফসীর করতেন। আমাকে অনেক ভালবাসতেন। আমাকে ছালাতে ইমামতি করা ও খুৎবা দেওয়ার ব্যাপারে অনেক উৎসাহ দিতেন। তিনি সাতক্ষীরা যেলা জমঈয়তের আমরণ অডিটর ছিলেন। খুবই দক্ষ একজন মানুষ ছিলেন।

তারপর আমরা যুবসংঘের সাংগঠনিক কাজ শুরু করলাম। আমাদের গ্রাম হাকীমপুরের বিখ্যাত তিন গম্বুজওয়ালা মসজিদে যুবসংঘের কমিটি গঠন করলাম। এরপর সাতক্ষীরা পৌরসভা মিলনায়তনে সম্মেলনের আয়োজন করলাম। সেই সম্মেলনেই প্রথম আমীরে জামা‘আতের সাথে সাক্ষাৎ। উক্ত সম্মেলনে কাকডাঙ্গা সিনিয়র মাদ্রাসার প্রিন্সিপ্যাল এ বি এম মহিউদ্দিন ছাহেবকে সভাপতি, মৌলবী সাখাউদ্দীন আহমেদ ছাহেবের বড় ছেলে আব্দুর রঊফকে সেক্রেটারী আর মাওলানা আবু বকর ছিদ্দীককে সহ-সভাপতি করে সাতক্ষীরা যেলা কমিটি গঠন করা হ’ল। আমি সেই কমিটির অর্থ সম্পাদক ছিলাম।

তাওহীদের ডাক : তাহ'লে আপনার সংগঠনিক কাজ শুরু হয় সরাসরি যেলা দায়িত্বশীল হিসাবে?

মাওলানা আব্দুল মান্নান : জ্বী! তখন তো আর উপযেলা ছিল না। সেই সময় আমরা বিভিন্ন এলাকায় ব্যাপক কাজ শুরু করলাম। আমি আবার এলাকার সহ-সভাপতি হ'লাম। হাসান নামের এক ছেলে সভাপতি হ'ল। আমরা নিয়মিত এয়ানত আদায়, রিপোর্ট পূরণ ও বৈঠক করতাম। এভাবে আমি সাংগঠনিক সম্পাদক, সেক্রেটারী ও তারপর সভাপতি হলাম। ২০০১ সাল থেকে আমি 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' সাতক্ষীরা যেলার সভাপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন করছি। *ফালিল্লাহিল হাম্দ*।

তাওহীদের ডাক : আপনি আল-হেরা শিল্পী গোষ্ঠীর সাথে কিভাবে যুক্ত হলেন?

মাওলানা আব্দুল মান্নান : ১৯৯১ সালের দিকে যাদের কণ্ঠ ভাল তাদের পরীক্ষা নেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয়ভাবে প্রতিটি যেলায় চিঠি পাঠানো হয়েছিল। তখন আমি ও মাওলানা জাহাঙ্গীরসহ অনেকে পরীক্ষা দিতে আসলাম। পরীক্ষা শেষে পরীক্ষক মণ্ডলী আমাকে বেছে নিলে আমি আল-হেরা শিল্পী গোষ্ঠীর সদস্য হয়ে গেলাম। সেই সময় 'গাউছুল আযম' ছিল আমার প্রথম জাগরণী। আমি এটি কপোতাক্ষ ট্রেনে বসে লিখেছিলাম। এছাড়াও 'এসো হে যুবক ও তরুণ', 'একটি জান্নাত আমার কাম্য', 'কে যাবি আয় সোনার মদীনায়' এই জাগরণীগুলো আমার লেখা ।

তাওহীদের ডাক : ২০০৫ সালে আমীরে জামা'আত গ্রেফতারের পর সাতক্ষীরার প্রশাসনিক অবস্থা কেমন ছিল?

মাওলানা আব্দুল মান্নান : আমরা সাতক্ষীরা যেলা আন্দোলন ও যুবসংঘ সব সময়ই প্রশাসনের সাথে যোগাযোগ রাখতাম। যেলার এসপি, ডিসি, ওসিদের সাথে আমরা দেখা করতাম। তাদেরকে আমাদের সংগঠনের বই-পুস্তক দিতাম। ২০০৫ সালের ইজতেমার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছি। ইতিমধ্যে আমরা শুনতে পেলাম ইজতেমা হবে না। তৎকালীন সাতক্ষীরা সদরের ওসি আব্দুল কাদের বেগের সাথে আমার ভাল সম্পর্ক ছিল। উনি আমাকে দেখা করতে বললেন। উনি বললেন, আপনাদের ইজতেমা হবে না। এটা শুনে আমরা ভেঙ্গে পড়লাম। তখন সবাই মিলে মিটিং করলাম। পরে ওসি ছাহেবকে ধরলাম আমরা সাতক্ষীরায় একটি সম্মেলন করব। তারা আমাদেরকে আব্দুর রাযযাক পার্কে জায়গা না দিয়ে সিটি কলেজ মাঠে সম্মেলনের অনুমতি দিল। দিনটি ছিল ২০০৫ সালের ১৪ই এপ্রিল বৃহস্পতিবার। সেটা একটি কঠিন মুহূর্ত ছিল। সে সময়ের কথাগুলো মনে পড়লে আমার এখনো গা শিউরে উঠে। বারংবার ওসি আব্দুল কাদের বেগ এসে বলেন, শুনেন সভাপতি ছাহেব, কোন কিছু হলে কিন্তু আপনাকে জেল খাটা লাগবে। ওসি বারংবার ফোন দিয়ে তাড়াতাড়ি সম্মেলন শেষ করতে বলছিলেন। অবশেষে বহু বাধা-বিপত্তির মধ্য দিয়ে আমরা সম্মেলন শেষ করলাম। তৎকালীন এমপিদের কাছে আমীরে জামা'আতের যামিনের জন্য বারংবার যাতায়াত করতাম। তারা শুধু আশ্বাস দিত কিন্তু কোন কাজ হ'ত না।

তাওহীদের ডাক : প্রতি বছর তাবলীগী ইজতেমায় সাতক্ষীরা থেকে বহু মানুষ রিজার্ভ বাস নিয়ে রাজশাহী আসে। এটা কিভাবে সম্ভব হয়?

মাওলানা আব্দুল মান্নান : এ ব্যাপারে আমরা কঠোর পরিশ্রম করি। আমরা প্রথমে টার্গেট করে এলাকা ভিত্তিক বাস কয়টা যাবে তা ভাগ করে দেই। আর সব সময় খোঁজ-খবর নিতে থাকি। যদি কোন এলাকা বাস নিতে না চায় তখন আমরা এর কারণ জানতে চাই। কখনও কোন এলাকায় লোক কম থাকলে অন্য এলাকা থেকে সমতা করার চেষ্টা করি। প্রথমবার এক সাথে ৮টি বাসে আমরা এসেছিলাম। সে যে কি এক মনোমুগ্ধকর দৃশ্য! এখন আর এমনটা হয়ে ওঠে না। বর্তমানে প্রতি বছর ৮০-৮৫টা গাড়ি আসে সাতক্ষীরা থেকে। আন্দোলন, যুবসংঘের যেলা কমিটি, উপযেলা এবং এলাকা কমিটির মধ্যে আন্তরিকতার কারণেই এমনটা হয়ে থাকে। আর এর পিছনে আমাদের যেলা সেক্রেটারী ও কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ ছাহেবের অবদান অনেক বেশী। আমার চেয়ে সে অনেক বেশী পরিশ্রমী। সাতক্ষীরা যেলা সংগঠনের মযবূতির পেছনে মাশাআল্লাহ তাঁর অবদান অনেক বেশী। আল্লাহ তাঁকে এবং আমাদের সকলকে কবুল করুন। আমীন!

তাওহীদের ডাক : আপনার একটা হজ্জ কাফেলা আছে। যা যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করেছে। শুরুটা কিভাবে হয়েছিল?

মাওলানা আব্দুল মান্নান : আমি ২০০৫ সালের ২৩ তারিখে আমার এক বন্ধুর সাথে হজ্জে গিয়েছিলাম। তার নাম ছিদ্দীকুল ইসলাম। সে ১৯৯৬ সাল থেকে হজ্জ কাফেলা পরিচালনা করে। সেবার আমি কেন্দ্রের মিটিংয়ে এসে কথা প্রসঙ্গে এবার হজ্জ করতে যাবো বললে ঝিনাইদহ আন্দোলন সভাপতি মাস্টার ইয়াকুব ছাহেব বললেন, আমরা সবাই মিলে সাংগঠনিকভাবে গেলে কেমন হয়? আমার পরিবার থেকে বাবা-মা, বড় ভাই-ভাবী, ভাইয়ের শ্বশুরসহ প্রায় সাত জন আছি। আমি সাতক্ষীরায় এসে আমার বন্ধু ছিদ্দীকুল ইসলামকে বললাম, চল ঝিনাইদহ-মেহেরপুরে যাই। সেখানে আমাদের সাংগঠনিক লোক আছে। তারপর মেহেরপুরে বিডিআর আনছার আলী ভাই ও আবু তাহের মাস্টার ছাহেবসহ ৭/৮ জন হ'ল। এভাবে ২০০৫ সালে আমার বন্ধুর 'সুন্দরবন হজ্জ কাফেলায়' আমিসহ ২৩ জন হজ্জে গেলাম। তবে সাংগঠনিক লোকদের একসাথে যাওয়ার উদ্যোক্তা ইয়াকুব ভাইয়ের ছেলের ব্যবসায় লস হওয়ায় তার আর যাওয়া হ'ল না।

আমার বন্ধু বিমানে উঠার আগেই সবাইকে ইহরাম বাধার কথা বলেছে। আর আমি আমার ২৩ জন লোককে বললাম, আমি যখন বলব তখন আপনারা ইহরাম বাধবেন। আমরা সবাই ইহরামের কাপড় ব্যাগে নিয়ে নিলাম। বিমানে ঘোষণা দেওয়ার পরই আমরা ইহরাম বাঁধলাম। আরাফার মাঠে,

মুযদালিফাসহ বিভিন্ন জায়গায় বিদ'আতে ছড়াছড়ি চোখে পড়ল। এসমস্ত জায়গায় মু'আল্লিমরা হাজী ছাহেবদের মিসগাইড করছে।

হজ্জ শেষে দেশে আসার পর আমার খুবই খারাপ লাগল যে, আমাদের এই লোকগুলো ছহীহভাবে হজ্জ পালন করতে পারে না। বিশুদ্ধভাবে হজ্জ পালনের জন্য একটি হজ্জ কাফেলার তীব্র প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলাম। অনেকেই আমাকে হজ্জ কাফেলা খোলার জন্য উদ্বুদ্ধ করল। তারপর আমি ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে আমীরে জামা'আতের সাথে দেখা করতে গেলাম। তাঁকে বললাম, আমি তো হজ্জ করে আসলাম। হজ্জে গিয়ে যে অবস্থা দেখলাম তাতে বিদ'আতী মু'আল্লিমের কারণে আমাদের লোকজন বিশুদ্ধভাবে হজ্জ করতে পারে না। সেজন্য আমি একটি হজ্জ কাফেলা খুলতে চাচ্ছি যদি আপনি অনুমিত দিতেন। আর নাম দিতে চাচ্ছি 'আল-ইখলাছ হজ্জ কাফেলা'। স্যার তখন বললেন, তুমি পারবা? আমি বললাম, স্যার আপনি দো'আ করেন আমি ইনশাআল্লাহ পারব। আমি আমার বন্ধুর সাথে থেকে ছোট করে শুরু করব। জেলখানায় স্যারের কাছ থেকে অনুমতি নিয়েই আমার হজ্জ কাফেলা শুরু হয়।

২০০৭ সালে প্রথম আমার নেতৃত্বে ও বন্ধুর সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ২৩ জনকে হজ্জে নিয়ে গেলাম। পরের বছর ১১ জন হাজী হ'ল। আমি শুধুমাত্র হাজীদের বিশুদ্ধভাবে হজ্জ পালনের দিকে নযর রাখতাম। তারপর ২০০৯ সালে ৩৪ জন হাজী নিয়ে গেলাম। ২০১০ সাল থেকে আমার সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ৬২ জন হাজী নিয়ে আল-ইখলাছ হজ্জ কাফেলার যাত্রা শুরু করি। এরপর থেকে ২০১১ সালে ১৪৫ জন, ২০১২ সালে ২১২ জন, ২০১৩ সালে ১৯৬ জন হাজীকে বিশুদ্ধভাবে হজ্জ পালনে সহযোগিতা করতে পেরেছি। এভাবে প্রতি বছর কাফেলা নিয়ে যাচ্ছি আলহামদুলিল্লাহ। আমীরে জামা'আতের 'হজ্জ ও ওমরা' বইটি হাজীদের ব্যাপক কাজে লাগে। স্যারের এই বইটি একজন হাজীকে বিশুদ্ধভাবে হজ্জ পালনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। স্যারের বইটি হাজীদের মাঝে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দেওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করি। এ বছর ২০২২ সালে আমার সাথে ১২০ জন হাজী ছিল।

তাওহীদের ডাক : আপনি মুহতারাম আমীরে জামা'আতের বহু বছরের সাথী। তাঁর সাথে আপনার উল্লেখযোগ্য কোন স্মৃতি পাঠকের উদ্দেশ্যে বলবেন?

মাওলানা আব্দুল মান্নান : স্মৃতির ঝাঁপি খুললে তো হাজারো স্মৃতি এসে ধরা দেয়। তবে বিশেষ করে প্রথম জীবনের স্মৃতিগুলো খুব নাড়া দেয়। ১৯৮৯ সালে জমঈয়ত ও যুবসংঘের সাথে 'সম্পর্কহীনতা' ঘোষণার পর স্যার যশোরের কেশবপুর প্রোগ্রামে এসেছিলেন। তৎকালীন সাতক্ষীরা যেলা সভাপতি আবু বকর ভাই আমাকে ডেকে বললেন, স্যার আর সালাফী ছাহেব আসবেন। তুমি স্যারকে নিয়ে যাও। তখন আমি ছাত্র। সেদিন আমার মোটরসাইকেলে (রাজ ৬৬১৩) আমীরে জামা'আত ও সালাফী ছাহেবকে নিয়ে সাতক্ষীরা থেকে প্রোগ্রামস্থল কেশবপুরে আসলাম। তখন রাস্তা অনেক খারাপ ছিল। আবার তারা মোট দু'জন মানুষ। আমি কোন রকমে মটরসাইকেলের ট্যাঙ্কির উপর বসে তাদের নিয়ে আসলাম। সেদিন আমার অনেক কষ্ট হলেও তাদের এত কাছাকাছি যেতে পারায় নিজেকে অত্যন্ত সৌভাগ্যবান মনে করেছিলাম। সেই স্মৃতি মনে পড়লে এখনও ভাল লাগা কাজ করে।

অনুরূপভাবে ২০০৯ সালে ঘূর্ণিঝড় আইলায় ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় ত্রাণ বিতরণে আমীরে জামা'আতের সাথে গিয়েছিলাম। আশাশুনি, মুন্সিগঞ্জ, শ্যামনগরের আটুলিয়া প্রভৃতি এলাকায় ত্রাণ বিতরণ শেষে আশাশুনি এসে খাওয়া হ'ল। আমি তখন একেবারে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত অন্য এলাকায় যাওয়ার জন্য আমীরে জামা'আত সদা প্রস্তুত। তিনি আমাকে ডাক দিয়ে বললেন, চলো এখনই যেতে হবে। সেদিন এই পৌঢ় বয়সেও আমীরে জামা'আতের মধ্যে ভরা তারুণ্যের আলোকচ্ছটা দেখেছি। এখনও তাঁর তেজোদীপ্ত ভাষণ, কাজের স্পৃহা এবং ঈর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব আমাকে মুগ্ধ করে।

তাওহীদের ডাক : ১৯৮৯ সালে জমঈয়ত ও যুবসংঘের মাঝে ভাঙ্গন এর কারণ কি? আপনি কি মনে করেন।

মাওলানা আব্দুল মান্নান : যুবসংঘের সাথে জমঈয়তের 'সম্পর্কহীনতা' ঘোষণা খুবই দুঃখজনক বিষয় ছিল। এর পিছনে মূল কারণ ছিল, আমীরে জামা'আতের মাধ্যমে আহলেহাদীছদের মধ্যে সারা দেশে গতিশীল চেতনার যে বিপ্লব হয়েছিল সেটা জমঈয়ত নেতৃবৃন্দ সহ্য করতে পারেননি। এই গতিকে থামিয়ে দিতেই হঠাৎ এই অবিশ্বাস্য সিদ্ধান্ত নিয়ে তারা যুবসংঘ-এর সাথে সম্পর্কহীনতা ঘোষণা করেন। আবার এই বিভাজনকে স্থায়ী করার জন্য তারা শুব্বান নামক নতুন যুব সংগঠনের ঘোষণা দেন। আহলেহাদীছ জামাআতকে বিভক্তকারী এই সিদ্ধান্ত ছিল চরম আত্মঘাতি। ভাবতে অবাক লাগে, ১৯৮৯ সালে রাজশাহীর রাণীবাজার মাদ্রাসা মসজিদে যুবসংঘের যে কেন্দ্রীয় কমিটি হ'ল সেখানে জমঈয়ত সভাপতি ড.আব্দুল বারী স্যার নিজেই স্ব-শরীরে উপস্থিত ছিলেন। আমিও সেই সম্মেলনে গিয়েছিলাম। কিন্তু পরবর্তীতে তাদের কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্ত আরাফাত পত্রিকায় যেটা আমরা দেখেছি তা নিতান্তই বিস্ময়কর ও দুঃখজনক। এই একটা সিদ্ধান্তের কারণে সবকিছু উলট-পালট হয়ে গেল। সেই থেকে তাদের পক্ষ থেকে আদাজল খেয়ে আমীরে জামাআতের বিরুদ্ধে বিষোদগার ছড়ানো এবং আন্দোলন-এর নেতা-কর্মীদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ এখনও অব্যাহত রয়েছে। আল্লাহ আমাদের হেফাযত করুন। আমীন!

তাওহীদের ডাক : বর্তমানে নতুন এক ফিৎনা শুরু হয়েছে- সংগঠন করা যাবে না। এটা আপনি কিভাবে দেখেন?

মাওলানা আব্দুল মান্নান : এটা এক শ্রেণীর মানুষের অদূরদর্শিতা, অপরিপক্কতা ও জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপনে অনীহার বহিঃপ্রকাশ মাত্র। আমি মনে করি ছাহাবীদের যুগ

থেকে চলে আসা আহলেহাদীছদের প্রকৃত আদর্শকে ধ্বংস করার সূক্ষ্ম কৌশলও বটে। তাছাড়া এটি জামা'আতী শক্তিকে নস্যাৎ করার অপকৌশল বৈকি! এই বিভ্রান্তি ও ষড়যন্ত্রকে অবশ্যই সফল হতে দেয়া যাবে না। আমাদেরকে বুক ফুলিয়ে বলতে হবে, আমরা আহলেহাদীছ। আমরা সংগঠন করি, আমরা আন্দোলন করি, আমরা যুবসংঘ করি।

তাওহীদের ডাক : বর্তমানে যুবসমাজ অধঃপতনের অতলতলে হারিয়ে যাচ্ছে। সেসমস্ত যুবকদের সঠিক দ্বীনে ফিরে আসার ব্যাপারে যদি নছীহত করতেন?

মাওলানা আব্দুল মান্নান : পরবর্তী প্রজন্মকে হক্বের উপর টিকিয়ে রাখতে হলে হক্বের দাওয়াত যুবসমাজের মাঝে ব্যাপকহারে ছড়িয়ে দিতে হবে। তাদের বিশুদ্ধ আক্বীদা ও আমলের শিক্ষার বিষয়ে সুদৃষ্টি রাখতে হবে। আর এই কাজটি সাংগঠনিকভাবে এগিয়ে নিলে সহজ হবে। কারণ জামা'আতবদ্ধ জীবন রহমত ও জামা'আতের উপর আল্লাহ্র হাত থাকে *(ছহীহাহ হা/৬৬৭; তিরমিযী হা/২১৬৫)*। এক সময় আমি, আপনি, আমীরে জামা'আত- আমরা কেউ থাকব না। কিন্তু এই আন্দোলন থাকবে, সংগঠন থাকবে। সাথে সাথে তাদেরকে নিয়মিত আমীরে জামা'আতের জুম'আর খুৎবা শুনানো ও সমসাময়িক বইগুলো পড়াতে হবে। তাহ'লে তারা যুগ-জিজ্ঞাসার সমুচিত জবাব পেয়ে যাবে। সাথে সাথে আগামী দিনের পথ চলার খোরাক পাবে ইনশাআল্লাহ।

তাওহীদের ডাক : 'তাওহীদের ডাক' পত্রিকার পাঠকদের উদ্দেশ্যে যদি কিছু বলতেন।

মাওলানা আব্দুল মান্নান : আল-হামদুলিল্লাহ! আমি নিয়মিত তাওহীদের ডাক পত্রিকা পড়ি। পত্রিকা হাতে পেলেই প্রথমে সাক্ষাৎকারটি পড়ি। প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে প্রত্যেকের সংগ্রামী জীবনের স্মৃতিচারণগুলো অনেক ভাল লাগে। যদিও অন্যদের মত আমি সাংগঠনিক জীবনে বাধার সম্মুখীন কখনো হইনি। আর আমার মত নগণ্য ব্যক্তির সাক্ষাৎকার নেওয়ার জন্য এই পত্রিকার সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এই পত্রিকা দ্বি-মাসিক না হয়ে মাসিক হলে আরও ভাল হয়। উত্তরোত্তর তাওহীদের ডাক পত্রিকার কলেবর বৃদ্ধি পাক, গ্রাহক ও পাঠক সংখ্যা আরো বৃদ্ধি হোক- আল্লাহ্র নিকট এই দো'আই করছি।

তাওহীদের ডাক : আপনার মূল্যবান সময় দেওয়ার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

মাওলানা আব্দুল মান্নান : আপনাদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা রইল। জাযাকুমুল্লাহু খায়রান। মহান আল্লাহ আমাদের সকলের কল্যাণ করুন, আমাদের সকলের প্রচেষ্টাকে কবুল করে নিন- আমীন!

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, 'আমি ও ইয়াতীমের অভিভাবক ক্বিয়ামতের দিন দু'আঙ্গুলের ন্যায় পাশাপাশি থাকব' *(বুখারী, মিশকাত হা/৪৯৫২)*।

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

ইয়াতীম ও দুস্থ প্রকল্প

সম্মানিত সুধী!

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর পৃষ্ঠপোষকতায় কেন্দ্রীয় মারকায 'আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী', নওদাপাড়া, রাজশাহী সহ দেশের ১২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তিন শতাধীক ইয়াতীম ও দুস্থ (বালক/বালিকা) প্রতিপালিত হচ্ছে। তাই নিম্নের স্তর সমূহ হ'তে যেকোন একটি স্তরে অংশগ্রহণ করে ইয়াতীম ও দুস্থ প্রতিপালনে নিয়মিত দাতা সদস্য হৌন এবং অসহায়-অনাথ শিশুদের সেবায় এগিয়ে আসুন। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দিন- আমীন!

স্তর সমূহের বিবরণ

স্তরের নাম	মাসিক কিস্তি	বার্ষিক	স্তরের নাম	মাসিক কিস্তি	বার্ষিক
১ম	৩০০০/=	৩৬,০০০/=	৬ষ্ঠ	৪০০/=	৪,৮০০/=
২য়	২৫০০/=	৩০,০০০/=	৭ম	৩০০/=	৩,৬০০/=
৩য়	২০০০/=	২৪,০০০/=	৮ম	২০০/=	২,৪০০/=
৪র্থ	১০০০/=	১২,০০০/=	৯ম	১০০/=	১,২০০/=
৫ম	৫০০/=	৬,০০০/=	১০ম	৫০/=	৬০০/=

অর্থ প্রেরণের মাধ্যম

পথের আলো ফাউণ্ডেশন ইয়াতীম প্রকল্প, **হিসাব নম্বর** ০১৫১২২০০০২৭৬১
আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক, কর্পোরেট শাখা, মতিঝিল, ঢাকা।
বিকাশ, নগদ ও রকেট : ০১৭৪০-৮৭৭৪২৯-৭, ০১৭২২-৬২০৩৪০-৮।
বিকাশ : ০১৭৯৯-৬০৯৮২৯।

বার্ষিক ৩৬,০০০/- টাকা দিয়ে ১জন ইয়াতীমের ভরণ-পোষণে এগিয়ে আসুন!

দেশের যেকোন প্রান্ত থেকে পাইকারী ক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন- ০১৭৮২ ৪৬৪০৯৮

লাইসেন্স নং : রাজশাহী-৫৫১৮

মৌচাক মধু

বি.এস.টি.আই অনুমোদিত

১০০% খাঁটি মৌচাক মধু, কালোজিরা তেল এবং ভাল মানের বিদেশী জয়তুন তেল পাইকারী বিক্রয় করা হয়।

যোগাযোগ

লাইফ এন্টারপ্রাইজ
শালবাগান, রাজশাহী।
মোবাইল : ০১৭৮২-৪৬৪০৯৮

প্রত্যাশা এন্টারপ্রাইজ
প্রসাদপুর বাজার, মান্দা, নওগাঁ।
মোবাইল : ০১৭১৪-৯২৯৯৭৭

দেশের প্রতিটি যেলা, উপযেলা ও বিভাগীয় শহরে ডিলারশীপ দেওয়া হচ্ছে

মুসলিম সমাজে প্রচলিত হিন্দুয়ানী প্রবাদ-প্রবচন

- মুহাম্মাদ আব্দুর রঊফ

(৫ম কিস্তি)

(৪৪) সতী সাধ্বী/সাবিত্রী : সতী সাধ্বী বা সাবিত্রী শব্দ দু'টি বহুল প্রচলিত এবং বাংলা সাহিত্যে প্রভূত প্রয়োগকৃত উপমা। শাব্দিক অর্থে সতী বলতে সচ্চরিত্র কুমারী নারীকে বোঝায়। আবার বহু প্রাচীন হিন্দু ধর্মীয় কুসংস্কার অনুযায়ী যে নারী স্বামীর মৃত্যুর পর স্বামীর জলন্ত চিতায় আত্মাহুতি দেয় তাকেও সতী বলা হ'ত। হিন্দু পুরাণ মতে, সতী ব্রহ্মার পুত্র দক্ষের কন্যা এবং দেবতা শীবের স্ত্রী ছিল। প্রচলিত অর্থে সতী-সাধ্বী অর্থ অত্যন্ত সচ্চরিত্রা কন্যা। যে বিবাহের পূর্বে সতীত্ব রক্ষা করেছে এবং বিবাহের পরে নিজের স্বামী ছাড়া অন্য কোন পুরুষের সংস্পর্শে আসে নি। আমরা সতী সাধ্বী শব্দটি কোন নারীর চরিত্রের বৈশিষ্ট্যরূপে যেমন ব্যবহার করি তেমন ব্যাঙ্গার্থেও প্রয়োগ করে থাকি। অপরদিকে সতী সাবিত্রী বলতে সাবিত্রীর ন্যায় সতী স্ত্রী বোঝানো হয়। হিন্দু পুরাণে সাবিত্রী নামে একজন সাধারণ নারী ও একজন দেবীর উল্লেখ পাওয়া যায়। যিনি ধর্মগ্রন্থ বেদ প্রসব (?) করেন তিনি দেবী সাবিত্রী নামে পরিচিতি। ইনিই ত্রিদেবের অন্যতম ব্রহ্মার স্ত্রীরূপে সরস্বতী, গায়ত্রী, ব্রাহ্মণী ইত্যাদি নামে অভিহিত হন। পুরাণ উপাখ্যান অনুযায়ী মদ্র দেশে অশ্বপতি নামে ধার্মিক এক রাজা ছিলেন। তিনি নিঃসন্তান হওয়ায় সন্তান কামনায় ১৮ বছর দেবী সাবিত্রীর পূজা করেন। অশ্বপতির পূজায় সন্তুষ্ট হয়ে দেবী সাবিত্রী তাকে কন্যা সন্তান হওয়ার বর দিলেন। রাজার স্ত্রী যথাসময়ে সুদর্শনা এক কন্যার জন্ম দিলেন। দেবীর নামানুসারে এই কন্যার নাম সাবিত্রী রাখা হ'ল।

এই কন্যা ধর্ম-কর্ম, শিক্ষা-দীক্ষায় এতটাই উচ্চাসীন ছিলেন যে, কোন রাজকুমার বিবাহের জন্য নিজেদেরকে তার যোগ্য মনে করত না। ফলে সাবিত্রীর বিবাহ হচ্ছিল না। একদিন অশ্বপতি সাবিত্রীকে বললেন, তুমি তোমার বিবাহের জন্য নিজেই বর অনুসন্ধানের জন্য ভ্রমণ করো। সাবিত্রী রাজ্য সচিবদের সাথে ভ্রমণে চলে যায়। অনেক দিন পরে ফিরে এসে পিতাকে জানায়, সত্যবান নামক কোন এক যুবককে সে বিবাহ করবে। সত্যবান শাল্ব দেশের রাজা দ্যুমৎসেনের পুত্র ছিল। বাল্য অবস্থাতেই তার পিতা অন্ধ হয়ে যায়। এই সুযোগে শত্রু রাষ্ট্রের আক্রমণে রাজা দ্যুমৎসেন রাজ্য হারিয়ে স্ত্রী-পুত্রসহ বনে জীবন কাটাচ্ছিলেন। সাবিত্রী যখন তার বিবাহের বিষয়টি স্বীয় পিতার কাছে উপস্থাপন করছিলেন সেই সময় দেবতাদের ঋষি নারদ উপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেন, সত্যবান অত্যন্ত যোগ্য কিন্তু সে এক বছর পরে মারা যাবে। এ কথা শুনে রাজা অশ্বপতি তার কন্যাকে অন্য আরেকটি বর পসন্দ করতে বললেন। কিন্তু সাবিত্রী সত্যবানকেই বিবাহ করতে অনঢ় ছিল। ফলে অশ্বপতি বাধ্য হয়ে রাজ্যহারা বনবাসী রাজকুমার সত্যবানের সাথেই সতীর বিবাহ দিলেন। বিবাহের পর সাবিত্রী স্বামীর মৃত্যুক্ষণ গুনতে থাকে। এক বছর হ'তে তিনদিন অবশিষ্ট থাকতে সাবিত্রী উপবাস থেকে স্বামীর প্রাণ বাঁচাতে প্রস্তুতি গ্রহণ করে। মৃত্যুর দিন সাবিত্রী স্বামীর অনিচ্ছা সত্ত্বেও তার সাথে বনে কাঠ সংগ্রহ করতে যায়। এক পর্যায়ে সত্যবান তীব্র মাথা যন্ত্রণা নিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। অতঃপর মৃত্যু দেবতা যম এসে তার আত্মা নিয়ে যায়। সাবিত্রী যমের পিছন পিছন যেতে থাকে। যাত্রাপথে যম বারংবার তাকে অনুসরণ করতে নিষেধ করে। কিন্তু সাবিত্রী যমকে অনুসরণ করতেই থাকে। এতে যম ও সাবিত্রীর মধ্যে কথোপকথন হ'তে থাকে। যম সাবিত্রীর চমকপ্রদ কথায় সন্তুষ্ট হয়ে স্বামীর জীবন ছাড়া যেকোন বর চয়ণের সুযোগ দেয়। সাবিত্রী চালাকি করে পরপর চারটি বর প্রার্থনা করে। বরগুলো ছিল শ্বশুরের দৃষ্টি শক্তি ও হারানো রাজ্য, সাবিত্রীর পিতার শতপুত্র এবং সত্যবানের ঔরসজাত সাবিত্রীর গর্ভে শতপুত্র। যম সাবিত্রীর কথায় প্রভাবিত হয়ে উক্ত চারটি বর প্রদান করেন এবং পঞ্চম বর প্রার্থনার সুযোগ দেন। এই সুযোগে সাবিত্রী মৃত স্বামীর প্রাণ ফেরত চায়। সে যুক্তি দিয়ে বলে, আপনি আমাকে সত্যবানের ঔরসজাত শত সন্তানের বর দিয়েছেন যা তার জীবন ছাড়া অর্জন সম্ভব নয়। যেহেতু বর ফেরত নেওয়া যায় না সেহেতু যমকে বাধ্য হয়ে সত্যবানের প্রাণ ফেরত দিতে হয়। এভাবেই সাবিত্রী নিজের বিচক্ষণতায় শ্বশুরের রোগমুক্তি ও হারানো রাজ্য উদ্ধার করে এবং নিজের পিতার জন্য শত পুত্র লাভ করে। পরিশেষে স্বামীর প্রতি আনুগত্য ও সতীত্বের বলে যমের হাত থেকে স্বামীর প্রাণ রক্ষা করে![১] এ সমস্ত ঘটনার আলোকেই সতী সাধ্বী বা সাবিত্রী দ্বারা সচ্চরিত্র পুণ্যবান নারী বোঝানো হয়ে থাকে। যা সর্বস্তরের মানুষের মুখে মুখে উদাহরণ হিসাবে প্রচলিত'।[২]

(৪৫) দশচক্রে ভগবান ভূত : এটি একটি সংস্কৃত প্রবাদ। এর শাব্দিক অর্থ দশজন ব্যক্তির ষড়যন্ত্রে ভগবান নামক একজন ব্যক্তিকে জীবিত ভূত হ'তে হয়েছিল। প্রবাদটির মধ্যে কোন আক্বীদাগত বিভ্রান্তি নেই। এ প্রবাদের পিছনের গল্প হ'ল, কোন এক দেশে ভগবান নামে একজন পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি অত্যন্ত জ্ঞানী হওয়ায় সর্বদা রাজার আনুকুল্য পেতেন। এতে অন্যান্য সভাসদগণ ভগবানকে হিংসা করত। একদিন সকলে চক্রান্ত করে রাজদরবারের দ্বাররক্ষীকে বলে রাজার আদেশ রয়েছে যে, ভগবানকে

---

১. *মহাভারত, বঙ্গানুবাদ : রাজশেখর বসু, (কলকাতা এম. সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ, ১৩তম মুদ্রণ : বাংলা ১৪১৮ সন), বনপর্ব, পৃ. ২৫২-২৫৮।*

২. *ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ, অনুবাদ : শ্রী সুবোধচন্দ্র মজুমদার, (কলকাতা দেব সাহিত্য কুটীর, পুনর্মুদ্রণ ১৩৬০ বঙ্গাব্দ) প্রকৃতি খণ্ড, ১৩তম অধ্যায়, পৃ. ১৪৫-১৫৪।*

কোনক্রমে দরবারে প্রবেশ করতে দেওয়া যাবে না। দ্বাররক্ষী আদেশ পেয়ে ভগবানকে দরবারে প্রবেশ করতে বাধা দেয়। রাজা ভগবানের অনুপস্থিতি জিজ্ঞাসা করলে তারা বলেন ভগবানের মৃত্যু হয়েছে। এতে রাজা ব্যথিত হ'লেন। কিছুদিন পর রাজা নগর ভ্রমণে বের হ'লেন। এ খবর পেয়ে ভগবান রাজার সাক্ষাতের জন্য গেল কিন্তু রাজার অনুচর ও জনতার ঢল অতিক্রম করতে পারছিল না। তখন সে এক গাছে উঠে চিৎকার করে বলতে থাকে, হে মহারাজ! আমি সেই ভগবান পণ্ডিত। রাজা ভগবানের চিৎকার শুনে সেদিকে তাকানো মাত্র রাজার মন্ত্রীরা বলে, ভগবান মারা গিয়ে ভূত হয়ে এসেছে। অতএব আপনি দ্রুত এই রাস্তা ত্যাগ করুন। রাজা মন্ত্রীদের কথা শুনে সেখান থেকে চলে গেলেন। সেদিন ভগবান দুঃখ করে বলেছিলেন, কেবল রাজ সেবা করলেই ফল পাওয়া যায় না বরং রাজ চক্রের সেবাও করতে হয়। আহ! আজ দশচক্রে পড়ে ভগবানকে ভূত হ'তে হ'ল।[৩] মূলত এ ঘটনার ভিত্তিতেই প্রবাদটির উৎপত্তি ঘটে। এ প্রবাদের অর্ন্তর্নিহিত অর্থ হ'ল, দশজন কারো বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করলে সে ব্যক্তি যেমনই হৌক না কেন তাকে নানারূপ নির্যাতন ভোগ করতে হয়।[৪] প্রবাদটির মধ্যে কোন আক্বীদাগত সমস্যা বা ধর্মীয় অসঙ্গতি না থাকলেও এটি যেন বর্তমান সমাজের বাস্তব প্রতিচ্ছবি।

(৪৬) মান্ধাতার আমল : আমরা অতি প্রাচীনকালের কথা বোঝাতে মান্ধাতার আমল প্রবাদটি প্রায়শই ব্যবহার করে থাকি। মান্ধাতা অতি প্রাচীন পৌরাণিক কাহিনীর একজন চরিত্র। তার জন্ম বিবরণ নিয়ে অদ্ভুত কাহিনী রয়েছে। সেটা হ'ল, সূর্য বংশীয় প্রাচীন রাজা যুবনাশ্বের কোন পুত্র সন্তান ছিল না। তিনি দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয়ে ঋষিদের গৃহে বসবাস করছিলেন। পরবর্তীতে একদিন ঋষিদের সহায়তায় যুবনাশ্ব পুত্র প্রাপ্তির জন্য যজ্ঞ আরম্ভ করেন। অতঃপর সেদিন গভীর রাত্রে পিপাসার্ত হয়ে যুবনাশ্ব যজ্ঞ বেদীতে রাখা মন্ত্রপূত পানি পান করে নিজেই গর্ভবতী হয়ে যান (?)। যুবনাশ্বের গর্ভে মান্ধাতার জন্ম হয়! মান্ধাতার বিশাল সাম্রাজ্য ছিল। বলা হয়ে থাকে সূর্যের উদয়-অস্তব্যাপী বিস্তৃত ছিল মান্ধাতার রাজ্য'।[৫] রামায়ণে বর্ণিত আছে যে, রাজ্য বিস্তারের জের ধরে মান্ধাতার সাথে রাক্ষস রাবণের যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে কেউ পরাস্ত না হওয়ায় ঋষি পুলস্ত ও গালব দু'জনের মধ্যে সখ্যতা স্থাপন করে দেন'।[৬] এ সমস্ত পৌরাণিক বর্ণনার উপর ভিত্তি করে পুরনো কোন ঘটনা বা বিষয়ের অবতারণা প্রসঙ্গে মান্ধাতার আমল কথাটি উল্লেখ করা হয়।

(৪৭) অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট : চৈত্র মাসের শেষ দিন শিবের পূঁজা উৎসবকে গাজন বলা হয়। গাজনের সময় ভক্ত-সন্ন্যাসীরা তিন থেকে পনেরো দিন পর্যন্ত উপবাস করে থাকে। গাজন উৎসব অঞ্চল ভেদে ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। উৎসবগুলোর মধ্যে সার্কাস জাতীয় বিভিন্ন খেলা যেমন- আগুনের উপর দিয়ে হাঁটা, জিহ্বায় শলা ফোঁড়া, পিঠের শিরদাঁড়ায় বড়শি বিঁধানো অন্যতম। এ অনুষ্ঠানে সাধু-সন্ন্যাসীদের সংখ্যা যত বাড়ে দ্বন্দ্ব-কলহের সাথে নিজেকে শ্রেষ্ঠ হিসাবে উপস্থাপনের প্রতিযোগিতা ততই বৃদ্ধি পায়। এতে গাজনের উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়। তদ্রূপ একটি কাজে একাধিক লোক হাত লাগালে নিজেদের মধ্যে অন্তকলহে কাজটি পণ্ড হয়ে যায়। সেজন্য অনেক মানুষ থাকা সত্ত্বেও একটি সাধারণ কাজ যখন সুশৃঙ্খলভাবে সম্পন্ন হয় না তখন সে পরিস্থিতিকে সজ্ঞায়িত করতে হিন্দুয়ানী সংস্কৃতি অনুসারে অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট প্রবাদটি ব্যবহার করা হয়'।[৭]

(৪৮) ঠুঁটো জগন্নাথ : বাংলা অভিধানে ঠুঁটো জগন্নাথ শব্দের অর্থ দেওয়া হয়েছে শক্তি থাকা সত্ত্বেও কোন কাজ করতে অক্ষম এমন'।[৮] ঠুঁটো শব্দের অর্থ হাতবিহীন। আর জগন্নাথ বলতে জগতের পালনকর্তা তথা দেবতা নারায়ণ বা বিষ্ণুকে বোঝানো হয়। তবে জগন্নাথ নামে এক দেবতার পূঁজা বাংলাদেশ-ভারতে ধুমধামের সাথে পালন করা হয়। ভারতের উড়িষ্যার পুরীতে দেবতা জগন্নাথের মন্দির রয়েছে। জগন্নাথ নামে একজন দেবতা ও বাংলায় তাঁর নামে প্রবাদ চালু হওয়ার পিছনে লম্বা কাহিনী প্রচলিত আছে। মহাভারতের মহা বিধ্বংসী যুদ্ধের পর বিষ্ণুর অবতার শ্রীকৃষ্ণের সমৃদ্ধ যাদব বংশ ধ্বংস হয়ে যায়। কৃষ্ণ তখন তাঁর নগরী দ্বারকা ছেড়ে বনে গাছের নীচে শুয়ে থাকে। এ সময় জরা নামে এক শিকারী হরিণ ভেবে কৃষ্ণকে লক্ষ্য করে তীর নিক্ষেপ করে। সেই তীরের আঘাতে কৃষ্ণের মৃত্যু ঘটে। কৃষ্ণের মৃত দেহ সেখানেই পড়ে থাকে। পরে কোন একজন সেই দেহাস্থি সংগ্রহ করে রাখে। পরবর্তীতে সেই দেহাস্থি মালব দেশের রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের হস্তগত হয়। তিনি সেই অস্থির সমন্বয়ে মূর্তি স্থাপনের জন্য দেবতাদের শিল্পী বিশ্বকর্মাকে আমন্ত্রণ জানান। বিশ্বকর্মা মূর্তি বানাতে সম্মত হন। কিন্তু শর্ত জুড়ে দেন যে, মূর্তি বানানো শেষ না হওয়া পর্যন্ত কক্ষের দরজা বন্ধ থাকবে। কেউ যদি কাজ সমাপ্ত হওয়ার আগে সেটা দেখতে যায় তাহ'লে তিনি কাজ ছেড়ে চলে যাবেন। বিশ্বকর্মা দরজা বন্ধ করে মূর্তি বানানো শুরু করলেন। উল্লেখ্য যে, মূর্তি কাঠ খোদাই করে বানানো হচ্ছিল। পনের দিন অতিবাহিত হওয়ার পরও কাজ অসমাপ্ত থেকে যায়। আবার ঘর থেকে খোদাই করারও কোন শব্দ আসছিল না। ফলে রাজা কৌতুহলী হয়ে দরজা খুলে ফেলেন। ফলে বিশ্বকর্মা মূর্তি খোদাই অসম্পূর্ণ রেখে চলে যান। দেখা গেল তখনও মূর্তির হাত পা নির্মাণ হয়নি। অগত্যা মূর্তি সে অবস্থাতেই থাকল। পরবর্তীতে ব্রহ্মার আদেশে হাত-পা বিহীন মূর্তির নামকরণ করা হয় জগন্নাথ এবং এই ঠুঁটো মূর্তির পূঁজা শুরু করা হয়'।[৯]

---

৩. *সরল বাঙ্গালা অভিধান, সুবল চন্দ্র মিত্র, অষ্টম সংস্করণ : জুলাই ১৯৮৪, পৃ. ১৫০৭।*
৪. *প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৫৬।*
৫. *বিষ্ণু পুরাণ, অনুবাদ : শ্রীরামসেবক বিদ্যারত্ন, ষষ্ঠ খণ্ড, চতুর্থ অংশ, পৃ. ৪১০-৪২১।*
৬. *রামায়ণ, রাজশেখর বসু, ১৩তম মুদ্রণ : বাংলা ১৪১৮ সন, উত্তরকাণ্ড, পৃ. ৪১১।*
৭. *প্রবাদের উৎস সন্ধান, সমর পাল, ৩য় প্রকাশ-২০১৬, পৃ. ২৮-২৯।*
৮. *আধুনিক বাংলা অভিধান, বাংলা একাডেমি, পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ : এপ্রিল ২০১৬, পৃ. ৫৬১।*
৯. *সরল বাঙ্গালা অভিধান, সুবল চন্দ্র মিত্র, পৃ. ৫৬৬।*

এই ঘটনার আলোকেই শক্তিমান বলে বিবেচিত অলস, অকর্মন্য, প্রচেষ্টাহীন ব্যক্তিকে বিশেষায়িত করতে এই প্রবাদ ব্যবহৃত হয়।

(৪৯) রথ দেখা ও কলা বেচা : এই প্রবাদটির সাথে ইসলামী আক্বীদার সংঘর্ষ না থাকলেও এর উৎসস্থল হিন্দু ধর্মীয় সংস্কৃতি। দেবতা জগন্নাথ, কৃষ্ণের সৎভাই বলরাম ও বোন সুভদ্রার সাথে পূজিত হন। প্রতি বছর আষাঢ় মাসে জগন্নাথের রথযাত্রা উৎসব আয়োজন করা হয়। জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার মূর্তি একটি রথযানে স্থাপন করে দঁড়ি দিয়ে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়। ধারণা করা হয় রথের দঁড়ি টানা পুণ্যের কাজ। এ সময় জগন্নাথ ভক্তরা কলা, পান, চিনি ইত্যাদি বস্তু ভাগবানকে নিবেদন করতে থাকে। সেজন্য রথ যাত্রায় রাস্তার দু'পাশে কলা, পান ও চিনি বিক্রির মেলা বসে। এই মেলায় আগত দোকানীদের রথযাত্রা দেখাও হয় আবার কলার ব্যবসাও রমরমা হয়। এ কারণে যদি কেউ একই সঙ্গে দু'দিক থেকে লাভবান হয় তখন রথ দেখা ও কলা বেচা অথবা মেলা দেখা ও কলাবেচা প্রবাদ ব্যবহার করা হয়'।[১০]

(৫০) মধ্যযুগীয় বর্বরতা : দীর্ঘদিন থেকে ব্যবহৃত মধ্যযুগীয় বর্বরতা শব্দটি একটি প্রবচন। শাব্দিক অর্থে মধ্যযুগে কৃত পৈশাচিক আচরণকে বোঝানো হয়। কারো উপরে মাত্রাতিরিক্ত অন্যায়-অবিচার কিংবা নির্যাতন করা হ'লে উক্ত প্রবচনের প্রয়োগ করা হয়। ঐতিহাসিক ও অভিধান বিদগণের মধ্যে এ যুগের সময়কাল নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে। ইউরোপীয় ইতিহাসে রোম সাম্রাজ্যের পতন থেকে কনস্টান্টিনোপল সাম্রাজ্যের পতন পর্যন্ত (৫০০-১৪৫৩ খ্রি.) সময়কালকে মধ্যযুগ বোঝানো হয়'।[১১] কেউ চতুর্থ থেকে চতুর্দশ শতাব্দী আবার কেউ পঞ্চম থেকে পঞ্চদশ শতাব্দীকে মধ্যযুগ বলেছেন। ভারতীয় ইতিহাসে ১১শ' থেকে ১৭শ' শতাব্দীকে মধ্যযুগ বলা হয়েছে। তাদের মতে এই যুগের ধারাবাহিক ইতিহাস থাকলেও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারাদি না হওয়ায় মানুষের জীবনযাত্রার বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়নি।[১২] ভারতভূমির ইতিহাসে এই যুগে বৈজ্ঞানিক বিপ্লবহীনতার যে তথ্য দেওয়া হয়েছে তা আদৌ ঠিক কি-না সেটা খতিয়ে দেখার বিষয়। কিন্তু সে সময় শিক্ষা-সংস্কৃতি ও বিজ্ঞানের যে বিপ্লব সাধিত হয়েছে তা ইতিহাস থেকে ভুরি ভুরি প্রমাণ উপস্থাপন সম্ভব। এক্ষণে মধ্যযুগের সময়কাল থেকে একটা বিষয় স্পষ্ট যে, এই সময়ে স্বয়ং বিশ্বমানবতার নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর আবির্ভাব ও তিরোধান ঘটে। সুতরাং এখান থেকে বোঝা যায়, মধ্যযুগীয় বর্বরতা বলতে ইসলামের উৎকর্ষতাকে টার্গেট করা হয়েছে। কেননা এই সময়ে রোমানদের পতন ঘটে। সেজন্য রোমান সাম্রাজ্যের বর্বরতার গ্লানি ইসলামের উৎকর্ষতার উপয় চাপিয়ে দেওয়ার জন্য এই প্রবচন ব্যবহার করা হয়। যে যুগে স্বয়ং রাসূল (ছাঃ) জীবিত ছিলেন সে যুগকে অন্ধকার যুগ বা বর্বর যুগ আখ্যায়িত করা কূপমণ্ডুকের কাজ ছাড়া কিছুই নয়। তবে এ কথা অনস্বীকার্য যে, ইসলাম আসার পূর্বে আরব জাতি বর্বর ছিল। কিন্তু ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সমস্ত বর্বরতাকে জীবন্ত দাফন করার মাধ্যমে। এরপরে ইসলামে আর কোন বর্বর যুগ ছিল না। কেননা ইউরোপে ৮ম শতাব্দীতে ইসলাম প্রবেশ করে। তার পূর্বেও ইসলাম ছিল কিন্তু ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করে ৮ম শতকে এবং পতন হয় পঞ্চদশ শতকে।

ভারতে ১১ শতকে ইসলাম আগমন করে বলে ইতিহাসে লেখা হ'লেও রাসূল (ছাঃ)-এর সময় থেকেই ভারতবর্ষে ইসলামের অস্তিত্ব ছিল। অন্ধকার যুগের যে সময়কাল নির্দেশ করা হয়েছে সেই সময়ে সমগ্র বিশ্বে সমাজ, ধর্ম, রাজনীতি, শিক্ষা-সংস্কৃতি এবং বিজ্ঞানসহ সকল ক্ষেত্রে ইসলামেরই জয়জয়কার ছিল। ৬২২ খ্রিষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত মসজিদে নববীর শিক্ষার আলো সমগ্র পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে। ফলশ্রুতিতে ৮৩০ খ্রিষ্টাব্দে বাগদাদে প্রতিষ্ঠিত হয় বায়তুল হিকমাহ বিশ্ববিদ্যালয়, স্পেনের কর্ডোভার বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় ৮ম শতকে, মিশরের বিশ্বখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় আল-আযহার প্রতিষ্ঠিত হয় ৯৭০ খ্রিষ্টাব্দে, বাগদাদের নিজামীয়া মাদ্রাসা ১০৬৫ খ্রিষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠত হয়। যা মূলত বিশ্বের অন্যতম শিক্ষাকেন্দ্র ছিল। এছাড়াও আল-বিরুনী, আল-কিন্দি, জাবের ইবনে হাইয়ান, ইবনে সীনা, ওমর খৈয়ামের মত বিজ্ঞানী, জ্যোর্তিবিদ, গণিতবিদ, রসায়নবিদ ও জীববিজ্ঞানীদের জীবনী ও ঐতিহাসিক কর্ম মওজুদ থাকতে মধ্যযুগ কীভাবে বর্বর হ'তে পারে? যে সময় ইউরোপ অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল সে সময় ইসলামী বিশ্ব অহি-র আলোয় উদ্ভাসিত ছিল। সেজন্য ইউরোপীয়রা তাদের ছাপাখানা আবিষ্কার তথা শিল্প বিপ্লবের পূর্বের সময়কে অন্ধকার যুগ এবং এর প্রভাবে ইসলামের উৎকর্ষতার পতনকে আধুনিক যুগ নামকরণ করে। দুঃখজনক হ'লেও সত্য যে, ইউরোপীয় প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে মুসলিম ঘরে জন্ম নিয়েও আমাদের কথিত বুদ্ধিজীবী ও সুশীল সমাজ ইসলামকে আক্রমণ করে কথা বলার জন্য ইসলামের উৎকর্ষের সময়কেই মধ্যযুগীর বর্বরতা বলে কটূক্তি করে থাকেন। আর আমরা অনুকরণ প্রিয় জাতি জেনে না জেনে হরহামেশা বাক্যটি ব্যবহার করে যাচ্ছি।

(৫১) অগ্নিপরীক্ষা : অগ্নিপরীক্ষা শব্দটি দ্বারা কঠিন পরীক্ষা বোঝানো হয়। শব্দটির প্রেক্ষাপট নিশ্চিতরূপে জানা না গেলেও উৎসস্থল সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। বাংলা অভিধান অনুযায়ী অগ্নি এবং পরীক্ষা শব্দ দু'টি সংস্কৃত শব্দ হ'তে বাংলায় আগত। অগ্নি বলতে আমারা শুধুমাত্র আগুনকেই বুঝে থাকি। কিন্তু হিন্দু ধর্মালম্বীরা অগ্নি বলতে আগুনের দেবতাকেও বোঝায়। মহাভারত ও ঋগ্বেদে অগ্নির জন্মের ভিন্ন ভিন্ন মত পাওয়া যায়। প্রসিদ্ধ মতানুসারে ঋষি কশ্যপের

১০. *প্রবাদের উৎস সন্ধান, সমর পাল, ৩য় প্রকাশ-২০১৬, পৃ. ১৩৪।*
১১. *আধুনিক বাংলা অভিধান, বাংলা একাডেমি, পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ : এপ্রিল ২০১৬, পৃ. ১০৭৪ ।*
১২. *সংসদ বাঙ্গালা অভিধান, সংকলক : শৈলেন্দ্র বিশ্বাস, প্রকাশক : শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত, পুনর্মুদ্রণ : মে ১৯৭৩, পৃ. ৬৭৯।*

ঔরশে দেবতাদের মাতা অদিতির গর্ভে অগ্নির জন্ম হয়। ব্রহ্মার মানসপুত্র প্রজাপতি দক্ষের কন্যা স্বাহা অগ্নির স্ত্রী। অগ্নি দেবতাকে পূর্ব ও দক্ষিণের মধ্যবর্তী কোণের অধিষ্ঠাতা বলা হয়'।[১৩] মহাভারতে ব্রহ্মা অগ্নিকে পবিত্র বলেছেন। সেজন্য কোন কিছুর শুদ্ধাশুদ্ধ নির্ণয়ের জন্য আগুনে পরীক্ষা করা হয়। পুরাণ মতে, দক্ষ পুত্রী শিবের স্ত্রী সতী এবং মহাভারতে উল্লেখিত কাশি রাজার কন্যা অম্বা স্বেচ্ছায় আগুনে আত্মাহুতি দেয়। রামায়ণে রামের স্ত্রী সীতাকে আগুনে ঝাপ দেওয়ার মাধ্যমে সতীত্বের পরীক্ষা দিতে হয়। উনবিংশ শতকে ব্রিটিশ ভারতে হিন্দু নারীদের স্বামীর চিতায় সহমরণের মত নির্দয় প্রথার বলী হ'তে হ'ত। সুতরাং ধারণা করা যায়, হিন্দু ধর্ম বিশ্বাস অনুযায়ী আগুনকে পবিত্র মানার কারণে এবং রামায়ণের সীতার অগ্নি পরীক্ষাকে কেন্দ্র করেই মূলত উক্ত শব্দ ও ভাবার্থের উদ্ভব ঘটে।

(৫২) অগ্নি কন্যা : অগ্নি বা আগুনের ন্যায় তেজস্বী কন্যাকে অগ্নিকন্যা শব্দ দ্বারা আখ্যায়িত করা হয়। এই শব্দটি সংস্কৃত হ'লেও এর সাথে হিন্দু ধর্মবিশ্বাসের কোন সংযোগ পাওয়া যায় না। তবে ধারণা করা যায় এটি মহাভারতের কেন্দ্রীয় চরিত্র দ্রৌপদীর জন্ম কথন থেকে এসেছে। পাঞ্চাল দেশের রাজা দ্রুপদের কোন পুত্র সন্তান ছিল না। এক যুদ্ধে হস্তিনা পুরের রাজগুরু দ্রোনাচার্যের কাছে দ্রুপদ হেরে যায়। ফলে প্রতিশোধ নিতে দ্রোনাচার্যকে হত্যা করতে পারবে এমন তেজস্বী পুত্র কামনায় যজ্ঞের আয়োজন করে। সেই যজ্ঞের আগুন থেকে দ্রুপদ পুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন এবং কন্যা দ্রৌপদীর জন্ম হয়।[১৪] পরবর্তীতে মহাভারত যুদ্ধে দ্রুপদ পুত্র দ্রোনাচার্যকে হত্যা করে। আর ১৮ দিন ব্যাপী মহাভারত যুদ্ধ শুরুই হয় মূলত হস্তিনাপুরের রাজসভায় দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণকে কেন্দ্র করে। হ'তে পারে এ সমস্ত ঘটনার আলোকে বীরপুরুষ কিংবা নারীর উপমা দেওয়ার জন্য অগ্নিপুরুষ ও অগ্নিকন্যা শব্দের প্রচলন ঘটেছে।

(৫৩) আত্মাহুতি : এটি কোন প্রবাদ নয় বরং একটি সংস্কৃত শব্দ। আত্মাহুতি শব্দের অর্থ মহৎ কাজের উদ্দেশ্যে জীবন উৎসর্গ। এ শব্দের আরো একটি অর্থ পূঁজার উপকরণ।[১৫] আহুতি ও অর্ঘ্য শব্দ দ্বারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে পূঁজার উপকরণ বোঝানো হয়। বৈদিক শাস্ত্র অনুযায়ী দেবতাকে সন্তুষ্ট করার জন্য যজ্ঞের আগুনে যে পূজার সামগ্রী দেওয়া হয় তাই অর্ঘ্য বা আত্মাহুতি। হিন্দু ধর্মগ্রন্থে অভীষ্ট ইচ্ছা পূরণে বিভিন্ন বস্তুর সাথে সাথে শরীরের অঙ্গ পর্যন্ত যজ্ঞের আগুনে আত্মাহুতি দেওয়ার বর্ণনা পাওয়া যায়। সুতরাং অর্ঘ্য ও আত্মাহুতি শব্দদ্বয় হিন্দুয়ানী সংস্কৃতির অংশ বিশেষ। এ সমস্ত শব্দ আমাদের ত্যাগ করা উচিত।

(৫৪) শনির দশা : রাহুর দশা ও শনির দশা প্রবাদটি একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। সৌরজগতের গ্রহগুলোর মধ্যে শনি অন্যতম। হিন্দ ধর্ম বিশ্বাস মতে শনি গ্রহের একজন দেবতা আছে যাকে শনি দেবতা বলা হয়। শনিকে কর্মফল দাতা বলা হয়। মানুষের ভাল-মন্দ কর্মের ফল শনি দেবতা দিয়ে থাকেন। এজন্য শনির দৃষ্টি যার উপর পড়ে তার জীবন সুখময় অথবা দুঃখ ভারাক্রান্ত হয়ে থাকে বলে ধারণা করা হয়। শনির বক্র দৃষ্টির প্রভাবে অনেক মানুষের অমঙ্গল হয়েছে এমন ঘটনা পুরাণ এবং পুথি কাব্যে পাওয়া যায়। শনি গ্রহের এমন প্রভাবের পিছনে দীর্ঘ ঘটনা বিভিন্ন পুরাণে রয়েছে। শনি দেবতা সূর্যের পুত্র। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ মতে, একদা শনি কৃষ্ণ ধ্যানে মত্ত ছিল। এমন সময় তাঁর স্ত্রী সাজ-সজ্জা গ্রহণ করে শনির সঙ্গম প্রার্থনা করে নিজের দিকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করে। কিন্তু শনি তাঁর স্ত্রীর দিকে কোনক্রমেই দৃষ্টিপাত করে না। এতে স্ত্রী ক্ষুব্ধ হয়ে তাকে অভিশাপ দেয় যে, শনি যার দিকে দৃষ্টি দিবে তারই ধ্বংস হবে'।[১৬] সেদিনের পর থেকে শনি কারো দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারে না। যেহেতু শনিকে দণ্ডদাতা বা কর্মফল দাতা হিসাবে মান্য করা হয়, সেজন্য শনির দৃষ্টিপাতকে হিন্দুরা সবাই ভয় করে। এ কারণে কারো দুঃসময় আসলে ধারণা করা হয়, শনি গ্রহ তার উপর দৃষ্টিপাত করেছেন। এটাকে শনির বক্র দৃষ্টির প্রভাব বলা হয়। আর এই প্রভাবই উপমহাদেশে শনির দশা নামে প্রচলিত। যা সম্পূর্ণ কপোলকল্পিত ও ইসলামী আক্বীদা বিরোধী বিষয় ভিন্ন কিছু নয়।

(৫৫) রাহুর দশা : অত্যন্ত দুঃসময় কিংবা খারাপ অবস্থা বোঝাতে রাহুর দশা বাক্য প্রয়োগ করা হয়। এই প্রবাদটি বিধর্মীয় একটি ঘটনা অবলম্বনে সমাজে বিস্তার লাভ করেছে। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মহাভারতের বর্ণনামতে অমৃত প্রাপ্তির আশায় দেবতা ও অসুররা একত্রে কোন এক ক্ষীর সমুদ্র মন্থন করে'।[১৭] অমৃত পাওয়ার পর দেবতা ও অসুরদের মধ্যে অমৃতের বণ্টন নিয়ে বিরোধ হয়। এ সময় দেবতা বিষ্ণু অবতারিত হয়ে মোহিনী নামে নারীরূপ ধারণ করে দেবতা ও অসুরদের স্বীয় সৌন্দর্যের মোহে মোহাচ্ছন্ন করে ফেলে। মোহিনীর মোহে অমৃত বণ্টনের ভার তারা মোহিনীর উপর অর্পণ করে। মোহিনী প্রথমে দেবতাদের অমৃত পান করাতে থাকে। এ সময় রাহু নামে এক অসুর মোহিনীকে সন্দেহ করে দেবতারূপ নিয়ে চন্দ্র ও সূর্য দেবতার মাঝখানে দাঁড়িয়ে অমৃতের কয়েক ফোঁটা পান করে ফেলে। চন্দ্র ও সূর্য দেবতা রাহুকে চিনতে পেরে মোহিনীরূপী বিষ্ণুর কাছে রাহুর পরিচয় বলে দেয়। মোহিনী তখন স্বীয় বিষ্ণুরূপে ফিরে এসে তাঁর সুদর্শন চক্র অস্ত্রের সাহায্যে রাহুকে দ্বিখণ্ডিত করে। যেহেতু রাহু অমৃতের কিছু অংশ পান করে সেজন্য তার মাথা অমর হয়ে যায়। সেই থেকে রাহুর মাথাকে রাহু এবং ধড়কে কেতু

---

১৩. সরল বাঙ্গালা অভিধান, সুবল চন্দ্র মিত্র, পৃ. ১৫
১৪. মহাভারত, বঙ্গানুবাদ : রাজশেখর বসু, পৃ. ৭১-৭২
১৫. আধুনিক বাংলা অভিধান, বাংলা একাডেমি, পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ : এপ্রিল ২০১৬, পৃ. ৯৫ ও ১৭৭।
১৬. ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ, অনুবাদ : শ্রী সুবোধচন্দ্র মজুমদার, (দেব সাহিত্য কুটীর, ২২৫ বি, ঝামাপুকুর লেন, কলকাতা) পুনর্মুদ্রণ ১৩৬০ বঙ্গাব্দ, অষ্টম অধ্যায়, গণেশ খণ্ড, পৃ. ২১৮
১৭. বিস্তারিত : অত্র প্রবন্ধ, ৩য় কিস্তি, মার্চ-এপ্রিল ২০২২

নামকরণ করা হয়েছে। অমরত্ব পাওয়ার কারণে রাহু-কেতুকে সৌরজগতের গ্রহের মর্যাদা দেওয়া হয় বলে হিন্দু ধর্ম ও তাদের জ্যোতিষশাস্ত্রে বর্ণনা পাওয়া যায়’।[১৮] চন্দ্র ও সূর্য রাহুর প্রকৃতরূপ ফাঁস করার কারণে রাহু চন্দ্র ও সূর্যের কক্ষপথে ঘুরতে থাকে। এমনকি রাহু প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য চন্দ্র ও সূর্যকে গ্রাস করে বিধায় চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ হয়ে থাকে বলে হিন্দুরা বিশ্বাস করে’।[১৯] এজন্য অনেকেই চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণকে রাহুগ্রাস নামে আখ্যায়িত করেন। ধারণা করা হয় অন্যান্য গ্রহের তুলনায় মানুষের জীবনে রাহুর প্রভাব অত্যন্ত ভয়ানক। রাহুর প্রভাবে মানুষ নানাবিধ কষ্ট ভোগ করে। এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত হয়ে থাকে (?)। এজন্য মানুষ ভয়ানক কষ্টে পড়লে সেটাকে রাহুর দশা বলা হয়’।[২০]

(৫৬) রুদ্র রূপ : রুদ্র একটি সংস্কৃত শব্দ। যার অর্থ ভীষণ, ভয়ংকর। বাংলা অভিধান অনুযায়ী রুদ্র শব্দের অর্থ শিবের সংহার মূর্তি’।[২১] অর্থাৎ শিবের ভয়ংকর রূপকে রুদ্র রূপ বলা হয়। রুদ্র শব্দের আরেকটি অর্থ হ’ল গর্জনকারী অথবা যারা শিকড় থেকে সমস্যা দূর করেন’।[২২] রুদ্র থেকে রুদ্রমূর্তি শব্দের উৎপত্তি ঘটেছে। রুদ্রমূর্তি শব্দের অর্থ ভীষণ আকৃতিবিশিষ্ট। প্রতিটি অর্থের সারমর্ম হিন্দু দেবতা শিবের বৈশিষ্ট্যকে নির্দেশ করে। যিনি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করার জন্য ভীষণ ভয়ংকর আকৃতি ধারণ করে সমস্যার মূলোৎপাটন করে থাকেন। শিবের এই রূপই রুদ্ররূপ কিংবা রুদ্রমূর্তি। ঋগ্বেদ ও বিষ্ণু পুরাণে রুদ্রের আলোচনা এসেছে। শিবের এগারোটি অবতারের কথা বিভিন্ন পুরাণে বর্ণিত হয়েছে। কোন কোন বর্ণনায় এর বেশীও পাওয়া যায়। এ সমস্ত অবতারের মধ্যে প্রসিদ্ধ রুদ্র অবতার কাল ভৈরব, বীর ভদ্র এবং হনুমান উল্লেখযোগ্য। দক্ষ যজ্ঞ ব্যাপার প্রবাদে আমরা আলোচনা করেছি যে, দক্ষ কন্যা সতী নিজ পিতার মুখে স্বামী শিবের অপমান সহ্য করতে না পেরে আগুনে আত্মাহুতি দেয়। এতে শিব দক্ষের অহংকার চূর্ণ করার জন্য বীর ভদ্র নামক রুদ্ররূপ ধারণ করে। এছাড়াও কথিত আছে যে, ব্রহ্মার কপাল থেকে বালকরূপে রুদ্রের জন্ম হয়। জন্ম মাত্রই সে ভীষণ গর্জন করতে থাকে এবং সমস্ত পৃথিবী ভ্রমণ করে। ব্রহ্মা তাঁর গর্জন থামায়। সূর্যলোকে তাকে অবস্থানের অনুমতি দেওয়া হয়। ইনি একাদশ মূর্তিতে একাদশ রুদ্র নামে খ্যাত’।[২৩] সুতরাং এ আলোচনা থেকে যে বিষয়টি স্পষ্ট হয় তা হ’ল, আমরা ভয়ংকর কিছু বোঝানোর জন্য রুদ্ররূপ, রুদ্রমূর্তি যে শব্দদ্বয় ব্যবহার করি মূলত হিন্দু শাস্ত্রের ভয়ংকর দেবতাকে বোঝায়। অতএব এ সমস্ত শব্দ প্রয়োগ করা হ’তে আমাদের বিরত থাকা ঈমানী দায়িত্ব।

(৫৭) নাড়ী নক্ষত্র : নাড়ী নক্ষত্র প্রবাদ দ্বারা আগাগোড়া সমস্ত খবর, জন্মাবধি সমস্ত বৃত্তান্ত, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয় বোঝানো হয়’।[২৪] এই প্রবাদটি মূলত ভারতীয় হিন্দু শাস্ত্রীয় জ্যোতিবির্দ্যা থেকে এসেছে। পুরাণে বিশিষ্ট ঋষির পুত্র পরাশরকে জ্যোর্তিবিদ হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে, এই পরাশর ঋষি ও হস্তিনাপুরের রাজমাতা সত্যবতীর বিবাহ বর্হিভূত সন্তানই মহাভারত রচয়িতা কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বা বেদব্যাস ছিলেন। যাহোক ভারতীয় জ্যোতিষশাস্ত্রে ২৭ প্রকার নক্ষত্রের ও ৯টি গ্রহের পরিচয় পাওয়া যায়। নক্ষত্রগুলো হ’ল অশ্বিনী, ভরণী, কৃত্তিকা, রোহিণী, মৃগশিয়া, আর্দ্রা, পুনর্বসু, পুষ্যা, অশ্লেষা, মঘা, পূর্বফাল্গুণী, উত্তর ফাল্গুণী, হস্তা, চিত্রা, স্বাতী, বিশাখা, অনুরাধা, জ্যেষ্ঠা, মুলা, পূর্বাষাঢ়া, উত্তর আষাঢ়, শ্রবণা, ধনিষ্ঠা, শতভিষা, পূর্বভাদ্রপদ, উত্তর ভাদ্রপদ ও রেবতী।[২৫] অপরদিকে গ্রহগুলো যথাক্রমে সূর্য, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু ও কেতু। এই নয়টি গ্রহ ও সাতাশটি নক্ষত্রের নিজস্ব শক্তি ও বৈশিষ্ট্য রয়েছে। নক্ষত্রের মিলিত শক্তি যোগ তৈরি করে মানুষের জীবনে প্রভাব বিস্তার করে। গ্রহ-নক্ষত্রের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে ১২টি রাশি চক্রে বিভক্ত করা হয়েছে। ১২টি রাশির ১২টি প্রতীক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতেই নির্দিষ্ট করা হয়েছে। যা বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকার রাশিফল অংশে দেখা যায়। মানুষের জন্ম সময়ের উপর নির্ভর করে নক্ষত্র যোগ বের করা হয়। অতঃপর যে নক্ষত্রের যোগ পাওয়া যায় সে নক্ষত্রের বৈশিষ্ট্য মানুষের জীবনকে প্রভাবিত করবে বলে ধারণা করা হয়। এটিই মূলত রাশিফল। এরই মাধ্যমে মানুষের জীবনের আদ্যোপান্ত জানা যায় বলে নাড়ী নক্ষত্র প্রবাদ দ্বারা ‘আগাগোড়া সমস্ত খবর’ অর্থ প্রকাশ করে। জ্যোতির্বিদদের এ সমস্ত কপোল কল্পিত ব্যাখ্যা সরাসরি ইসলামী আক্বীদার সাথে সাংঘর্ষিক। কারণ গ্রহ-নক্ষত্র মহান আল্লাহ্‌র সৃষ্টি। এসমস্ত সৃষ্ট বস্তু আল্লাহ্‌র হুকুম ছাড়া মানুষকে প্রভাবিত করার ক্ষমতা রাখে না। বরং মানুষকে যে জ্ঞান, বুদ্ধি ও বিবেকের স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে সেটা ব্যবহারের মাধ্যমেই মানুষ ভাল-মন্দ পথ বেছে নেয়। একমাত্র আল্লাহ তা‘আলাই মানুষের জীবনকে নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা রাখেন। নক্ষত্র স্রেফ আকাশের সৌন্দর্য মাত্র।

(৫৮) অরুণ : বাংলা অভিধান অনুযায়ী অরুণ শব্দের অর্থ নবোদিত সূর্য, সন্ধ্যাকালীন সূর্যের আভা’।[২৬] অর্থাৎ সকালের সূর্য প্রকাশ হওয়ার পূর্বে এবং সন্ধ্যা আকাশে যে সূর্য কিরণ

---

১৮. *মহাভারত, বঙ্গানুবাদ : রাজশেখর বসু, পৃ. ১৫; শ্রীমদ্ভাগবত, বঙ্গানুবাদ সম্পাদনা : শ্রীযুক্ত তারাকান্ত কাব্যতীর্থ ভট্টাচর্য, (পি.এম. বাকিচ এণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড) কলিকাতা, গোহাটী, ৯ম সংস্করণ, বাংলা ১৩৮৩ সন, পৃ. ৪৮৯-৯০।*

১৯. *Madan Gopal, India Through The Ages, Publication Division, Ministry of Information and Broadcasting, Govt. of India, March 1990, page-125*

২০. *সরল বাঙ্গালা অভিধান, সুবল চন্দ্র মিত্র, পৃ. ১৬১০।*

২১. *আধুনিক বাংলা অভিধান, বাংলা একাডেমি, পৃ. ১১৮৪।*

২২. *https://bn.wikipedia.org › wiki › রুদ্র*

২৩. *সরল বাঙ্গালা অভিধান, সুবল চন্দ্র মিত্র, পৃ. ১১৭৬।*

২৪. *প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫৬।*

২৫. *প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩৭।*

২৬. *আধুনিক বাংলা অভিধান, বাংলা একাডেমি, পৃ. ৯৪*

দেখা যায়, তাকেই অরুণ বলা হয়। তবে পুরাণে অরুণের ব্যতিক্রম পরিচয় পাওয়া যায়। অরুণ ঋষি কশ্যপ ও বিনতার সন্তান। অরুণ বিনতার গর্ভে নয় বরং ডিমের মধ্যে ছিল! জন্ম নিতে দেরী হওয়ায় ডিম ফোঁটার পূর্বেই বিনতা ডিম ভেঙ্গে ফেলে। তাতে অরুণ জানুহীন অপূর্ণাঙ্গভাবে জন্মগ্রহণ করে।[২৭] পরবর্তীতে সূর্য দেবতা তাকে রথের সারথি হিসাবে গ্রহণ করেন। যেহেতু ধারণা করা হয় সূর্য প্রতিদিন রথে আরোহন করে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে, সেজন্য রথ সারথি হিসাবে সকালে সূর্যের পূর্বে অরুণকে দেখা যায়। এমনকি সূর্য ডোবার সময়ও অরুণ আভা ফুঁটে উঠে। সম্ভবপর এখান থেকেই সূর্য সারথি প্রবাদটির উৎপত্তি ঘটেছে। সূর্যের সারথি অরুণ যেমন প্রথম কিরণের মাধ্যমে পৃথিবীকে আলোকিত করে। তদ্রূপ কোন ব্যক্তি সমাজ সংস্কারে অবদান রাখলে তাকে উপমায়িত করতে সূর্য সারথি শব্দ ব্যবহার করা হয়। যা ইসলামের সাথে পরিপূর্ণভাবে সাংঘর্ষিক এবং হিন্দু ধর্ম বিশ্বাসের সাথে সম্পর্কযুক্ত।

(৫৯) গৌরচন্দ্রিকা : বৈষ্ণব দর্শনের নবীনতম প্রবক্তা শ্রীচৈতন্য দেব। তাঁর অপর নাম গৌরাঙ্গ বা গৌরচন্দ্র। তিনি ১৮ই ফেব্রুয়ারী ১৪৮৬ সালে পশ্চিমবঙ্গের নদীয়ায় জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৪ই জুন ১৫০৪ সালে মৃত্যুবরণ করেন। তাকে কৃষ্ণের অবতার মনে করা হ'ত'।[২৮] তিনি মূলত সকল জাত ভেদাভেদ ভুলে কৃষ্ণের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য সমাজের মানুষকে আহ্বান করতেন। বৈষ্ণবদের অনুষ্ঠানের শুরুতেই শ্রীচৈতন্যের বন্দনা করা হ'ত। সেই থেকে গৌরচন্দ্রিকার অর্থ ভূমিকা নেওয়া হয়েছে। এখান থেকে সুস্পষ্ট বোঝা যায় যে, চমকপ্রদ শব্দের আড়ালে কিভাবে বাংলার মুসলিম সমাজে হিন্দুয়ানী সংস্কৃতির বিষবাষ্প ঢুকে গেছে। *[ক্রমশঃ]*

[লেখক : কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ এবং এম.ফিল গবেষক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।]

২৭. *সরল বাঙ্গালা অভিধান, সুবল চন্দ্র মিত্র, পৃ. ১৩৯*
২৮. *https://bn.wikipedia.org › wiki › গৌরচন্দ্রিকা*

দারুস সুন্নাহ বুক শপ

স্বত্বাধিকারী : মুহাম্মদ রেযাউল করীম

এখানে তাফসীর ও হাদীছ সহ পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে লিখিত সকল প্রকার ইসলামী বই-পুস্তক পাইকারী ও খুচরা বিক্রয় করা হয়। এছাড়া দেশী-বিদেশী আতর, টুপি, মুছাল্লা (জায়নামায), খেজুর, মিসওয়াক এবং মহিলাদের হাত মোযা, পা মোযা ও হিজাবসহ অন্যান্য পণ্য-সামগ্রী পাওয়া যায়।

Darussunnahlibraryrangpur
rejaul09islam@gmail.com
০১৭৪০-৪৯০১৯৯, ০১৮৪০-৮১১৩৪৪

বি:দ্রঃ কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে যত্ন সহকারে বই ও অন্যান্য পণ্য-সামগ্রী পাঠানো হয়।

আল-মানার ভবন (নীচতলা), সেন্ট্রাল রোড কেন্দ্রীয় আহলেহাদীছ জামে মসজিদ সংলগ্ন, রংপুর

ATAB MEMBER
Biman BANGLADESH AIRLINES

ক্বাযী হারুণ ট্রাভেলস

(ট্রাভেল এজেন্সী নিবন্ধন সনদ নং ০০১৩৫৯৬, ATAB রেজিঃ নং ১৭১৪২)

আসসালা-মু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহ

সম্মানিত হজ্জ ও ওমরাহ গমনেচ্ছু ভাই ও বোনেরা! ক্বাযী হারুণ ট্রাভেলস (সাবেক ক্বাযী হজ্জ কাফেলা) বিগত কয়েক বছর যাবৎ রাসূল (ছাঃ)-এর শেখানো পদ্ধতি মোতাবেক পবিত্র হজ্জ ও ওমরাহ পালনকারীদের খিদমত করে আসছে। আগামী বছরগুলিতেও এ ট্রাভেলস আপনাদের খিদমতে নিয়োজিত থাকবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের সকলকে বিশুদ্ধ নিয়তে ও সুন্নাতসম্মত পদ্ধতিতে হজ্জব্রত পালনের তাওফীক দান করুন-আমীন!

আমাদের বৈশিষ্ট্য সমূহ :

- পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ মোতাবেক হজ্জ ও ওমরাহ্র সকল কার্যাবলী সম্পন্ন করার সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা।
- একাধিক প্যাকেজ মোতাবেক উভয় হারামের সম্ভবপর নিকটবর্তী স্থানে আবাসনের ব্যবস্থা।
- দেশী বাবুর্চী দ্বারা রান্না করা খাবারের ব্যবস্থা।
- ঢাকা বিমানবন্দর হ'তে শুরু করে ফেরত আসা পর্যন্ত সার্বক্ষণিক গাইডের ব্যবস্থা।
- হজ্জ ও ওমরাহ্র যাবতীয় কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সমাধা করার জন্য নিয়মিত তা'লীমের ব্যবস্থা।

বি: দ্রঃ

- **সব সময় হজ্জের প্রাক-নিবন্ধন চালু আছে।**
- **প্রতিমাসে ওমরাহ্র প্যাকেজ চালু থাকবে (যাত্রী হওয়া সাপেক্ষে)। সেক্ষেত্রে কমপক্ষে ২ (দুই) মাস আগে যোগাযোগ করতে হবে।**

ঢাকা অফিস : ক্বাযী হারুণ ট্রাভেলস, আল-আমীন কমপ্লেক্স, ২৬২, ফকিরের পুল (৪র্থ তলা, স্যুট নং ৪০৩), মতিঝিল, ঢাকা- ১০০০। মোবাইল নং ০১৭১১-৭৮৮২৩৫, ০১৭১৩-৩৮০২৩৩। ই-মেইল : quaziharuntravels@gmail.com

রাজশাহী যোগাযোগ : ক্বাযী হারুণুর রশীদ, তুহিন বস্ত্রালয়, ইসলামিক কমপ্লেক্স মার্কেট, নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী। মোবাইল : ০১৭১১-৭৮৮২৩৫।

অধিকাংশ সমাচার

-লিলবর আল-বারাদী

(৪র্থ কিস্তি)

খ. অধিকাংশ নারী :

জাহান্নামী ব্যক্তিরা দুনিয়া ও আখিরাতের উভয় জগতে সবচেয়ে বেশী লাঞ্ছিত হবে। যদিও তারা দুনিয়াতে নিজেদেরকে মহা সম্মানিত মনে করে। তবে আফসোসের বিষয় হ'ল জাহান্নামের অধিকাংশ অধিবাসী হবে নারী। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, غَيْرَ أَنَّ أَصْحَابَ النَّارِ قَدْ أُمِرَ بِهِمْ إِلَى النَّارِ ، وَقُمْتُ عَلَى بَابِ النَّارِ فَإِذَا عَامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا النِّسَاءُ ‘জাহান্নামীদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপের জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আর জাহান্নামের দরজায় দাঁড়িয়ে দেখলাম, তাতে যারা প্রবেশ করছে তাদের অধিকাংশই নারী’।[১] অন্যত্র তিনি বলেন,‘ وَاطَّلَعْتُ فِي النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ জাহান্নামে উঁকি মেরে দেখলাম যে, এর অধিকাংশই হ'ল নারী’।[২]

স্বামীর অবাধ্যতা ও ভাল ব্যবহার অস্বীকার করা হ'ল কুফরী। বিবাহের পর স্বামীই তার স্ত্রীর মূল অভিভাবক। অতএব স্বামীর ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ করা জায়েয হবে না। আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, একদা রাসূললুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে দীর্ঘ রুকু, ক্বিয়াম ও সিজদাসহ সূর্যগ্রহণের ছালাত আদায় করি এবং ছালাত শেষে লোকেরা জিজ্ঞেস করলেন, ‘হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা দেখলাম, আপনি নিজের জায়গা হ'তে কি যেন ধরছেন, আবার দেখলাম, আপনি যেন পিছনে সরে এলেন। জওয়াবে তিনি বলেন, إِنِّي رَأَيْتُ الْجَنَّةَ فَتَنَاوَلْتُ عُنْقُودًا، وَلَوْ أَصَبْتُهُ لأَكَلْتُمْ مِنْهُ مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا، وَأُرِيتُ النَّارَ فَلَمْ أَرَ مَنْظَرًا كَالْيَوْمِ قَطُّ أَفْظَعَ وَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ. ‘আমি জান্নাত দেখেছিলাম এবং এক গুচ্ছ আঙ্গুরের প্রতি হাত বাড়িয়েছিলাম। আমি তা পেয়ে গেলে দুনিয়াতে থাকা পর্যন্ত অবশ্যই তোমরা তা খেতে পারতে। অতঃপর আমাকে জাহান্নাম দেখানো হয়, আমি আজকের মত ভয়াবহ দৃশ্য কখনো দেখিনি। সেখানে দেখলাম, জাহান্নামের অধিকাংশ বাসিন্দা নারী’। লোকেরা জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহ্র রাসূল! কী কারণে অধিকাংশ নারী? তিনি বলেন, بِكُفْرِهِنَّ. ‘তাদের কুফরীর কারণে’। জিজ্ঞেস করা হ'ল, তারা কি আল্লাহ্র সাথে কুফরী করে? তিনি বলেন, يَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ وَيَكْفُرْنَ الإِحْسَانَ، لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ كُلَّهُ، ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ. ‘তারা স্বামীর অবাধ্য হয়ে থাকে এবং ইহসান অস্বীকার করে। তুমি যদি তাদের কারু প্রতি সারা জীবন সদাচারণ করো, অতঃপর সে তোমা হ'তে সামান্য ত্রুটি পায়, তাহ'লে বলে ফেলে, তোমার কাছে থেকে কখনো ভাল ব্যবহার পেলাম না’।[৩] আর স্বামীর সাথে কুফরী করা স্ত্রীরা জাহান্নামী হবে। অন্যত্র এসেছে, রাসূল (ছাঃ) জনৈকা মহিলাকে বলেন, فَانْظُرِى أَيْنَ أَنْتِ مِنْهُ فَإِنَّمَا هُوَ جَنَّتُكِ وَنَارُكِ. ‘লক্ষ্য রেখো, তোমার স্বামীই তোমার জান্নাত ও জাহান্নাম’।[৪] স্বামীর নিকটে অকারণে তালাক্ব কামনাকারিনী স্ত্রী জান্নাতে যাবে না। হযরত ছাওবান (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ইরশাদ করেন, أَيُّمَا امْرَأَةٍ اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ لَمْ تَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ ‘যে মহিলা তার স্বামীর কাছে অকারণে তালাক্ব কামনা করে, সে জান্নাতের সুঘ্রাণও পাবে না’।[৫]

স্বামীকে কষ্ট দিলে জান্নাতের হূররা সেই স্ত্রীর প্রতি ভর্ৎসনা করে থাকে। মু'আয ইবনু জাবাল (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لاَ تُؤْذِى امْرَأَةٌ زَوْجَهَا فِى الدُّنْيَا إِلاَّ قَالَتْ زَوْجَتُهُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ لاَ تُؤْذِيهِ قَاتَلَكِ اللَّهُ فَإِنَّمَا هُوَ عِنْدَكِ دَخِيلٌ يُوشِكُ أَنْ يُفَارِقَكِ إِلَيْنَا. ‘পৃথিবীতে কোন স্ত্রীলোক যখনই তার স্বামীকে কষ্ট দেয় তখনই (জান্নাতের) বিস্তৃত চক্ষুবিশিষ্ট হূরদের মধ্যে তার (ভাবী) স্ত্রী বলে, হে অভাগিণী! তাকে কষ্ট দিও না। তোমাকে আল্লাহ তা'আলা যেন ধ্বংস করে দেন! তোমার নিকট তো তিনি কিছু সময়ের মেহমান মাত্র। শীঘ্রই তোমার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তিনি আমাদের নিকট চলে আসবেন’।[৬]

গ. অন্যের সম্পদ আত্মসাৎকারী ও হারাম খাদ্য ভক্ষণকারী :

আত্মসাৎ একটি গর্হিত কাজ। সাধারণ চুরির চেয়ে সম্পদ আত্মসাৎ অধিক গুণাহের কাজ। এ পাপের কারণে বান্দা চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবে। আর মুমিন বান্দা ছাড়া এমন গর্হিত কাজ থেকে অন্য কেহ বিরত থাকে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا

---

১. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫২৩৩।*

২. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫২৩৪।*

৩. *বুখারী হা/১০৫২; মুসলিম হা/৯০৭; মিশকাত হা/১৪৮২; নাসাঈ হা/১৪৯৩; আহমাদ হা/১৭১১, ৩৩৭৪; ইবনে হিব্বান হা/১৩৭৭।*

৪. *আহমাদ হা/১৯০২৫; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৬১২।*

৫. *তিরমিযী হা/১১৮৬; ছহীহ হাদীছ।*

৬. *তিরমিযী হা/১১৭৪; মিশকাত হা/৩২৫৮; আহমাদ হা/২২১৫৪; ছহীহুল জামি' হা/৭১৯২।*

www.tawheederdak.com

اَلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ 'আর শরীকদের অনেকেই একে অন্যের উপর সীমালঙ্ঘন (সম্পদ আত্মসাৎ) করে থাকে। তবে কেবল তারাই এরূপ করে না যারা ঈমান আনে এবং নেক আমল করে। আর এরা সংখ্যায় খুবই কম' *(ছোয়াদ ৩৮/২৪)*। পেশাদার যেনাকারী ও মাল আত্মসাৎকারীর ইবাদত ও দো'আ কিছুই কবুল হয় না। রাসূল (ছাঃ) বলেন, تُفْتَحُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ نِصْفَ اللَّيْلِ فَيُنَادِي مُنَادٍ: هَلْ مِنْ دَاعٍ فَيُسْتَجَابَ لَهُ؟ هَلْ مِنْ سَائِلٍ فَيُعْطَى؟ هَلْ مِنْ مَكْرُوبٍ فَيُفَرَّجَ عَنْهُ؟ فَلَا يَبْقَى مُسْلِمٌ يَدْعُو بِدَعْوَةٍ إِلَّا اسْتَجَابَ اللهُ لَهُ إِلَّا زَانِيَةٌ تَسْعَى بِفَرْجِهَا أَوْ عَشَّارٌ 'মধ্যরাত্রিতে আকাশের দরজাগুলো খুলে দেওয়া হয়। অতঃপর একজন ঘোষক ঘোষণা করতে থাকেন। কোন আহ্বানকারী আছে কি? তার সেই আহ্বানে সাড়া দেওয়া হবে। কোন যাঞ্চাকারী আছে কি? তাকে প্রদান করা হবে। আছে কি কোন বিপদগ্রস্ত ব্যক্তি? তার বিপদ দূর করে দেওয়া হবে। এই সময় কোন মুসলিম বান্দা যে দো'আ করে, আল্লাহ তার সে দো'আ কবুল করেন। তবে সেই যেনাকারিণীর দো'আ কবুল করা হয় না, যে তার লজ্জাস্থানকে ব্যভিচারে নিয়োজিত রাখে এবং যে ব্যক্তি অপরের মাল আত্মসাৎ করে'।[৭]

অন্যায়ভাবে আত্মসাৎকারী ব্যক্তি মহাপাপী। এদের ইবাদত, যিকির ও দো'আ কিছুই কবুল হয় না। এরা আল্লাহ্‌র সামনে উপস্থিত হবে তখন, যখন আল্লাহ ভীষণ রাগান্বিত থাকবেন। আব্দুল্লাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, مَنِ اقْتَطَعَ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينٍ كَاذِبَةٍ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ 'যে ব্যক্তি কারো সম্পদ আত্মসাৎ করার জন্য মিথ্যা কসম খায়, সে আল্লাহ্‌র সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করবে যে, তিনি তার উপর ক্রোধান্বিত থাকবেন'।[৮]

জান্নাতে প্রবেশের পূর্বে সম্পদ আত্মসাতের হিসাব আবারও গ্রহণ করা হবে। কারণ কোন ব্যক্তি ওয়ারিছকে তার হক্ব থেকে বঞ্চিত করলে আল্লাহ তাকেও জান্নাত থেকে বঞ্চিত করবেন। আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ইরশাদ করেন, مَنْ فَرَّ مِنْ مِيرَاثِ وَارِثِهِ، قَطَعَ اللَّهُ مِيرَاثَهُ مِنَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. 'যে ব্যক্তি কোন ওয়ারিছকে তার অংশ থেকে বঞ্চিত করলো, আল্লাহ তা'আলা তাকে জান্নাতের অংশ থেকে বঞ্চিত করবেন'।[৯] এরপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ 'অতঃপর তিনি এক ব্যক্তির কথা উল্লেখ করলেন। যে দীর্ঘ সফর করেছে। যার চুল উষ্কখুষ্ক, কাপড় ধূলিমলিন। সে আকাশ পানে দু'হাত প্রসারিত করে বলে, হে আমার প্রতিপালক! হে আমার প্রতিপালক! অথচ তার খাদ্য হারাম, পানীয় হারাম, পরিধেয় বস্ত্র হারাম এবং হারাম দ্বারা দেহ গঠিত। কাজেই এমন ব্যক্তির দো'আ কিভাবে কবুল হ'তে পারে'?[১০] অন্যত্র, আবু বকর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ جَسَدٌ غُذِّيَ بِالْحَرَامِ 'হারাম খাদ্যে গঠিত দেহ জান্নাতে প্রবেশ করবে না'।[১১] ইবনে রজব (রহঃ) বলেন, فأكل الحرام وشربه ولبسه والتغذي به سبب موجب، 'হালাল খাওয়া, হালাল পান করা, হালাল পরিধান করা ও হালাল খেয়ে পরিপুষ্ট হওয়া দো'আ কবুল হওয়ার শর্ত'।[১২] হারাম রূযী ভক্ষণকারীর পরিণতি সম্পর্কে ইবনুল জাওযী (রাহিঃ) বলেন, اَلْحَرَامُ مِنَ الْقُوتِ نَارٌ تُذِيبُ شَحْمَةَ الفِكْرِ، وَتُذْهِبُ لَذَّةَ حَلَاوَةِ الذِّكْرِ، وَتُحَرِّقُ ثِيَابَ إِخْلَاصِ النِّيَّاتِ، وَمِنَ الْحَرَامِ يَتَوَلَّدُ عَمَى الْبَصِيرَةِ وَظَلَامُ السَّرِيرَةِ. 'হারাম খাদ্য এমন এক আগুন, যা চিন্তা শক্তিকে বিনষ্ট করে দেয়, যিকিরের স্বাদ দূরীভূত করে দেয় এবং নিয়তের পরিশুদ্ধতার পোষাক জ্বালিয়ে দেয়। আর হারাম খাদ্য গ্রহণের ফলে চোখে ও অন্তরজুড়ে ঘোর অন্ধকার নেমে আসে'।[১৩]

ঘ. আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী ও প্রতিবেশীকে কষ্ট দানকারী : কুরআন মাজীদে আল্লাহ আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারীকে অভিশপ্ত বলে উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوْا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوْا أَرْحَامَكُمْ، أُوْلَئِكَ الَّذِيْنَ لَعَنَهُمُ اللهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ– 'তবে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হ'লে সম্ভবত তোমরা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে। আল্লাহ এদেরকে লা'নত করেন এবং করেন বধির ও দৃষ্টিশক্তিহীন' *(মুহাম্মাদ ৪৭/২২-২৩)*। এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আব্দুর রহমান বিন নাছের আস-সা'দী বলেন, এতে দু'টি বিষয় রয়েছে। ১. আল্লাহ্‌র আনুগত্য আবশ্যকীয় করে নেয়া এবং তাঁর আদেশকে যথার্থভাবে পালন করা। এটা কল্যাণ, হেদায়াত ও কামিয়াবী। ২. আল্লাহ্‌র আনুগত্য থেকে বিমুখ হওয়া, তাঁর নির্দেশ প্রতিপালন না করা। যার দ্বারা দুনিয়াতে কেবল বিপর্যয় সৃষ্টি হয়। আর এ বিপর্যয় সৃষ্টি হয় পাপাচার ও অবাধ্যতামূলক কর্মকান্ডের মাধ্যমে এবং জ্ঞাতি বন্ধন ছিন্ন করার কারণে। তারাই ঐসকল লোক যারা পৃথিবীতে ফাসাদ

---

৭. ছহীহাহ হা/১০৭৩; ছহীহুল জামে' হা/২৯৭১;
৮. বুখারী হা/৭৪৪৫।
৯. সুনানে ইবনু মাজাহ হা/২৭০৩।
১০. মুসলিম হা/৬৫, মুসলিম হা/১০১৫; তিরমিযী হা/২৯৮৯; ছহীহুল জামি' হা/২৭৪৪; মিশকাত হা/২৭৬০।
১১. বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান হা/১১৫৯; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৬০৯; মিশকাত হা/২৭৮৭।
১২. ইবনু রজব আল-হাম্বলী, জামেউল উলূম ওয়াল হিকাম, ১ম খন্ড (বৈরূত : দারুল মারিফাহ, ১ম প্রকাশ, ১৪০৮ হিঃ), পৃঃ ২৯৩।
১৩. বাহরুদ দুমূ', পৃষ্ঠা-১৪৬।

সৃষ্টি করে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার মাধ্যমে। আল্লাহ স্বীয় রহমত থেকে তাদেরকে দূর করে দিয়ে এবং তাঁর ক্রোধের নিকটবর্তী করে তাদের অভিসম্পাত করেন'।[১৪]

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, خَلَقَ اللهُ الْخَلْقَ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْهُ قَامَتِ الرَّحِمُ فَأَخَذَتْ بِحَقْوِ الرَّحْمَنِ فَقَالَ لَهَا مَهْ قَالَتْ هَذَا مَقَامُ الْعَائِذِ بِكَ مِنَ الْقَطِيعَةِ قَالَ أَلاَ تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ قَالَتْ بَلَى يَا رَبِّ قَالَ فَذَاكِ لَكِ 'আল্লাহ্ তা'আলা সৃষ্টিকুলকে সৃষ্টি করেন। এ থেকে তিনি নিস্ক্রান্ত হ'লে রাহিম (রক্ত সম্পর্কে) দাঁড়িয়ে পরম করুণাময়ের আঁচল টেনে ধরল। তিনি তাকে বললেন, থামো। সে বলল, আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারী লোক থেকে আশ্রয় চাওয়ার জন্যই আমি এখানে দাঁড়িয়েছি। আল্লাহ বললেন, যে তোমাকে সম্পর্কযুক্ত রাখে, আমিও তাকে সম্পর্কযুক্ত রাখব; আর যে তোমার থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করে, আমিও তার থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করব এতে কি তুমি খুশী নও? সে বলল, নিশ্চয়ই, হে আমার প্রভু। তিনি বললেন, যাও তোমার জন্য তাই করা হ'ল। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِى الأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ 'ইচ্ছে হ'লে তোমরা পড়, ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হ'লে সম্ভবত তোমরা পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি করবে এবং আত্মীয়তার বাঁধন ছিন্ন করবে'।[১৫]

আত্মীয়তা হ'ল শ্রেষ্ঠ বন্ধন ও সম্পর্ক। বিপদে-আপদে এরাই সর্বপ্রথম এগিয়ে আসে। কিন্তু তাদের সাথে যদি সম্পর্ক না রাখা হয় তাহ'লে আল্লাহ নারাজ হোন এবং তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশে বিরত রাখেন। জুবায়র ইবনু মুতঈম (রাঃ) বলেন, তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছেন, لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ. 'আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না'।[১৬] তিনি আরো বলেন, لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مُدْمِنُ خَمْرٍ وَلاَ مُؤْمِنٌ بِسِحْرٍ وَلاَ قَاطِعُ رَحِمٍ 'জান্নাতে প্রবেশ করবে না মদ পানকারী, জাদুতে বিশ্বাসী ও আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী'।[১৭] আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারীর নেক আমল আল্লাহ তা'আলা গ্রহণ করেন না। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ أَعْمَالَ بَنِى آدَمَ تُعْرَضُ كُلَّ خَمِيسٍ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ فَلاَ يُقْبَلُ عَمَلُ قَاطِعِ رَحِمٍ. 'আদম সন্তানের আমলসমূহ প্রতি বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত্রিতে (আল্লাহ তা'আলার নিকট) উপস্থাপন করা হয়। তখন আত্মীয়তার বন্ধন বিচ্ছিন্নকারীর আমল গ্রহণ করা হয় না'।[১৮]

আল্লাহ তা'আলা আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারীর শাস্তি দুনিয়াতেই দিয়ে থাকেন। উপরন্তু আখিরাতের শাস্তি তো তার জন্য প্রস্তুত আছেই। আবু বাকরাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَا مِنْ ذَنْبٍ أَجْدَرُ أَنْ يُعَجِّلَ اللَّهُ لِصَاحِبِهِ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا مَعَ مَا يَدَّخِرُ لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْبَغْيِ وَقَطِيعَةِ الرَّحِمِ. 'দু'টি গুনাহ ছাড়া এমন কোনো গুনাহ নেই, যে গুনাহগারের শাস্তি আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াতেই দিবেন এবং তা দেওয়াই উচিৎ। উপরন্তু তার জন্য আখিরাতের শাস্তি তো আছেই। গুনাহ দু'টি হচ্ছে, অত্যাচার ও আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারী'।[১৯]

ঙ. মাতা-পিতার অবাধ্য সন্তান, মদ্যপ, দাইউস ও খোটাদানকারী ব্যক্তি :

চার শ্রেণীর ব্যক্তি জাহান্নামে যাবে। পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান, মদ্য পানকারী মাতাল, যে দান করার পরে খোটা দেয় এবং গর্ব করে সকলের কাছে বলে বেড়ায় এবং পরিবারের অশ্লীলতাকে মেনে নেয়া দাইউস ব্যক্তি। ইবনে উমার (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ثَلَاثَةٌ قَدْ حَرَّمَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَيْهِمِ الْجَنَّةَ مُدْمِنُ الْخَمْرِ وَالْعَاقُّ وَالدَّيُّوثُ الَّذِي يُقِرُّ فِي أَهْلِهِ الْخُبْثَ 'তিন ব্যক্তি জান্নাতে যাবে না; পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান, মদপানে অভ্যাসী মাতাল এবং দান করার পর যে বলে ও গর্ব করে বেড়ায় এমন খোঁটাদানকারী ব্যক্তি'।[২০] অন্যত্র বলেন, وثَلاثَةٌ لا يَدْخُلونَ الجَنَّةَ العاقُّ لِوالِدَيْهِ والمُدْمِنُ الخَمْرَ والمَنَّانُ بما أعْطَى 'তিন শ্রেণীর লোকের জন্য আল্লাহ তা'আলা জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন। অব্যাহতভাবে মদ পানকারী, পিতা-মাতার অবাধ্যজন এবং এমন বেহায়া, যে তার পরিবারের অশ্লীলতাকে মেনে নেয়'।[২১]

চ. অত্যাচারী শাসক ও পুরুষের বেশ ধারণকারীনী রমণী :

সমাজের নিকৃষ্ট ব্যক্তিদের অন্যতম হ'ল অত্যাচারী শাসক। যারা প্রজার সম্পদ লুণ্ঠন ও অত্যাচার করে। আর যে সকল নারী পুরুষের মত পোষাক পরিধান করে এবং পরপুরুষকে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করে এবং নিজেরাও আকর্ষিত হয়। এছাড়া উটের কুঁজের মত করে মাথায় খোঁপা করে। এরা এতই দুর্ভাগা হবে যে, জান্নাতের সুগন্ধিও পাবে না। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا : قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ

১৪. আব্দুর রহমান ইবনু নাছের আস-সা'দী, তাইসীরুল কারীমির রহমান ফী তাফসীরি কালামিল মান্নান, ১/৭/৮৮, সূরা মুহাম্মাদ ২২ নং আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রঃ।
১৫. বুখারী হা/৪৮৩০; মুসলিম হা/২৫৫৪।
১৬. বুখারী হা/৫৯৮৪; মুসলিম হা/২৫৫৬; মিশকাত হা/৪৯২২।
১৭. সিলসিলা ছহীহাহ হা/৬৭৮।
১৮. আহমাদ হা/১০২৭৭; ছহীহ আত-তারগীব হা/২৫৩৮; হাসান।
১৯. তিরমিযী হা/২৫১১; ইবনু মাজাহ হা/৪২১১; ছহীহুত তারগীব হা/২৫৩৭।
২০. আহমাদ হা/৬১১৩; মিশকাত হা/৩৬৫৫।
২১. সিলসিলা ছহীহাহ হা/৬৭৪; হাসান ছহীহ।

www.tawheederdak.com

مَائِلَاتٌ رُؤُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا.

'দুই প্রকার জাহান্নামী লোক আমি প্রত্যক্ষ করিনি (এক) এমন এক সম্প্রদায় যাদের কাছে গরুর লেজের মত চাবুক থাকবে, যা দিয়ে তারা জনগণকে প্রহার করবে। (দুই) এমন এক শ্রেণীর মহিলা, যারা এমন পোশাক পরবে অথচ তারা উলঙ্গ থাকবে, অন্যের প্রতি নিজেদের আকর্ষণ করবে এবং নিজেরাও অন্যদের আকৃষ্ট হবে। তাদের মাথা হবে উটের হেলে যাওয়া কুঁজের মত। এ ধরনের মহিলারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না এবং তার সুগন্ধিও পাবে না। অথচ জান্নাতের সুগন্ধি এত এত দূরত্বের পথ থেকে পাওয়া যাবে'।[২২]

পুরুষের পোষাক বলে পরিচিত তা নারীরা পরিধান করলে তাদের উপর আল্লাহ্র অভিশাপ হবে। এমনি নারীদের মাথার চুল ছোট করে পুরুষের বেশ ধারণ করাও এর অন্তর্ভুক্ত হবে। কোনভাবেই নারীরা তাদের ঢিলেঢালা পোষাকের পরিবর্তে পুরুষের পোষাকের মত পোষাক পরিধান করতে পারবে না। তাহ'লে তাদের ওপর লানত পরবে। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, لَعَنَ الرَّجُلَ يَلْبَسُ لُبْسَةَ الْمَرْأَةِ وَالْمَرْأَةَ تَلْبَسُ لُبْسَةَ الرَّجُلِ 'সেই পুরুষের ওপর অভিশাপ করেছেন যে, মহিলার পোষাক পরিধান করে এবং সে মহিলার উপর অভিশাপ করেছেন যে পুরুষের পোষাক পরিধান করে'।[২৩] অন্যত্র এসেছে, ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ الْمُخَنَّثِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ 'নবী (ছাঃ) হিজড়ার বেশ ধারণকারী পুরুষের উপর অভিশাপ করেছেন এবং পুরুষের বেশ ধারণকারী নারীর উপর অভিশাপ করেছেন'।[২৪] তিন শ্রেণীর মানুষ জাহান্নামে যাবে। তন্মধ্যে পুরুষের বেশধারী নারী অন্যতম। আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ الْعَاقُّ لِوَالِدَيْهِ وَالدَّيُّوثُ وَرَجُلَةُ النِّسَاءِ 'তিন শ্রেণীর লোক জান্নাতে যাবে না- (১) পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান (২) বাড়ীতে বেহায়াপনার সুযোগ প্রদানকারী (৩) পুরুষের বেশ ধারণকারী নারী'।[২৫]

আবু মুলায়কা (রাঃ) বলেন, قِيلَ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا إِنَّ امْرَأَةً تَلْبَسُ النَّعْلَ فَقَالَتْ لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلَةَ مِنَ النِّسَاءِ 'একদা আয়েশা (রাঃ)-কে বলা হ'ল- একটি মেয়ে পুরুষের জুতা পরে। তখন আয়েশা (রাঃ) বললেন, রাসূল (ছাঃ) পুরুষের বেশধারী নারীর প্রতি অভিশাপ করেছেন'।[২৬]

ছ. রিয়া বা লৌকিকতা প্রদর্শনকারী :

রিয়া বা লৌকিকতা প্রদর্শন করাকে শিরকে আছগার বা ছোট শিরক বলা হয়। আর আল্লাহ বিচার দিবসে এমন ব্যক্তিদেরকে তাড়িয়ে দিবেন। মাহমূদ বিন লাবীদ বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ قَالُوا وَمَا الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ الرِّيَاءُ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِذَا جُزِيَ النَّاسُ بِأَعْمَالِهِمْ اذْهَبُوا إِلَى الَّذِينَ كُنْتُمْ تُرَاءُونَ فِي الدُّنْيَا فَانْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ عِنْدَهُمْ جَزَاءً 'আমি তোমাদের জন্য যা সবচেয়ে বেশী ভয় করি তা হ'ল শিরকে আছগার (ছোট শিরক)। ছাহাবীগণ জিজ্ঞেসা করলেন 'হে আল্লাহ্র রাসূল ছোট শিরক কি?' তিনি জওয়াবে বললেন 'রিয়া' লোক দেখানো বা জাহির করা। কারণ নিশ্চয়ই শেষ বিচারের দিনে মানুষ তার পুরস্কার গ্রহণের সময় আল্লাহ বলবেন, 'বস্তুজগতে যাদের কাছে তুমি নিজেকে জাহির করেছিলে তাদের কাছে যাও এবং দেখ তাদের নিকট হ'তে কোন পুরস্কার পাও কি না'।[২৭]

আর এই রিয়া প্রদর্শন করাকে গুপ্ত শিরকও বলা হয়। এই শিরক দাজ্জালের ফেৎনার চেয়েও ভয়াবহ। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করেন রাসূল (ছাঃ) বের হয়ে এলেন এবং ঘোষণা দিলেন, أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِمَا هُوَ أَخْوَفُ عَلَيْكُمْ عِنْدِي مِنَ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ؟ قَالَ قُلْنَا بَلَى، فَقَالَ الشِّرْكُ الْخَفِيُّ أَنْ يَقُومَ الرَّجُلُ يُصَلِّى فَيُزَيِّنُ صَلَاتَهُ لِمَا يَرَى مِنْ نَظَرِ رَجُلٍ. 'আমি কি তোমাদেরকে দাজ্জালের চেয়ে ভয়ংকর একটি বিষয় সম্পর্কে বলব না? আমরা বললাম, জী বলুন। তিনি উত্তর দিলেন, সেটা হ'ল গুপ্ত শিরক। (অর্থাৎ) যখন কেউ ছালাত আদায় করতে উঠে ছালাত সুন্দর করার জন্য চেষ্টা করে এই ভেবে যে লোকেরা তার প্রতি চেয়ে আছে, সেটাই গুপ্ত শিরক'।[২৮] ইবনে আব্বাস (রাঃ) এই বাস্তবতা সম্বন্ধে উল্লেখ করে বলেছিলেন 'চন্দ্রবিহীন রাত্রে একটা কালো পাথর বেয়ে উঠা একটা কালো পিঁপড়ার চেয়েও গোপন হ'ল শিরক'।[২৯]

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللَّهُ بِهِ ، وَمَنْ يُرَائِى يُرَائِى اللَّهُ بِهِ 'যে ব্যক্তি জনসম্মুখে প্রচারের ইচ্ছায় নেক আমল করে আল্লাহ তা'আলাও তার কৃতকর্মের অভিপ্রায়ের কথা লোকদেরকে জানিয়ে ও শুনিয়ে দিবেন। আর যে ব্যক্তি লৌকিকতার উদ্দেশ্যে কোন নেক কাজ করে, আল্লাহ তা'আলাও তার প্রকৃত উদ্দেশ্যের কথা লোকেদের মাঝে ফাঁস করে দিবেন'।[৩০]

---

২২. *মুসলিম হা/২১২৮; মিশকাত হা/৩৫২৪; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৩২৬।*
২৩. *আবূদাঊদ, মিশকাত হা/৪৪৬৯; হাদীছ ছহীহ।*
২৪. *বুখারী, মিশকাত হা/৪৪২৮।*
২৫. *ছহীহ আত-তারগীব হা/২০৭০; হাসান ছহীহ।*
২৬. *আবূদাঊদ হা/৪০৯৯; মিশকাত হা/৪৪৭০; হাদীছ ছহীহ।*
২৭. *আহমাদ, বায়হাক্বী, মিশকাত হা/৫৩৩৪।*
২৮. *ইবনে মাজাহ হা/৪২০৪; মিশকাত হা/৫৩৩৩।*
২৯. *ছহীহুল জামি' হা/৩৭৩০।*
৩০. *বুখারী হা/৬৪৯৯; মুসলিম হা/২৯৮৬; মিশকাত হা/৫৩১৬; আহমাদ হা/২০৪৭০।*

ইবনু রজব হাম্বালী (৭৩৬-৭৯৫হি.) (রহ:) বলেন, وَرَائِحَةُ الرِّيَاءِ كَدُخَانِ الْحِطَبِ، يَعْلُوْ إِلَى الْجو ثُمَّ يَضْمحَل وَتَبْقى رَائحته الكَرِيْهَة 'রিয়া বা লৌকিকতার ঘ্রাণ (উপমা) হ'ল কয়লার ধোঁয়ার ন্যায়। বাতাসে ছড়িয়ে পড়ার পর তা নিঃশেষ হয়ে যায়, কিন্তু তার দূর্গন্ধ কেবল অবশিষ্ট থাকে'।[৩১]

রিয়া প্রদর্শনকারী ব্যক্তি জাহান্নামী হবে। কেননা আল্লাহ তা'আলা লোক দেখানো কোন ইবাদত কবুল করেন না। যেমন আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'নিশ্চয় ক্বিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম এক শহীদ ব্যক্তির হিসাব নেওয়া হবে। তাকে আনা হবে, অতঃপর তাকে আল্লাহ্র নে'মতরাজি জানানো হবে, সে তা স্বীকার করবে। আল্লাহ তা'আলা বলবেন, 'তুমি এতে কি আমল করেছ?' সে বলবে, আপনার জন্য জিহাদ করে শেষ পর্যন্ত শহীদ হয়েছি। আল্লাহ তা'আলা বলবেন, 'মিথ্যা বলেছ, তবে তুমি এ জন্য জিহাদ করেছ যেন তোমাকে বীর বলা হয়, অতএব তা বলা হয়েছে'। অতঃপর তার ব্যাপারে নির্দেশ দেওয়া হবে এবং তাকে তার চেহারার ওপর ভর করে টেনে-হিঁচড়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। আবারও আলিম ব্যক্তিকে আনা হবে, যে ইলম শিখেছে, শিক্ষা দিয়েছে এবং কুরআন তিলাওয়াত করেছে। অতঃপর তাকে তার নে'মতরাজি জানানো হবে, সে তা স্বীকার করবে। আল্লাহ তা'আলা বলবেন, 'তুমি এতে কি আমল করেছ?' সে বলবে, আমি ইলম শিখেছি ও শিক্ষা দিয়েছি এবং আপনার জন্য কুরআন তিলাওয়াত করেছি। আল্লাহ তা'আলা বলবেন, 'মিথ্যা বলেছ, তবে তুমি ইলম শিক্ষা করেছ যেন তোমাকে আলিম বলা হয়। কুরআন তিলাওয়াত করেছ যেন তোমাকে ক্বারী বলা হয়। অতএব তা-ই বলা হয়েছে'। অতঃপর তার ব্যাপারে নির্দেশ দেওয়া হবে, তাকে চেহারার ওপর ভর করে টেনে-হিঁচড়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। পুনরায় আরও এক ব্যক্তিকে আনা হবে, যাকে আল্লাহ সচ্ছলতার সাথে সকল প্রকার ধন-সম্পদ দান করেছেন। তাকে তার নে'মতরাজি জানানো হবে, সে তা স্বীকার করবে। আল্লাহ তা'আলা বলবেন, 'তুমি এতে কী আমল করেছ?' সে বলবে, আপনি পছন্দ করেন এমন কোন খাত নেই, যেখানে আমি আপনার জন্য দান করিনি। আল্লাহ তা'আলা বলবেন, মিথ্যা বলেছ, তবে তুমি দান করেছ যেন তোমাকে দানশীল বলা হয়। অতএব বলা হয়েছে। অতঃপর তার ব্যাপারে নির্দেশ দেওয়া হবে, তাকে তার চেহারার ওপর ভর করে টেনে-হিঁচড়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে'।[৩২]

জ. ঝগড়াটে, হঠকারী ও অহংকারকারী ব্যক্তি :

অহংকার হ'ল আল্লাহ্র চাদর। আর তা নিয়ে টানাহেঁচড়া করলে সেই ব্যক্তির পরিণাম জাহান্নাম। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) ও আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তাঁরা বলেন, রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেন, يَقُوْلُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ الْعِزُّ إِزَارُهُ وَالْكِبْرِيَاءُ رِدَاؤُهُ فَمَنْ يُنَازِعُنِى عَذَّبْتُهُ. মহা সম্মানিত প্রতাপশালী আল্লাহ বলেছেন, 'মাহাত্ম হচ্ছে তার লুঙ্গী, আর অহংকার তার চাদর। যে ব্যক্তি এ দু'টির যে কোন একটিতেও আমার সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হবে, তাকে আমি শাস্তি প্রদান করব'।[৩৩]

ঝগড়াকারী, হঠকারী ও অহংকারীরা জান্নাতে যাবে না। এ মর্মে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ الْجَنَّةِ كُلُّ ضَعِيفٍ مُتَضَعِّفٍ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ، أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ النَّارِ كُلُّ عُتُلٍّ جَوَّاظٍ مُسْتَكْبِرٍ 'আমি কি তোমাদেরকে জান্নাতীদের বিষয়ে খবর দিব না? তারা হ'ল দুর্বল এবং যাদেরকে লোকেরা দুর্বল ভাবে। কিন্তু তারা যদি আল্লাহ্র নামে কসম দিয়ে কিছু বলে, আল্লাহ তা অবশ্যই কবুল করেন। অতঃপর তিনি বলেন, আমি কি তোমাদেরকে জাহান্নামীদের বিষয়ে খবর দিব না? তারা হ'ল বাতিল কথার উপর ঝগড়াকারী, হঠকারী ও অহংকারী'।[৩৪]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِى قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ. قَالَ رَجُلٌ إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُوْنَ ثَوْبُهُ حَسَنًا وَنَعْلُهُ حَسَنَةً. قَالَ إِنَّ اللهَ جَمِيْلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ الْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ. 'যার অন্তরে অণু পরিমাণও অহংকার থাকবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। এক ব্যক্তি বলল, কোন ব্যক্তি পছন্দ করে যে, তার কাপড়টা সুন্দর হোক, জুতাটা মনোরম হোক। তিনি বললেন, মহান আল্লাহ সুন্দর। তিনি সৌন্দর্যই পছন্দ করেন। অহংকার হচ্ছে সত্যকে অস্বীকার করা ও লোকদের তুচ্ছ মনে করা'।[৩৫]

অন্যত্র তিনি বলেন, لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ أَحَدٌ فِى قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنْ كِبْرِيَاءَ 'যার অন্তরে সরিষাদানা পরিমাণ অহংকার থাকবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না'।[৩৬]

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদের সকলকে সকল প্রকার দোষ-ত্রুটি বিচ্যুতি থেকে মুক্ত রেখে এবং জাহান্নামী কার্যক্রম থেকে বাঁচিয়ে জান্নাতী বান্দা হিসেবে কবুল করুন, আমীন।

(ক্রমশঃ)

[লেখক : যশপুর, তানোর, রাজশাহী]

৩১. মাজমূউর রাসায়িল, পৃষ্ঠা-৭৫৮।
৩২. মুসলিম হা/১৯০৫; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩৫১৮।
৩৩. মুসলিম হা/৬৮৪৬; ছহীহ তারগীব ওয়াত-তারহীব হা/২৮৯৮।
৩৪. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫১০৬ 'ক্রোধ ও অহংকার' অনুচ্ছেদ।
৩৫. মুসলিম হা/২৭৫।
৩৬. মুসলিম হা/৯১; মিশকাত হা/৫১০৭।

কিক-বক্সার অ্যান্ড্রু টেটের ইসলাম গ্রহণ

[ব্রিটিশ-আমেরিকান নাগরিক বিশিষ্ট ইন্টারনেট ব্যক্তিত্ব এবং কিক-বক্সার অ্যান্ড্রু টেট (৩৫) ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন। গত ২৪.১০.২২ অ্যান্ড্রু টেট ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দেন। তার আগের দিন রোববার দুবাইয়ের একটি মসজিদে অ্যান্ড্রু টেটের ছালাতের একটি ভিডিও বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়ায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। ভিডিওতে অ্যান্ড্রুকে দুবাইয়ের বিখ্যাত এম এম এ ফাইটার ট্যাম খানের সাথে ছালাত আদায় করতে দেখা গেছে।-নির্বাহী সম্পাদক]

প্রারম্ভিক জীবন : অ্যান্ড্রু টেটের জন্ম ১৯৮৬ সালের ১৪ ডিসেম্বর ওয়াশিংটন ডিসিতে। তিনি ইংল্যাণ্ডের লুটনে বেড়ে ওঠেন। তার বাবা এমরি টেট একজন আফ্রিকান-আমেরিকান নাগরিক ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন আন্তর্জাতিক দাবাড়ু। তার মা ক্যাটারিং তার সহকারী হিসাবে কাজ করতেন। টেট পাঁচ বছর বয়সে দাবা খেলতে শিখেছিলেন। ছোটবেলাতেই তিনি প্রাপ্ত বয়স্কদের টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

কর্মজীবন : ২০০৫ সালে টেট বক্সিং এবং মার্শাল আর্ট অনুশীলন শুরু করেন। ২০০৮ সালের নভেম্বরে ইন্টারন্যাশনাল স্পোর্ট কিক-বক্সিং অ্যাসোসিয়েশন (ISKA) কর্তৃক টেটকে ব্রিটেনের সপ্তম সেরা লাইট-হেভিওয়েট কিক-বক্সার হিসেবে স্থান দেওয়া হয়। ২০০৯ সালে তিনি ইংল্যাণ্ডের ডার্বিতে ব্রিটিশ ISKA তে ফুল কন্টাক্ট ক্রুজারওয়েট চ্যাম্পিয়নশিপ জিতেছিলেন এবং ইউরোপে নিজ বিভাগে এক নম্বরে ছিলেন। ২০১১ সালে টেট নকআউটের মাধ্যমে জিন লুক বেনেয়েটের বিরুদ্ধে তার প্রথম ISKA বিশ্ব শিরোপা জিতেছিলেন। তিনি তার ১৯টি লড়াইয়ের মধ্যে ১৭টি জিতেছিলেন এবং এর মাধ্যমে বিশ্বের সেরা দ্বিতীয় লাইট-হেভিওয়েট কিক-বক্সার খেতাব পেয়েছিলেন।

সোশ্যাল মিডিয়ায় নিষিদ্ধ টেট : বক্সিং থেকে অবসর নেওয়ার পর টেট নিজের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে বিভিন্ন পেইড কোর্স করানো শুরু করেন এবং এর মাধ্যমে প্রসিদ্ধ অনলাইন ব্যক্তিত্ব হয়ে ওঠেন। টেট সোশ্যাল মিডিয়ায় বলেছিলেন, 'একজন মহিলার স্থান হ'ল বাড়ি, সে গাড়ি চালাতে পারে না'। এছাড়াও তিনি বলেছিলেন, 'পুরুষরা ১৮-১৯ বছর বয়সী নারীদের সাথে শারিরীক সম্পর্কে যেতে পছন্দ করে। কারণ এই বয়সীরা কম পুরুষের সাথে শারিরীক সম্পর্ক করে থাকে।' নারীদের বিষয়ে এসমস্ত মন্তব্যের কারণে নারীবাদীরা তাকে 'মিসোজিনিস্ট' বা নারীবিদ্বেষী বলে অভিহিত করেছে। এ বছর আগস্টে টেটকে এসব মন্তব্যের কারণে ফেসবুক, ইনস্ট্রাগ্রাম, ইউটিউব, টিকটক এবং টুইটারসহ সামাজিক নেটওয়ার্কগুলো থেকে স্থায়ীভাবে বিচ্ছিন্ন করার জন্য অনলাইনে প্রচারণার মাধ্যমে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। তার ইনস্ট্রাগ্রামে ৪.৭ মিলিয়ন ফলোয়ার ছিল। তার তিনটি টুইটার অ্যাকাউন্ট সাসপেন্ড করা হয়েছিল। এরপরও টেট গত জুলাই এবং আগস্ট মাসে গুগলে সর্বাধিক অনুসন্ধান করা ব্যক্তি হয়ে ওঠেন। এমনকি জুলাই মাসে গুগল অনুসন্ধানে তার নাম ডোনাল্ড ট্রাম্প ও কোভিড-১৯ উভয়কেই ছাড়িয়ে যায়। মিডিয়া পর্যবেক্ষক গোষ্ঠী 'মিডিয়া ম্যাটারস ফর আমেরিকা'-এর মতে, নিষেধাজ্ঞার পরেও টেটের ভক্তদের অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম ও টিকটকে তার বিষয়ে সর্বাধিক চর্চা হ'তে থাকে। নিষেধাজ্ঞার পরে টেট কুস্তি গিরদের প্রচারণা মাধ্যম রাম্বল অ্যাপে যুক্ত হন। এর ফলে এটি অ্যাপ স্টোরের শীর্ষ অ্যাপে পরিণত হয়।

ইসলাম গ্রহণ : অ্যান্ড্রু টেট গত ২৪শে অক্টোবর সোমবার তার অফিসিয়াল Gettr অ্যাকাউন্টে[৩৭] ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দেন। ২৩শে অক্টোবর রবিবার দুবাইয়ের একটি মসজিদে সংযুক্ত আরব আমিরাতের সফল উদ্যোক্তা এবং এমএমএ যোদ্ধা ট্যাম খানের সাথে টেট ছালাত আদায়ের প্রশিক্ষণ নেন। ধারণকৃত ছালাত আদায়ের ভিডিওটি খুব দ্রুত সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। ট্যাম খান সেই ভিডিওটি তার ব্যক্তিগত সোশ্যাল অ্যাকাউন্টে শেয়ার করে 'আলহামদুলিল্লাহ' লিখেছেন। জনাব খান টেটের ছালাতে অংশগ্রহণের কারণ এবং এর উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে লিখেছেন, ভাই অ্যান্ড্রু খুবই আন্তরিক এবং তার হৃদয় ইসলামের সাথে যুক্ত রয়েছে। কয়েকটি বিষয় স্পষ্ট করা যাক, কেন আমি আমাদের ছালাত রেকর্ড করলাম? কারণ প্রথমবারের মত টেট ছালাত আদায় করেছে, এটি ইতিবাচক পোস্ট করতে সাহায্য করবে। অ্যান্ড্রু পড়ব না বলতে পারত। কিন্তু তিনি জানেন যে, এটি সামাজিক মিডিয়াতে তার বিতর্কিত পরিস্থিতির ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। তবে তিনি নিজেই এটি করেন। আল্লাহর কসম, এটা ছিল মসজিদে বিশেষ সফর। শুধু সে এবং আমি এটা চেয়েছিলাম। আমরা কয়েকদিন আগে পরিকল্পনা করেছিলাম। কিন্তু আজ সে আমাকে যেতে মনে করিয়ে দিল। ট্যাম আরও বলেন, আমি আনন্দিত কারণ আমরা ভিডিও করেছি যাতে লোকেরা তার আসল দিকটি দেখতে পারে। এটি তার প্রথমবারের জন্য মসজিদে যাত্রা। তার যাত্রা শুরুর পদ্ধতি কতই না চমৎকার! আমরা ছালাত আদায় করতে শনিবার রাতে মসজিদে যাই। সেখানে আমি কুরআন, হাদীছ, নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর কর্ম, আল্লাহর রহমত, সালাম এবং ইসলাম সম্পর্কে ভুল ধারণা ইত্যাদি বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছি'।

অ্যান্ড্রু টেট নিজের ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে বলেন, 'কোন খ্রিস্টান যে, ভালতে বিশ্বাস করে এবং মন্দের বিরুদ্ধে সত্যিকারের যুদ্ধ উপলব্ধি করতে পারে, সে অবশ্যই ধর্মান্তরিত হবে। এই কারণে আমি মুসলিম হয়েছি।'

ইসলাম সম্পর্কে এক মন্তব্যে তিনি বলেন, 'আমি মনে করি এটিই শেষ ধর্ম। কারণ অন্য কোন ধর্মের সীমারেখা নেই যা তারা প্রয়োগ করে। আপনি যদি সবকিছু সহ্য করেন, তাহ'লে কিছুতেই দাঁড়াতে পারবেন না। ৯৯% খ্রিস্টানরা প্রতিদিন বাইবেলের প্রতিটি নিয়ম উপেক্ষা করছে। তারা এটাকে ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করছে। শুধুমাত্র মুসলিমরাই তাদের ধর্মগ্রন্থ অনুসরণ করে, তাই এটাই শেষ ধর্ম।'[৩৮]

[সূত্র : ইন্টারনেট]

১. *এটি আমেরিকান রক্ষণশীলদের নজরে রাখার জন্য ব্যবহৃত একটি মাইক্রোব্লগিং ওয়েবসাইট। ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রাক্তন সহযোগী জেসন মিলার এটি প্রতিষ্ঠা করেন। ৪ জুলাই ২০২১ সালে ওয়েবসাইটটি আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করে।*

৩৮. *https://www.sportskeeda.com/esports/news-andrew-tate-announces-conversion-islam*

প্রতারণার পরিণাম

-মুহাম্মাদ আব্দুর রঊফ

অনেক দিন আগের কথা। এক লোক এক হাযার ভেড়ার মালিক ছিল। সে ব্যক্তি হিসাবে অসৎ ছিল। তার কাছে হালাল-হারামের কোন পার্থক্য ছিল না। কিন্তু তার ভেড়ার রাখাল ছিল সৎ ও ধর্মভীরু।

রাখাল প্রতি রাতে দুধওয়ালা ভেড়াদের দুধ দোহন করে তার মালিকের বাড়িতে নিয়ে আসত। যতটুকু দুধ হ'ত মালিক সে পরিমাণ পানি দিয়ে দিগুণ করে রাখালকে বিক্রি করার জন্য দিত। রাখাল প্রতিদিন তার মালিককে নছীহত করে বলত, এভাবে দুধের মধ্যে পানি দেয়া খেয়ানতের কাজ। যে ব্যক্তি আল্লাহ্র বান্দাদের সাথে ধূর্ততা করে তার সম্পদের বরকত উঠে যায়। পরবর্তীতে তাকে খেয়ানতের সাজা ভোগ করতে হয়। তার মালিক রাখালের উপদেশ শুনত না। বলত, আমি আমার কাজকে শ্রেষ্ঠ মনে করি। তুমি কাজের লোক, তোমার কাজের বিনিময়ে মজুরী পাও। এসব কথা তোমার কাছ থেকে শুনব না।

নিরুপায় হয়ে রাখাল দুধ নিয়ে রাস্তায় 'দুধ, এই দুধ' বলে হাঁক ছেড়ে মেপে মেপে বিক্রি করত। দিনশেষে অবশিষ্ট দুধ যা থাকত সেটা রাস্তার পাশের দুধ বিক্রেতার দোকানে দিয়ে টাকাগুলো মালিকের কাছে পৌঁছে দিত। মাঝে মাঝে ক্রেতারা বলত এই দুধে পানি মিশ্রিত আছে। রাখাল চাকরি হারানোর ভয়ে বলতো, আপনি ভুল করছেন, পানির মধ্যে দুধ দোহন করা হয়নি। যেহেতু এটা দুধ, পানি তো থাকবেই। দুধ তো আর শুষ্ক জিনিস না। কিন্তু ভেড়ার দুধ সর্বদা নির্ভেজাল হয়। রাখালের এই কথার উদ্দেশ্য হ'ত, যখন দুধ দহন করা হয় তখন নির্ভেজালই থাকে। যাহোক এরপরেও সে মালিককে বারবার স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলত, দয়া করে এই কাজ করবেন না। সাবধান! এ কাজের পরিণতি ভাল নয়।

এভাবেই দিন চলতে থাকল। এক রাতে রাখাল ভেড়াগুলোকে একটি শুষ্ক নদীতে রেখে সে উঁচু জায়গায় ঘুমিয়ে পড়েছিল। পাহাড়ি অঞ্চলটিতে আগেই বৃষ্টি হয়েছিল। সে বৃষ্টির পানি বন্যার পানির মত এসে শুষ্ক নদীটিকে সয়লাব করে দিল। ভেড়াগুলোকে পানিতে ভেসে গেল। রাখাল যখন বুঝতে পারল তখন আর কিছুই করার ছিল না। নিরাশ হয়ে রাখাল খালি হাতে শহরে মালিকের কাছে ফিরে গেল। মালিক প্রশ্ন করল, দুধ কোথায়? রাখাল বলল, আমি বেকার হয়ে গেলাম। আপনি যে কাজ করেছেন তার প্রভাবে মধ্যরাতে বন্যা এসে ভেড়াগুলোকে ধ্বংস করে দিয়েছে।

মালিক বলল, এই পানি কোথায় থেকে আসল যে কিছুই বোঝা গেল না? রাখাল বিদ্রুপ করে বলল, আমি বুঝতে পারি নি কিন্তু এই পানি এমনি এমনি আসে নি। এগুলো সেই পানি যা দুধের মধ্যে ঢেলে দিতেন এবং দুধের দামে মানুষের কাছে বিক্রয় করতেন। সেই পানি জমা হয়ে ভেড়াগুলোকে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। আমি আপনাকে কত নছীহত করেছি কিন্তু শুনেন নি। আজ আপনি ভেড়া হারালেন আর আমি কাজ হারালাম।

মালিক রাখালের কথা মেনে নিয়ে বলল, ভেড়াগুলোকে পানিতে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে এ কথা মেনে নিলাম। কারণ আমি জানি তুমি মিথ্যা কথা বল না। কিন্তু তোমার উপদেশ মানতে পারব না। যেভাবে আমার ভেড়ার পালকে বন্যার পানি ভাসিয়ে নিয়ে গেছে তা এক দুর্ঘটনা মাত্র। এটা খেয়ানতের শাস্তি নয়। কেননা এই শহরে আমি ছাড়াও অনেক মালিক আছে। আমার মত তারাও পানি বিক্রয়ে ব্যস্ত কিন্তু তাদের ভেড়া তো ভেসে যায় নি। রাখাল বলল, অন্যদের সাথে আমাদের কোন কাজ নেই। সত্যটাই আপনাকে বললাম। যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সৃষ্টির প্রতি খেয়ানত করে তার সম্পদের কল্যাণ ও বরকত চলে যায়। আবারও বলছি এই পানি সেই পানি যা আপনি দুধে মিশিয়ে বিক্রয় করতেন। অন্যরা হয়ত সাজা পেয়েছে অথবা ভবিষ্যতে পাবে। অন্যায় করলে সব সময় বন্যা এসে ভেড়া নিয়ে যায় না। কখনো দুর্ঘটনা হয়ে জীবন নিয়ে যায়, কখনো বদনামের মাধ্যমে সম্মান চলে যায়, কখনো স্ত্রী-সন্তান ও পরিবার নিয়ে যায়, কখনো দুঃখ কষ্টের মধ্য দিয়ে জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও আরাম-আয়েশ হারিয়ে যায়। যে ব্যক্তি শুধু খেয়ে-পরে রাস্তায় চলে তাকেই মানুষ বলা হয় না। মানুষ সেই ব্যক্তি, যে সৃষ্টি ও স্রষ্টার কাছে অপমানজনক কোন কাজ করা থেকে বিরত থাকে। এবং সত্য ও ন্যায়কে অন্তরে ধারণ করে। আপনি যাদের কথা বলছেন যে, তারা নিজেদের কাজে ব্যস্ত; আমার ও অন্যান্যদের দৃষ্টিতে মূলত তারা নেকড়ের মত মানুষ যারা পরস্পরকে কামড়াতে ব্যস্ত। নিজের আত্মীয়-স্বজন ও নিকটজনের কাছে তাদের কোন মান-মর্যাদা নেই। তারাও তাদের ভেড়াগুলোকে পানিতে ভাসিয়ে দিয়েছে অথচ এ ব্যাপারে তারা কোন খবরই রাখে না।

[গল্পটি ফারসী ভাষা থেকে অনূদিত।]

শিক্ষা : গল্পের ভিতরেই শিক্ষা নিহিত রয়েছে। বর্তমান সমাজের অসাধু ব্যবসায়ীদের প্রতারণার চিত্র গল্পটিতে ফুটে উঠেছে। প্রতারকরা প্রতিনিয়ত মানুষ ঠকিয়ে ধনী হওয়ার প্রতিযোগিতায় লিপ্ত। তাদের কাছে হালাল-হারামের কোন পার্থক্য নেই। নশ্বর দুনিয়ায় অধিক উপার্জনই তাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। অথচ এই কাজের মাধ্যমে দুনিয়ায় কিছু সময়ের জন্য উপকৃত হলেও পরকালে রয়েছে কঠোর শাস্তি। এই শাস্তি সম্পর্কে তারা ওয়াকিবহাল নয়। আল্লাহ আমাদেরকে প্রতারণা করা থেকে হেফাযত করুন এবং সঠিক পথের দিশা দান করুন। -আমীন!

[অনুবাদক : শিক্ষক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।]

www.tawheederdak.com

শায়খ ওযায়ের শাম্‌স (রহঃ)

-ড. নূরুল ইসলাম

বিদগ্ধ মুহাক্কিক শায়খ মুহাম্মাদ ওযায়ের শাম্‌স (১৯৫৬-২০২২) মুসলিম মনীষা জগতে অত্যন্ত সুপরিচিত এক নাম। তিনি সারাজীবন জ্ঞান-গবেষণার সুমিষ্ট সাগরে অবগাহন করেছেন অত্যন্ত নীরবে-নিভৃতে। পড়াশুনা ও গবেষণা ছাড়া তিনি জীবনে আর কিছুই করেননি। জামে'আ সালাফিইয়া বেনারসে ছাত্রত্বকালীন বই পড়া ও গবেষণার যে নেশা তাঁকে পেয়ে বসেছিল, জীবনের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ পর্যন্ত তা অটুট ছিল। মাস্টার্স ও ডক্টরেট পর্যায়ে তিনি প্রতিদিন প্রায় দুইশ পৃষ্ঠা করে পড়তেন। তীক্ষ্ণ ধীশক্তির অধিকারী এই বিরলপ্রজ গবেষক তাঁর মেধা, গভীর অধ্যবসায় ও নিমগ্ন বৈদগ্ধ্যের মাধ্যমে মাখতূতাত বা পাণ্ডুলিপি বিশেষজ্ঞ হিসাবে গবেষণা জগতে নিজের এক শক্ত ও মযবুত অবস্থান তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ)-এর দুর্লভ ও দুষ্প্রাপ্য ফৎওয়া, গ্রন্থ ও রিসালা, যেগুলো ইতিপূর্বে কোথাও প্রকাশিত হয়নি, সেগুলোকে সংকলন করে 'জামে'উল মাসাইল' নামে ছয় খণ্ডে প্রকাশ করে তিনি যে অসামান্য ইলমী খিদমত মুসলিম জাতিকে উপহার দিয়েছেন, তা এককথায় অতুলনীয়।

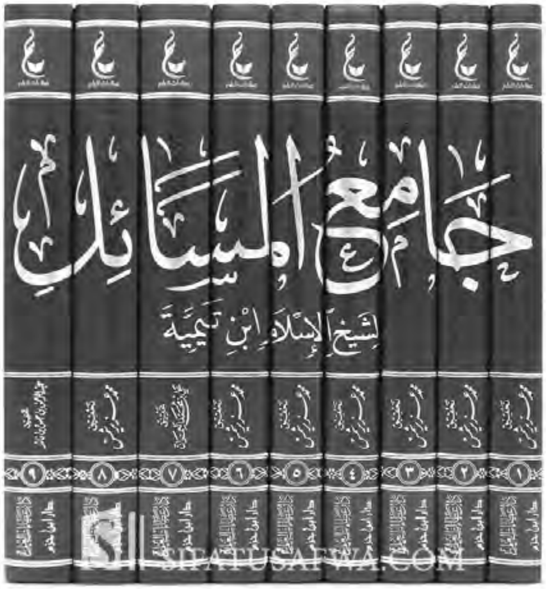

জন্ম : মুহাম্মাদ ওযায়ের শাম্‌স ১৯৫৬ সালে পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ যেলার ছালেহডাঙায় এক আলেম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মাওলানা শামসুল হক সালাফী (১৯১৫-১৯৮৬ খৃ.) ভারতের একজন খ্যাতিমান আলেম ও মুহাদ্দিছ ছিলেন। তিনি জামে'আ সালাফিইয়া বেনারসের দ্বিতীয় শায়খুল হাদীছ ছিলেন।

শিক্ষাজীবন : ১৯৬৬ সালে মাদ্রাসা ফয়যে 'আম মৌ-য়ে তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয়। তিনি ১৯৭৬ সালে জামে'আ সালাফিইয়া বেনারস থেকে ফারেগ হন। অতঃপর ১৯৭৮ সালে মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে গমন করেন এবং সেখানে আরবী ভাষা ও সাহিত্য বিভাগে ভর্তি হন। ১৯৮১ সালে তিনি ১০০০ নম্বরের মধ্যে ৯৯৬ নম্বর পেয়ে লিসান্স (অনার্স) ডিগ্রী অর্জন করেন। ১৯৮৫ সালে মক্কার উম্মুল ক্বোরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার্স ডিগ্রী অর্জন করেন। মাস্টার্সে তাঁর থিসিসের বিষয় ছিল التأثير العربي في شعر حالى ونقده (উর্দূ কবি) 'হালীর কবিতায় আরবীর প্রভাব ও তা পর্যালোচনা')। এরপর তিনি একই বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ.ডি কোর্সে ভর্তি হন। পিএইচ.ডি-তে তাঁর গবেষণার শিরোনাম ছিল الشعر العربي في الهند : دراسة نقدية 'ভারতে আরবী কবিতা : একটি পর্যালোচনা'। ১৯৯০ সালে থিসিস জমাদানের সময় সুপারভাইজরের সাথে মতবিরোধের কারণে তিনি পিএইচ.ডি ডিগ্রী লাভ থেকে বঞ্চিত হন। এভাবেই তাঁর শিক্ষাজীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে।

শিক্ষকমণ্ডলী : দেশ-বিদেশের খ্যাতনামা শিক্ষকমণ্ডলীর কাছে তিনি জ্ঞানতৃষ্ণা নিবারণ করেছেন। তাঁর হিন্দুস্থানী শিক্ষকগণের মধ্যে অন্যতম হলেন মাওলানা শামসুল হক সালাফী (পিতা), মাওলানা মুহাম্মাদ রাঈস আহমাদ নাদভী, শায়খ ছফিউর রহমান মুবারকপুরী, মাওলানা আব্দুল ওয়াহীদ রহমানী প্রমুখ। আর আরব শিক্ষকগণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন ড. আব্দুল আযীম আলী আশ-শানাবী, শায়খ আব্দুল বাসিত বদর, শায়খ আলী নাছের আল-ফাকীহী, ড. হাসান মুহাম্মাদ বাজূদাহ, ড. আহমাদ মাক্কী আল-আনছারী, ড. আব্দুল হাকীম হাস্‌সান, আব্দুল আযীয কিশক প্রমুখ।

প্রবন্ধ লিখন : জামে'আ সালাফিইয়া বেনারসে অধ্যয়নকালে ১৯৭৫ সালে ভারতের বিখ্যাত উর্দূ গবেষণা পত্রিকা মা'আরিফ'-এ 'মাওলানা শামসুল হক আযীমাবাদী' শিরোনামে তাঁর প্রথম প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। একই সময়ে তিনি ভারতীয় উপমহাদেশের প্রায় ছয়শ আহলেহাদীছ আলেমের জীবনী লিপিবদ্ধ করেন। যা অদ্যাবধি অপ্রকাশিতই রয়ে গেছে। তাছাড়া তিনি মাজাল্লাতুল জামে'আ আস-সালাফিইয়া (বেনারস), মাজাল্লাতুল মুজাম্মা' আল-ইলমী আল-হিন্দী (আলীগড়), মাজাল্লাতু মুজাম্মাইল লুগাতিল আরাবিইয়াহ (দামেশ্‌ক), মা'আরিফ (আযমগড়), বুরহান

(দিল্লী), তাহকীকাতে ইসলামী (আলীগড়), তারজুমান (দিল্লী), মুহাদ্দিছ (বেনারস) প্রভৃতি পত্র-পত্রিকায় অসংখ্য প্রবন্ধ-নিবন্ধ লিখেছেন।

পাণ্ডুলিপি তাহকীক : শায়খ ওয়ায়ের শামস্-এর গবেষণার কেন্দ্রবিন্দু ছিল দুর্লভ-দুষ্প্রাপ্য ও অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ ও তা তাহকীক করে প্রকাশ করা। পাটনার খোদাবখশ লাইব্রেরী ও মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত দুর্লভ ও মূল্যবান অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপির তালিকা প্রস্তুতে তিনি কয়েক বছর ব্যয় করেন। ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ ও হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ)-এর হস্ত লিখিত পাণ্ডুলিপি সমূহ তাহকীক করে প্রকাশ করা তাঁর জীবনের অন্যতম লক্ষ্য ছিল। তিনি এই দুই জগদ্বিখ্যাত মনীষীর বহু গ্রন্থ তাহকীক করে প্রকাশ করেছেন।

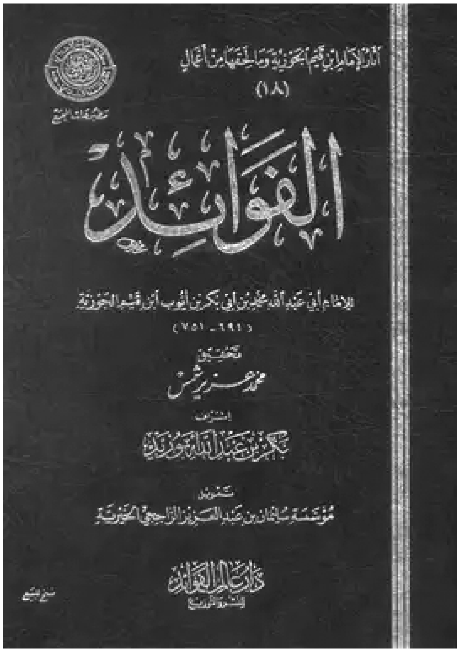

রচনাসমূহ : তাঁর তাহকীককৃত, রচিত ও অনূদিত গ্রন্থগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল :

১. ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ)-এর 'জামে'উল মাসায়েল' (৬ খণ্ড)।

২. কায়েদা ফিল ইসতিহসান (১৯৯৯)।

৩. আল-জামে' লি-সীরাতে শায়খিল ইসলাম ইবনু তায়মিয়াহ (যৌথভাবে, ১৯৯৯)।

৪. হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ)-এর 'আর-রিসালাতুত তাবূকিয়াহ' (২০০৩)।

৫. আল-ফাহারিস আল-ইলমিইয়াহ লি-আছারিল ইমাম ইবনিল ক্বাইয়িম আল-জাওযিয়াহ (২ খণ্ড, যৌথভাবে, ২০১৯)।

৬. শাহ ইসমাঈল শহীদ রচিত 'রদ্দুল ইশরাক' (১৯৮৩)।

৭. আল্লামা শামসুল হক আযীমাবাদীর 'গায়াতুল মাকছূদ ফী হাল্লে সুনানে আবীদাউদ' (১৯৯৩)।

৮. মুসাদ্দাসে হালীর আরবী অনুবাদ।

৯. মু'আল্লিমীর আত-তানকীল (যৌথভাবে, ২০১৪)।

১০. মাক্বালাতে মুহাম্মাদ ওয়ায়ের শামস (২০২০)।

মৃত্যু ও দাফন : শায়খ ওয়ায়ের শামস ২০২২ সালের ১৫ই অক্টোবর এশার ছালাতের পর হঠাৎ হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মক্কায় মৃত্যুবরণ করেন। পরদিন ১৬ই অক্টোবর বাদ ফজর মাসজিদুল হারামে জানাযা শেষে তাঁকে মক্কার মু'আল্লা কবরস্থানে দাফন করা হয়।

পরিশেষে বলা যায়, শায়খ ওয়ায়ের শামস একজন শেকড়সন্ধানী গবেষক ছিলেন। প্রাচীন পাণ্ডুলিপির প্রতি তাঁর যে আগ্রহ ছাত্রজীবনে শুরু হয়েছিল, তা আমরণ অক্ষুণ্ণ ছিল। ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ)-এর দুর্বোধ্য হস্ত লিপির পাঠোদ্ধার ছিল তাঁর জীবনব্রত। এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হিসাবে তিনি সর্বমহলে স্বীকৃত ও সমাদৃত ছিলেন। বর্তমান আহলেহাদীছ আলেমদের মধ্যে এমন ধারার নিমগ্ন গবেষক আর নেই বললে মোটেই অত্যুক্তি হবে না। এই প্রখ্যাত মুহাক্কিককে আল্লাহ রব্বুল আলামীন জান্নাতুল ফেরদাউসে স্থান দিয়ে সম্মানিত করুন! আমীন!!

[লেখক : সাবেক সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ ও উপদেষ্টা সম্পাদক, তাওহীদের ডাক।

সদ্য প্রকাশিত

যুবসমাজের অধঃপতন কারণ ও প্রতিকার

লেখক : শায়খ সুলায়মান বিন সালীমুল্লাহ আর-রুহাইলী

কুরআন বর্জন, হাদীছ থেকে দূরে সরে যাওয়া, সালাফে ছালেহীনের বুঝ অনুযায়ী কুরআন-সুন্নাহ না বুঝা, জামা'আতবদ্ধ জীবন-যাপনের ব্যাপারে ঔদাসীন্য, অসৎ সঙ্গ, সময়ের অপব্যবহার, ইন্টারনেট আসক্তি ইত্যাদি নানা কারণে বর্তমান মুসলিম যুবসমাজ ক্রমশঃ অধঃপতনের অতল গহ্বরে নিমজ্জিত হচ্ছে। ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে প্রশান্তিময় জীবন-যাপনের দিশা লাভের জন্য বইটি পাঠ করা প্রত্যেক মুসলিম যুবকের জন্য অপরিহার্য কর্তব্য।

অর্ডার করুন

০১৭৭০-৮০০৯০০

www.hadeethfoundationbd.com

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী। মোবাইল : ০১৮৩৫-৪২৩৪১০

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ-এর বার্ষিক ক্যালেণ্ডার ২০২৩ পরিচিতি

*[পৃথিবীর বুকে অবরুদ্ধ ৪টি মুসলিম অঞ্চল হ'ল শিনজিয়াং, গাযা, কাশ্মীর ও আরাকান। যেখানে লাখ লাখ মুসলমান প্রতিনিয়ত বিশ্ববাসীর গোচরে-অগোচরে অবর্ণনীয় নির্যাতন ও নিপীড়নের শিকার হচ্ছে। স্রেফ মুসলিম হওয়ার অপরাধে আজ তারা নিজভূমে পরবাসী। পরাধীনতার নির্মম শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে তারা অতিবাহিত করছে এক দুর্বিষহ মানবেতর জীবন। নিপীড়িত এই ৪টি অঞ্চল নিয়েই **'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'**-এর বার্ষিক ক্যালেন্ডার ২০২৩ প্রকাশিত হয়েছে।]*

শিনজিয়াং, চীন :

পশ্চিম চীনের বিস্তীর্ণ অঞ্চল নিয়ে অবস্থিত চীনের একমাত্র মুসলিম অধ্যুষিত প্রদেশ 'শিনজিয়াং', যার আয়তন বাংলাদেশের ১১ গুণ। চীনের ২২টি প্রদেশের মধ্যে সবচেয়ে বড় এই প্রদেশে প্রায় দেড় কোটি উইঘুর মুসলিম জনগোষ্ঠীর বসবাস। প্রায় ২৫ হাযার মসজিদ রয়েছে। পাহাড়-পর্বত পরিবেষ্টিত এই অঞ্চলটির পূর্বনাম ছিল পূর্ব-তুর্কিস্তান। তাদের ভাষাতেও রয়েছে অনেকটা তুর্কী ও আরবী ভাষার সংমিশ্রণ। এরা জাতিগতভাবে মধ্য এশীয়দের কাছাকাছি। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে শিনজিয়াং-এর অর্থনীতি কৃষি ও বাণিজ্যের উপর নির্ভরশীল। এই অঞ্চলের শহরগুলোর ভিতর দিয়েই গেছে বিখ্যাত সিল্ক রোড। বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে উইঘুররা নিজেদের স্বাধীনতা ঘোষণা করে। কিন্তু এই অঞ্চলটিকে চীনের নতুন কম্যুনিস্ট সরকারের পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা হয়।

তিব্বতের মত শিনজিয়াংও স্বায়ত্বশাসিত এলাকা। কিন্তু বাস্তবে দু'টি এলাকাই চীনের কেন্দ্রীয় সরকারের কঠোর নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হয়। প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর এই প্রদেশটিকে দখলে রাখতে চীন সরকার শুরু থেকে নানা পদক্ষেপ নিয়েছে। কয়েক দশকে চীনের সংখ্যাগুরু হান জাতির বহু মানুষকে শিনজিয়াং-এ প্রত্যাবাসন করা হয়েছে। বর্তমানে উইঘুর জনগোষ্ঠীর মুসলিম পরিচয়, সংস্কৃতি ও বিশ্বাসকে নিশানা করে গণহারে তাদের আটক করে রাখা হচ্ছে। তাদেরকে কোণঠাসা করতে প্রকাশ্যে ধর্মীয় শিক্ষাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। বহু মসজিদ ধ্বংস করা হয়েছে। জন্মনিয়ন্ত্রণ করতে বাধ্য করা হয়েছে। গুম করা হয়েছে বহু বিশিষ্ট উইঘুর ব্যক্তিকে। সেখানে বিশাল আকারের সব বন্দীশিবির নির্মাণ করা হয়েছে। যেখানে দেড় কোটি উইঘুর জনগোষ্ঠীর প্রায় ১০ লাখই বর্তমানে বন্দী রয়েছে। শুধু তাই নয় চীন সরকারের যুলুম থেকে বাঁচার জন্য প্রায় ২৫ লক্ষ উইঘুর বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। তিব্বতের মত শিনজিয়াংও বর্তমানে নিষিদ্ধ জনপদে পরিণত হয়েছে, যার আড়ালে নীরবে নিষ্পিষ্ট হচ্ছে লক্ষ-কোটি উইঘুর মুসলমানদের জীবন।

গাযা, ফিলিস্তীন :

অধিকৃত ফিলিস্তীনের প্রাচীর বেষ্টিত কারাগারের মত অবরুদ্ধ শহর 'গাযা'। ইসরাঈলের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণায় ভূমধ্যসাগর ঘেঁষে এক চিলতে জায়গায় এর অবস্থান। আয়তন মাত্র ৩৬০ বর্গ কি.মি.। দৈর্ঘ্য ৪১ কি.মি. ও প্রস্থ ১২ কি.মি.। এই শহর বর্তমানে একটি সুবৃহৎ আকারের শরণার্থী শিবিরে পরিণত হয়েছে, যার ১৬ লক্ষ মানুষের মধ্যে ৮৩ ভাগই দরিদ্র। ১৯৬৭ সাল থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত গাযা এলাকা দীর্ঘকাল ইসরাঈলের দখলে ছিল। ফিলিস্তীনীদের অবিরাম প্রতিরোধ-আন্দোলনে বাধ্য হয়ে অত্যাচারী ইসরাঈলীরা ২০০৫ সালে গাযা ছেড়ে গেলেও গাযার উপর অবরোধ চাপিয়ে দেয়। তারা গাযায় ঢোকার ও বের হওয়ার সব পথ বন্ধ করে দেয়। দক্ষিণ মিসরের সিনাইয়ের দিকে একটা প্রবেশ পথ আছে। কিন্তু মার্কিন-ইসরাঈলের চাপের মুখে মিসর সে পথটিও বন্ধ করে দেয়। আর এভাবে গাযা পরিণত হয়েছে বিশ্বের বৃহত্তম কারাগারে।

১৯৪৮ সালে আরব লীগের তীব্র বিরোধিতা সত্ত্বেও জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ফিলিস্তীনকে বিভক্ত করে 'ইসরাঈল' নামে ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব পাশ হয়। ইসরাঈল নামক এই রাষ্ট্রটির অবৈধ জন্মলাভের পর থেকেই তার ভিতরে লুকানো পশু প্রবৃত্তির বহিঃপ্রকাশ ক্রমেই ঘটতে

থাকে। ১৯৪৮ সালে ফিলিস্তীন-ইসরাঈল যুদ্ধের সময় পশ্চিমতীর জর্ডানের এবং গাযা মিসরের দখলে চলে আসে। পরবর্তীতে ১৯৬৭ সালে ৬ দিনের ভয়াবহ যুদ্ধে ইসরাঈল পুনরায় সেগুলো দখল করে নেয়। ১৯৪৮ সাল থেকে অদ্যাবধি প্রায় ৭৫ বছরে ইসরাঈল যে বর্বরতা ও পাশবিকতা দেখিয়েছে, তা মানুষ কোনদিন কল্পনাও করেনি। হাযার হাযার ফিলিস্তীনী নর-নারীর রক্তে রঞ্জিত গাযা এখনও মর্মন্তুদ মুসলিম নিপীড়ন এবং মানবতার চূড়ান্ত পরাজয়ের দৃষ্টান্ত হয়ে আছে।

কাশ্মীর :

গাযার মত এক অন্তহীন যুলুমের শিকার, লক্ষ লক্ষ নিপীড়িত নর-নারীর রক্তে রঞ্জিত অঞ্চল কাশ্মীর। ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা অর্জনের পরপরেই অন্যান্য প্রদেশের ন্যায় কাশ্মীর ভারত বা পাকিস্তানে যোগ দেয়নি। কেননা কাশ্মীরের ৮০ ভাগ লোক মুসলমান হওয়ায় নীতিগতভাবে কাশ্মীর পাকিস্তা-নের প্রাপ্য হওয়া সত্ত্বেও রাজনৈতিক ও কৌশলগত কারণে লর্ড মাউন্টব্যাটন ও নেহেরু তা হ'তে দেননি। অপরদিকে তৎকালীন কাশ্মীরের শিখ শাসক মহারাজা হরি ছিলেন আদ্যোপান্ত একজন ক্ষমতালোভী স্বৈরাচারী। ক্ষমতা কুক্ষিগত রাখতেই তিনি ভারত বা পাকিস্তানে যোগ দেননি। তার আশংকা ছিল কাশ্মীর মুসলিম অধ্যুষিত হওয়ায় ভবিষ্যতে তিনি ক্ষমতাচ্যুত হ'তে পারেন। সেজন্য তিনি যেনতেন প্রকারে অন্ততঃপক্ষে জম্মুকে কুক্ষিগত রাখতে তার ডোগরা সেনাদের দিয়ে নির্বিচারে মুসলিম গণহত্যা চালান।

ফলে ১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে জম্মুতে শিখ ও বহিরাগত হিন্দুদের দ্বারা কমপক্ষে ২ লক্ষ ৩৭ হাযার মুসলিম পরিকল্পিত গণহত্যার শিকার হয়। একপর্যায়ে লর্ড মাউন্টব্যাটন ও নেহেরু গণভোট আয়োজনের মাধ্যমে কাশ্মীর সমস্যার সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। কিন্তু সেই গণভোট আর কখনোই অনুষ্ঠিত হয়নি। ইতিমধ্যে কাশ্মীরের এক-তৃতীয়াংশ পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়, যার নাম দেয়া হয় 'আযাদ কাশ্মীর'। আর দুই-তৃতীয়াংশ থেকে যায় ভারতের কাছে, যা 'জম্মু ও কাশ্মীর' নামে পরিচিত। আশির দশক থেকে পুনরায় শুরু হওয়া আযাদী আন্দোলনে এখনও পর্যন্ত প্রায় লক্ষাধিক কাশ্মীরীর প্রাণহানী ঘটেছে। কিন্তু তারা আজও অবরুদ্ধ কারাগারের বন্দিত্ব নিয়ে মুক্তির প্রহর গুনছে।

আরাকান, মিয়ানমার :

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সর্ববৃহৎ রাষ্ট্র বার্মা বা মিয়ানমারের অন্ত-র্গত বর্তমানে 'রাখাইন স্টেট' নামে পরিচিত বাংলাদেশের দক্ষিণপূর্ব সীমান্তে বঙ্গোপসাগরের উপকূলবর্তী পাহাড়বেষ্টিত একটি অনিন্দ্য সুন্দর অঞ্চল 'আরাকান'। যার আয়তন ১৪,২০০ বর্গমাইল। এই প্রদেশের বৃহত্তম মুসলিম জনগোষ্ঠীর নাম 'রোহিঙ্গা'। রোহিঙ্গাদের ইতিহাস হাযার বছরের পুরনো। অষ্টম শতাব্দী থেকে শুরু করে সময়ের প্রেক্ষিতে বিভিন্ন পর্যায়ে আরাকানে মুসলিম বসতি গড়ে উঠে এবং এটি পূর্ণাঙ্গ মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় পরিণত হয়। কিন্তু বৃটিশ প্রশাসন ১৯৪৮ সালে বার্মাকে স্বাধীনতা দানের পূর্বে সুকৌশলে রোহিঙ্গা-মগদের মধ্যে বিভেদের সূত্রপাত ঘটায়, যাতে করে সেখানে কাশ্মীরের মত স্থায়ীভাবে রক্তপাত ঘটানো যায়। ফলে স্বাধীনতা উত্তর বার্মা সরকার ঐতিহাসিক সত্যকে পদদলিত করে রোহিঙ্গাদেরকে বহিরাগত হিসাবে অপপ্রচার চালিয়ে তাদের উপর নিষ্ঠুর নির্যাতন আরম্ভ করে। তাদেরকে ক্রমশঃ প্রশাসনিক ক্ষমতা থেকে উচ্ছেদপূর্বক গোটা প্রশাসনকে ষড়যন্ত্রমূলক ভাবে মগদের হাতে তুলে দেয় এবং নিয়ন্ত্রিত করে ফেলে তাদের নাগরিক অধিকার। বছরের পর বছর ধরে বিভিন্ন অপারেশনের মাধ্যমে বর্মী সেনা ও স্থানীয় মগরা যৌথভাবে তাদেরকে হত্যা, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ, লুণ্ঠন, জবরদস্তি শ্রমসহ হেন নির্যাতন নেই যা তাদের উপরে চালানো হয়নি।

এককথায় তাদেরকে সমস্ত নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়। নিষ্ঠুর ও লোমহর্ষক নির্যাতনের মাধ্যমে তারা হাযার হাযার রোহিঙ্গাদের হত্যা করে। ফলে লক্ষ লক্ষ রোহিঙ্গা প্রাণের ভয়ে স্বদেশ ছেড়ে বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও থাইল্যান্ডে পালিয়ে যায়। রোহিঙ্গা উৎখাতের অংশ হিসাবে ১৯৩৭ থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত ছোট ও বড় আকারে প্রায় ১০০টি সহিংসতা, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও মিলিটারি স্টাইলে অপারেশন পরিচালিত হয়। এতে হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছে লক্ষাধিক রোহিঙ্গা। সর্বশেষ ২০১৭ সালে বর্মী সেনাদের নৃশংস হামলার শিকার হয়ে কয়েক লক্ষ বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা মিয়ানমার থেকে বাংলাদেশে পালিয়ে আসে। নিজ স্থায়ী আবাসভূমি থাকা সত্ত্বেও তারা আজ ভূমিহীন, রাষ্ট্রহীন হিসাবে ভাসমান ও ভিনদেশে শরণার্থী। বর্তমানে প্রায় ১২ লক্ষ রোহিঙ্গা শুধু বাংলাদেশেই শরণার্থী হিসাবে অবস্থান করছে। বিশ্বের সর্বাধিক নির্যাতিত এই জনগোষ্ঠী বর্তমানে বিশ্বের অন্যতম প্রধান ট্রাজেডী।

অন্যরকম শাশুড়ি মা

-মুহাম্মাদ কামরুযযামান

সকাল সকাল শাশুড়ির রুমে এসে দাঁড়িয়ে আছি। আমার ঠিক দুইপাশে তিনজন জা দাঁড়িয়ে আছেন। বিয়ে হয়ে শ্বশুর বাড়ি আসলাম মাত্র একদিন হ'ল। একদিন যেতে না যেতেই সকাল সকাল এমন করে শাশুড়ির তলব পেয়ে আমি একটু ভয় পেয়ে গেলাম। যাদের কাছে জিজ্ঞেস করব তার সুযোগই পেলাম না। সবাই হন্তদন্ত হয়ে শাশুড়ির রুমে এসে হাযির। শাশুড়ি খুব গম্ভীর হয়ে বললেন, ভয় পাওয়ার কারণ নাই ছোট বউ। বাড়ির উত্তরে একখান জামরুল আর কদবেল গাছ আছে। এই দুই গাছের মাঝামাঝি একটা নারিকেল গাছ লাগানোর দায়িত্ব তোমার। শুধু লাগালেই হবে না, মাঝে মাঝে যত্নও নিতে হবে।

বিয়ে হয়ে শ্বশুরবাড়ি আসলাম মাত্র একদিন হ'ল। এর মধ্যে নারিকেল গাছ লাগানোর কথা শুনে আমার ভয় যেমন বাড়ল তেমনি রাগও হ'ল। আমি এই কোথায় এসে পড়লাম! আমি চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছি দেখে শাশুড়ি একটু কঠিন করে বলল, কথা বুঝো নাই বউ? আমি বললাম, বুঝেছি আম্মা। বুঝলে ভাল। বড় বউ তোমাকে সব দেখিয়ে দিবে। এই বাড়ির বউ হয়ে এসেছ। কাজকর্ম মন দিয়ে করতে হবে ছোট বউ। জ্বী আম্মা।

আমার শাশুড়ি এবার একটু রাগী চোখে মেজ জায়ের দিকে তাকাল। মেজ জা আমতা আমতা করতে করতে বলল, আম্মা দোষটা আমার। আমাকে আপনি ক্ষমা করে দেন। এমন ঘটনা আর হবে না। কথাটা শেষ করে মেজ ভাবি ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। মেজ ভাবির কান্না দেখে শাশুড়ি খুব রেগে গিয়ে বললেন, দোষ যে তোমার সেটা তো আমি আগেই জানতাম। তোমার তো কঠিন শাস্তি হওয়া উচিত বউ। তোমার বাপের বাড়ি খবর দেওয়া উচিত। কিন্তু আমি চাই না এই বাড়ির খারাপ কোন সংবাদ বাইরের মানুষের কানে যাক। এই বিচার আমি একা করব। এই সংসার আমার। এখানে অন্যায় কিছু আমি বরদাশত করব না।

কথা শেষ করে শাশুড়ি বিড়বিড় করে কী সব পড়লেন। আমরা দাঁড়িয়ে আছি। আমি কী করব বুঝতে পারছি না। হঠাৎ করে শাশুড়ি বললেন, তোমরা যাও। শাশুড়ির রুম থেকে বের হয়ে আসার পর আমার কাছে সবকিছু কেমন উল্টাপাল্টা লাগছে। মেজ ভাবির কান্না দেখে আমার খুব খারাপ লেগেছে। যদিও আমি বুঝতে পারছি না বিষয়টা কী। তারপরও এখন শাশুড়ির উপর খুব রাগ হচ্ছে। একজন শাশুড়ি যদি এমন করে বাড়ির বউদের শাসন করে তবে তা কিছুতেই মেনে নেওয়া যাবে না। আমিও খান বাড়ির ছোট মেয়ে। আমার উপর এসব খবরদারি চলবে না। আমি মনে মনে ঠিক করলাম গাছ আমি লাগাব না। ইচ্ছে করেই লাগাব না। দেখি শাশুড়ি আমার কী করে। আজ কয়েকবার বড় ভাবি গাছ লাগানোর জন্য তাগিদ দিয়েছে কিন্তু আমি এড়িয়ে গিয়েছি। ইচ্ছে করে এড়িয়ে গিয়েছি। সকাল থেকে কয়েকবার বলার পর দেখি বড় ভাবি এই নিয়ে আর কিছু বলছে না। ভালই হ'ল। শাশুড়ি বুঝুক আমার উপর এত সহজে খবরদারি করা যাবে না।

একান্নবর্তী পরিবার। বাজারে আড়তের ব্যবসা। বিশাল ব্যবসা। চার ভাই এই আড়তেই বসে। তাছাড়া এলাকায় ব্যবসা এবং জমিজমা নিয়ে এই পরিবারের বেশ নাম-ডাক আছে। শুনেছি আমার শ্বশুর গত হয়েছেন প্রায় সাত বছর হ'তে চলল। এই বাড়ির চার ছেলেই মায়ের ভীষণ ভক্ত। মা যা বলেন বিনা বাক্যে ছেলেরা তা মেনে নেয়। ছেলেদের কথা হ'ল মা যতদিন আছে আমরা সব ভাই এক সাথে। আলাদা হওয়া, আলাদা চিন্তা করার সুযোগ নেই। এই নিয়ে বাড়ির বউদের কোন অভিযোগ কাজে লাগবে না। বাড়ির বেশীর ভাগ বিষয়ে আমার শাশুড়িই সিদ্ধান্ত দেন। আর সেই সিদ্ধান্তে বাড়ির ছেলেদের খুব একটা দ্বিমত নেই এবং থাকেও না। মেজ ভাবির কাছে এসব শুনে আমার রাগ আরও বাড়ল। এটা অন্যায়। একজন মানুষ এমন করে সবার উপর কর্তৃত্ব করবেন তা কিছুতেই মেনে নেওয়া যায় না। মনে মনে রাগ পুষে রাখলেও কাউকে কিছু বললাম না।

প্রায় সাতদিন হ'তে চলল। শাশুড়ির সাথে বেশ কয়েকবার দেখা হলেও গাছ লাগানোর বিষয়ে কিছু বললেন না। আমিও মনে মনে ভাবলাম ভালই হ'ল। শাশুড়িকে এই একটা শিক্ষা দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছি আমিও খান বাড়ির মেয়ে। আমার উপর এমন করে খবরদারি চলবে না। অন্যায়ভাবে বাড়ির অন্য বউদের শাসন করলেও আমাকে পারবে না। খুব অল্প সময়ে এই বাড়িতে আমার সবচেয়ে প্রিয় মানুষ হয়ে উঠলেন বড় ভাবি। চুপচাপ আপন মনে কাজ করে চলেন। কোন বিষয়ে বিচলিত হ'তে দেখি না। বাড়ির অন্য বউয়েরাও দেখি বড় ভাবিকে বেশ পছন্দ করেন। তবে এই বাড়িতে এসে একটা বিষয় শুনে বেশ কষ্ট পেয়েছি। বড় ভাবি নিঃসন্তান। ঢাকায় গিয়ে অনেক বড় ডাক্তার দেখিয়েও কোন কাজ হয়নি। তবে এই বাড়ির বাচ্চা-কাচ্চারা বড় ভাবির ভীষণ ভক্ত। মনে হয় তাদের সব আবদার বড় মায়ের কাছে। বাড়ির সব ছেলে মেয়েদের পড়ালেখা খাবার-দাবার সবকিছুর খবর যেন বড় ভাবির কাছে। এই নিয়ে কারো কোন অভিযোগও নেই। এসব দেখে বড় ভাবির প্রতি আমার শ্রদ্ধা এবং মায়া যেন আরও বেড়ে গেল।

সবকিছু ঠিকঠাক চলছিল। একদিন দেখি বড় ভাবি চোখ মুছতে মুছতে আমার শাশুড়ির রুম থেকে বের হচ্ছে। ভাবিকে দেখতে আমার খুব কষ্ট হ'ল। ভেতরের রুম থেকে শাশুড়ি কী সব বলে চিৎকার চেঁচামেচি করছেন। বড় ভাবির মতো

এমন একটা মানুষকে বকতে পারে তা আমার বিশ্বাস হচ্ছে না। কী এমন করল যে ভাবিকে এভাবে বকতে হবে! এটা দেখার পর শাশুড়ির উপর আমার রাগটা যেন আরও বাড়ল।

সন্ধ্যার দিকে শাশুড়ি আমাকে ডাকলেন। কেমন আছ ছোট বউ? ভাল আম্মা। ইসমাঈলের সাথে তুমি নাকি খুব রাগারাগি করছ? এই সংবাদ আপনার কানে আসল কেমন করে? সংবাদের বিষয়ে তুমি কি আমার কাছে কৈফিয়ত চাও বউমা? কৈফিয়ত কেন আম্মা? আমাদের স্বামী স্ত্রীর মাঝে একটু মান-অভিমান হ'তে পারে তাই বলে সেই সংবাদ আপনার কাছে আসবে, আপনি সেটা নিয়ে আমার বিচার করবেন সেটা তো ঠিক না আম্মা। কোনটা ঠিক, কোনটা বেঠিক সেটা বোঝার ক্ষমতা তুমি এখনো অর্জন কর নাই ছোট বউ।

এই বাড়িতে তোমার বড় ভাইকে আমি আসতে নিষেধ করেছি। এখানে ইসমাঈলের কোন দোষ নাই। এই নিয়ে তুমি আর কোন আওয়াজ তুলবে না। আম্মা কাজটা কি আপনি ঠিক করলেন? বলেছি তো কোনটা ঠিক আর কোনটা বেঠিক সেটা বোঝার ক্ষমতা তোমার হয় নি। তুমি এখন যাও ছোট বউ। আমার রাগ যেন বাড়ছিল। ইচ্ছে করছিল শাশুড়িকে আরও কিছু কথা শুনিয়ে আসি। কিন্তু রাগটা এতো বেড়ে গিয়েছিল যে আমার মুখ দিয়ে শব্দ বের হচ্ছিল না। শাশুড়ির রুম থেকে বের হয়ে নিজের রুমে এসে দরজা বন্ধ করে একা একা কিছুক্ষণ কাঁদলাম। আমার স্বামী ইসমাঈলের উপর ভীষণ রাগ হচ্ছে। জিনিসপত্র নিয়ে গতকাল এই বাড়িতে আমার বড় ভাই আসার কথা ছিল। আমি শুনেছি ইসমাঈল বারণ করেছে। এই নিয়ে ইসমাঈলের সাথে আমার বেশ কথা কাটাকাটিও হয়েছে। আজ যখন বিষয়টা শাশুড়ির মুখে শুনলাম তখন রাগটা আরও বাড়ল। সবকিছুতে শাশুড়ির এমন খবরদারি মেনে নিতে আমার খুব কষ্ট হচ্ছে। আমার বাড়ি থেকে কিছু জিনিসপত্র দিতেই পারে। কিন্তু তা আনতে এভাবে বারণ করা অন্যায়। মনে মনে ভাবলাম, আমিও খান বাড়ির মেয়ে। এটার একটা বিহিত আমি করব।

রাতে ভাবিরা একে একে সবাই এসে খেতে ডাকল। আমি জানিয়ে দিলাম খাব না। ইসমাঈলও অনেক জোরাজুরি করল। আমি বেশ শক্ত। কিছুতেই আজ খাব না। শেষে সবাই বুঝে নিয়েছে আমি বেশ কঠিন ধাঁচের মেয়ে। আমাকে খাওয়ানোর আশা ছেড়ে দিয়ে সবাই ডাকাডাকি বন্ধ করল। আমিও মনে মনে ভেবে রেখেছি, এবার শাশুড়িকে একটা উচিৎ শিক্ষা দিয়ে তবে আমি শান্ত হব।

রাত এগারো টার দিকে বড় ভাবি এসে বলল, আম্মা তোমায় ডাকছে। আমি কিছু না বলে শাশুড়ির রুমের দিকে রওনা দিলাম। মনে মনে ভাবলাম এই সুযোগ। এত সহজে ছেড়ে দেওয়া যাবে না। রুমে ঢুকে দেখি শাশুড়ি কুরআন তিলাওয়াত করছেন। আমাকে ইশারা করলেন বসার জন্য। আমি বসলাম ছোট টুলে। আমি চুপচাপ বসে আছি। শাশুড়ি একটা হালকা আওয়াজে তিলাওয়াত করছেন। তিলাওয়াত খুব মিষ্টি লাগছে। যদিও আমার ভেতরটা রাগে ফুসছে কিন্তু কেন জানি এই তিলাওয়াত শুনতে আমার খুব ভাল লাগছে। রুমটা বেশ গোছানো। এই রুমে আরও কয়েকবার আসা হলেও এমন মনোযোগ দিয়ে দেখা হয়নি কখনো। সবকিছু বেশ সুন্দর করে সাজানো আছে। যেটা যেখানে থাকা প্রয়োজন ঠিক সেখানে আছে। একটুও এদিক-সেদিক নেই। বেশী কিছুক্ষণ হয়ে গেল। আমার শাশুড়ির তিলাওয়াত শেষ হয়নি। খানিকটা সময় পেরুলেও আমার একটুও বিরক্ত লাগছে না। কেন জানি মনটা শান্ত হয়ে এসেছে। শাশুড়িকে আজ কিছু একটা বলে শায়েস্তা করার সাহসটাও যেন হারিয়ে গেল।

আমি কী সব ভাবছিলাম। এমন সময় শাশুড়ি বলল, এসেছো বউমা? জ্বী আম্মা। ইসমাঈল ঘুমিয়েছে? শুয়ে পড়েছে। এতক্ষণে হয়ত ঘুমিয়ে পড়েছে। যাক ভাল হ'ল। তোমার সাথে এখন কিছুক্ষণ গল্প করা যাবে। আমার ভেতর রাগ এখনো আছে কিন্তু কিছু একটা বলতে গিয়েও বলতে পারলাম না। তখন শাশুড়ি বলা শুরু করল, এই বাড়িতে আমি বউ হয়ে আসি মাত্র ষোল বছর বয়সে। কলেজে উঠতেই আমার বিয়ে হয়ে গেল। নিজের কত রকম স্বপ্ন ছিল। বিয়ের পর ভাবলাম সব শেষ। রান্না-বান্না, স্বামী-সন্তান এই নিয়েই যেন জীবন। আস্তে আস্তে সংসার বড় হ'তে লাগল। ঘরবাড়ি, জমি-জমা, সম্পত্তি সব যেন আস্তে আস্তে বাড়তে লাগল। কিন্তু এই বাড়ির বউ হয়ে আসা এই আমি ঠিক আগের মতই আছি। বাবার বাড়ি থেকে সবকিছু ছেড়ে বসতি করলাম এই শ্বশুরবাড়িতে। নিজের জীবনের বিশাল একটা সময় এই সংসারের পেছনে দিয়েও মনে হ'তে থাকে আমি শুধু এই বাড়ির বউ। সবাই আমাকে অমুক বাড়ির বউ বলে চিনে। এত কিছু করেও আমি এখনো অমুক বাড়ির বউ। রাশেদের মা, ইসমাঈলের মা তো খুব কদাচিৎ।

শাশুড়ি একটা দীর্ঘশ্বাস দিয়ে বললেন, আমাকে দেখে তোমার মনে হ'তে পারে এই বাড়ির সবকিছুর হর্তাকর্তা বুঝি আমিই। চাইলেই অনেক কিছু করতে পারি। হ্যাঁ পারি, এখন চাইলে অনেক কিছু করতে পারি মা। তবে নিজের জন্য কিছুই তো করতে পারি না। আমার বিয়ের বছর খানেক পর ছোট ভাইটা মারা গেল টাইফয়েডে। টাকার অভাবে ঠিকমত চিকিৎসা করাতে পারেনি। আব্বা তো সামান্য স্কুল মাস্টার। আব্বাকে কত কিছু খাওয়াতে ইচ্ছে করত। অথচ এই সংসারের কোন কিছুই আমার হাতে নেই। স্বামীর কাছে বলে কোন লাভ ছিল না। দূর থেকে বড় বাড়ির বউ হয়ে আমি শুধু চোখের পানিই ফেলেছি। ছোট বোনটার বিয়েতে একটা স্বর্ণের জিনিস দেওয়ার কথা ছিল। শেষে আমার শ্বশুর না করলেন। সে যে কী কষ্ট আমার। বোনের বিয়েতেও গেলাম না। আমি শুধু এই বাড়ির বউ হয়ে রইলাম।

শাশুড়ি এবার একটু থামলেন। আমি একদৃষ্টে তাকিয়ে আছি আমার শাশুড়ির দিকে। আমার কিছুই বলতে ইচ্ছে করছে না। আমার শাশুড়ি আবার বলা শুরু করল। এখন আমার হাতে অনেক কিছু আছে। ছেলেদের বললে অনেক কিছু হয়ে যাবে। কিন্তু আমার তো আর কেউ নেই মা। বাবা-মা মারা গেছেন সেই কবে। ভাইটা তো মরেই গেল। বোনেরাও এখন বেশ ভাল আছে। আমার নিজের জন্য যে কিছুই করার নেই।

শাশুড়ি একটু চঞ্চল হয়ে উঠে বলল, তুমি মনে হয় রাগ করেছ এই বাড়িতে আসতে না আসতে তোমাকে আমি গাছ লাগানোর কথা কেন বললাম? আমি আমতা আমতা করতেই শাশুড়ি বলল, আমি তো জানি তুমি রাগ করে সেই গাছ লাগাও নি। আমিই বড় বউকে বারণ করেছি এই নিয়ে তোমাকে যেন কিছু না বলে। মা, আমি চাই এই বাড়ি তোমাদের হোক। বাড়ির উত্তর পাশে বড় নারিকেল গাছটা লাগিয়েছে এই বাড়ির বড় বউ। তার পাশের নারিকেল গাছটা সেজ বউ। পুব দিকের লকলকিয়ে বড় হওয়া নারিকেল গাছটা মেজ বউ লাগিয়েছে। এই গাছগুলো এই বাড়ির বউদের লাগানো বুঝতে পেরেছ। গাছগুলো দিন দিন বড় হবে। এই বাড়ি ছায়া দিবে, ফল দিবে। তার চেয়ে বড় কথা, এই গাছগুলো এই বাড়ির চারপাশ ঘিরে রাখবে তা শুধু না, এই গাছগুলো দেখলে তোমাদের ভেতর একটা সাহস আসবে। লম্বা হয়ে এই গাছগুলো মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকবে এই গাছ। দূর থেকে দেখলে মনে হবে এই বাড়িটা তোমরা আগলে রেখেছ। তাছাড়া বাড়ির পুরুষ মানুষগুলো এসব গাছ দেখলে বুঝতে পারবে এই বাড়ির বউয়েরা মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের অসম্মান করা এত সহজ নয়। তোমাদের শেকড় এই বাড়ির মাটির সাথে শক্ত হয়ে আছে। এই বাড়ি যে তোমাদের। এটা আমাদের বাড়ি। আমার এই বউদের বাড়ি।

রাগ, ক্ষোভ নিয়ে যেই আমি শাশুড়ির রুমে বসে প্রতীক্ষা করছিলাম শাশুড়িকে আজ হেনস্তা করে ছাড়ব বলে, সেই আমি চোখের পানি আটকে রাখতে পারছি না কিছুতেই। আমি কাঁদছি বাচ্চাদের মত করে। আমার কান্না মনে হয় না শাশুড়ি খুব একটা দেখছেন। তিনি আপন মনে গল্প করে চলেছেন। আম্মা এবার একটু রাগ দেখিয়ে বলল, বড় বউয়ের উপর আমার খুব রাগ। রোজ দিন আমার কাছে এসে কান্নাকাটি করে। আমি বললাম, কেন আম্মা? কেন আবার, নিজের কপালে নিজে কুড়াল মারতে চায় মেয়েটা। এমন বোকা হলে চলে! আমার বড় ছেলেকে আবার বিয়ে দিতে চায়। সে তো সন্তান দিতে পারল না। আবার বিয়ে করালে নাকি নতুন বউয়ের সন্তান হবে। আমি বলে দিয়েছি আমি জীবিত থাকতে এবং আমি মারা গেলেও এই কাজ হ'তে পারবে না। আল্লাহ তাদের কপালে সন্তান রাখে নি। বাড়িতে আরও ছেলে মেয়ে আছে। আমার ছেলের বংশ নিয়ে নিয়ে বড় বউয়ের চিন্তা করার দরকার নাই। কত বড় বেআক্কেল মেয়ে দেখছ। খুব ভাল করে বকেছি মেয়েটাকে। আমার খুব খারাপ লাগে এমন করে বকতে। কিন্তু এসব শুনলে মাথা কি আর ঠিক থাকে।

আমার শাশুড়ি এবার একটু শান্ত হয়ে বলল, আমাকে একটু পানি দাও মা। অনেক কথা বলে ফেলেছি। গলাটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল। পানি খেয়ে গ্লাসটা হাতে রেখেই তিনি বললেন, কিছু জিনিসপত্র মানে ফার্ণিচার নিয়ে তোমার ভাই আসতে চেয়েছিল। আমি না করেছি। আমি জানি এই নিয়ে তুমি খুব রাগ করেছ মা। কিন্তু আমি যে তোমার বাবার বাড়ি থেকে এসব নিতে পারব না। আমি বেঁচে থাকতে এসব জিনিস এই বাড়িতে ঢুকবে না। এটা অন্যায় মা। আমি জানি তোমার বাবার অনেক সহায় সম্পত্তি। এসব তোমার বাবা খুশি হয়ে দিচ্ছে। কিন্তু এসব আমার বাড়িতে ঢুকলে আমার অন্য বউদের মনটা ছোট হয়ে থাকবে। আমার সব বউদের বাবার বাড়ির অবস্থা তো তোমাদের মত না মা। তারা চাইলেও কিছু দিতে পারবে না। তাছাড়া ছেলেদের বিয়ে দিয়ে কোন জিনিস আমি এই বাড়িতে আনব না এটা আমার আগে থেকেই শপথ করা। এই নিয়ে তুমি আর কিছু মনে করো না মা।

আমি বলে দিয়েছি, তোমার বাড়ির লোকজন যেন যখন তখন আমার বাড়ি বেড়াতে আসে। তারা বেড়াতে আসলে আমার খুব ভাল লাগবে। একটু দূরে বসা ছিলাম আমি। উঠে গিয়ে আমার শাশুড়ির কাছে গিয়ে বসলাম। কাছে যেতেই আমার মাথায় একটু হাত বুলিয়ে দিলেন। তিনি দেখছেন আমি কাঁদছি। অথচ তিনি একটিবার কাঁদতে বারণ করলেন না।

আমার শাশুড়ির কোলে মাথা গুজে আমি শুয়ে আছি। তিনি আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলছেন, আমি জানি মেজ বউয়ের শাস্তির কথা শুনে তুমি ভয় পেয়েছ। ভয়ের কিছু নাই মা। মেজ বউ অন্যায় করেছে। এই অন্যায় আমার মেয়ে করলেও আমি একই শাস্তি দিতাম। কী করেছে আম্মা? গত ঈদে আমি সব বউদের হাতে কিছু টাকা দিয়েছি তাদের বাবার বাড়ির লোকজনের জন্য কেনাকাটা করতে। মেয়েরা সবসময় তো বাবার বাড়ির জন্য কিছু করতে পারে না। ভাবলাম ঈদে মেয়েরা নিজের হাতে, নিজের মত করে কিছু উপহার দিক। এতে তাদের মনটা বড় হবে। অথচ আমার মেজ বউ করল কী সেই টাকা নিজের কাছে রেখে দিল। একটা টাকাও খরচ করল না। আমি ভীষণ কষ্ট পেয়েছি ছোট বউ। তার টাকা লাগলে বলত। মানুষ এতটা ছোট মনের হয় কী করে! ঘটনা শুনে আমি নিজে লোক পাঠিয়ে কেনাকাটা করে বেয়াই বাড়ি পাঠালাম। শাশুড়ির কোলে মাথা গুঁজে আমি শুয়েছিলাম। আমি মাথা তুলে একবার শাশুড়ির মুখটা দেখলাম।

আমার কেন জানি মুখটা দেখতে খুব ইচ্ছে করল। শাশুড়ি ছোটখাটো মানুষ। সেই ছোটখাটো মানুষের ছোটখাটো মুখটা দেখতে আমার কেন জানি আজ বিশাল মনে হচ্ছে। পৃথিবীতে এত সুন্দর মানুষ দেখতে চাইলেও দেখা যায় না। এমন মুখটা দেখার জন্য প্রতীক্ষা করতে হয়। আজ আমি সেই সুযোগ পেয়েছি। আমার ইচ্ছে করছে আজ সারাটা রাত এই মুখটার দিকে তাকিয়ে থাকি...।

চল বউমা, রাত অনেক হয়েছে। এবার আমরা খাওয়া-দাওয়া করি। শাশুড়ি হুট করে বলে উঠলেন। আপনি খাননি আম্মা? আমার বাড়ির ছোট মেয়েটা না খেয়ে আছে আর আমি মা হয়ে খেয়ে নিব তা হয় কেমন করে! এই বাড়িতে এমন নিয়ম কখনো ছিল না। এবার আমি ঠিক বাচ্চাদের মত হাউমাউ করে কেঁদে আম্মাকে জড়িয়ে ধরলাম। আম্মার বুকে মাথা গুঁজে আমি শুধু একটা কথাই বললাম, আমাকে ক্ষমা করে দেন আম্মা!

[সূত্র : ইন্টারনেট]

সংগঠন সংবাদ

যেলা কমিটি পুনর্গঠন (২০২২-২৪ সেশন)

১. বিরামপুর, দিনাজপুর (পূর্ব), ১লা সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার : অদ্য বেলা ১১টায় যেলার বিরামপুর থানা সদরের চাঁদপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' দিনাজপুর পূর্ব সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষ্যে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি এ.এইচ.এম রায়হানুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি শরীফুল ইসলাম মাদানী ও সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব। এছাড়াও যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি শহীদুল আলম ও সাধারণ সম্পাদক জাকির হোসেনসহ আরও অনেক দায়িত্বশীল উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে মুহাম্মাদ সাইফুর রহমানকে সভাপতি ও আব্দুল কাদেরকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

২. শেখ জামালুদ্দীন আহলেহাদীছ জামে মসজিদ, রংপুর (পশ্চিম), ২রা সেপ্টেম্বর, শুক্রবার : অদ্য সকাল ১০টায় যেলার সদর থানার অন্তর্গত শেখ জামালুদ্দীন আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা 'যুবসংঘ'-এর কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষ্যে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মোস্তফা সালাফী-এর সভাপতিত্বে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি শরীফুল ইসলাম মাদানী। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলনে'র-এর সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ লাল মিয়া, যুববিষয়ক সম্পাদক আতিয়ার রহমান প্রমুখ। অনুষ্ঠানে মতীউর রহমানকে সভাপতি ও মফীযুল ইসলামকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা 'যুবসংঘ'-এর কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৩. পটুয়াখালী, ৬ই সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার : অদ্য বাদ আছর পটুয়াখালী নতুন বাস স্ট্যান্ডে অবস্থিত আস-সুন্নাহ্ মাদ্রাসা কমপেক্সে 'যুবসংঘ'-এর যেলা কমিটি গঠন উপলক্ষ্যে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার মনিরুল ইসলামের সভাপতিত্বে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি আসাদুল্লাহ মিলন। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি আব্দুল্লাহ আল-ফারুক, সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ মুজীবুর রহমান এবং যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাবেক সভাপতি মাযহারুল ইসলাম প্রমুখ। উক্ত অনুষ্ঠানে মুহাম্মাদ মা'সুম বিল্লাহকে সভাপতি ও এনামুল ইসলামকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠিত হয়।

৪. শঠিবাড়ী, নীলফামারী (পূর্ব), ৯ই সেপ্টেম্বর, শুক্রবার : অদ্য সকাল ১১-টায় 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর নীলফামারী (পূর্ব) সাংগঠনিক যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষ্যে স্থানীয় আল-ইক্বরা মাদ্রাসায় এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুকীমুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক আব্দুন নূর। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলনে'র সহ-সভাপতি আব্দুর রহমান এবং অর্থ সম্পাদক মাক্ছুদুর রহমান প্রমুখ। অনুষ্ঠানে নুরুয্যামানকে সভাপতি ও মুনীরুয্যামানকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠিত হয়।

৫. নওদাপাড়া, রাজশাহী (পশ্চিম), ৯ই সেপ্টেম্বর, শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া মাদ্রাসার পূর্ব পার্শ্বস্থ ভবনের যেলা কার্যালয়ে 'যুবসংঘ' রাজশাহী পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ইহসান ইলাহী যহীর। অনুষ্ঠানে আবুল কাশেমকে সভাপতি ও কামাল হোসেনকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা 'যুবসংঘ'-এর কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৬.মুন্সীপাড়া, নীলফামারী (পশ্চিম), ৯ই সেপ্টেম্বর, শুক্রবার : অদ্য বাদ যোহর 'যুবসংঘ'-এর নীলফামারী পশ্চিম সাংগঠনিক যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষ্যে শহরের মুন্সীপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডা. মুস্তাফীযুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুন নূর। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলনে'র সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সামাদ, অর্থ সম্পাদক ফজলুল হক এবং সৈয়দপুর উপযেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি আব্দুর রায্যাক প্রমুখ। অনুষ্ঠানে রাশেদুল ইসলামকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ রায়হানকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠিত হয়

৭. ছোট বেলাইল, বগুড়া, ১০ই সেপ্টেম্বর, শনিবার : অদ্য বাদ আছর বগুড়া শহরের ছোট বেলাইল আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'যুবসংঘ'-এর যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষ্যে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মশিউর রহমান বেলালের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি শরীফুল ইসলাম মাদানী। অনুষ্ঠানে মাওলানা আল-আমীনকে সভাপতি ও আব্দুর রউফকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৮. মহাদেবপুর, নওগাঁ, ১২ই সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার : অদ্য সকাল ১০-টায় যেলার মহাদেবপুর থানাধীন সোনাপুর

আহলেহাদীছ জামে মসজিদে ‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ ‘যুবসংঘ’-এর যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষ্যে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা ‘আন্দোলন’-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুস সাত্তার-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ‘যুবসংঘ’-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আবুল কালাম এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন যেলা ‘আন্দোলন’-এর সহ-সভাপতি আফযাল হোসেন। উক্ত অনুষ্ঠানে আব্দুর রহমানকে সভাপতি ও শামীম আহমাদকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা ‘যুবসংঘ’-এর কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৯. বাগেরহাট, ১৪ই সেপ্টেম্বর, বুধবার : অদ্য বাদ আছর বাগেরহাট যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষ্যে এক দ্বীনী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বৈঠকে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ‘যুবসংঘ’-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি শরীফুল ইসলাম মাদানী ও তথ্য ও প্রকাশনা বিষয়ক সম্পাদক মুজাহিদুর রহমান। আরও উপস্থিত ছিলেন যেলা আন্দোলনের সভাপতি মাওলানা আহমাদ আলী এবং সাধারণ সম্পাদক মাওলানা যুবায়ের হোসাইন প্রমুখ। অনুষ্ঠানে আব্দুল্লাহ আল-মা‘ছুমকে সভাপতি ও মহিদুল গণীকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠিত হয়।

১০. নওদাপাড়া, রাজশাহী (পূর্ব), ১৫ই সেপ্টেম্বর, বৃহঃবার : অদ্য বাদ আছর আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর পূর্ব পার্শ্বস্থ যেলা কার্যালয়ে ‘যুবসংঘ’-এর রাজশাহী পূর্ব সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষ্যে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা ‘আন্দোলন’-এর সভাপতি মাস্টার সিরাজুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ‘যুবসংঘ’-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ইহসান ইলাহী যহীর। উক্ত অনুষ্ঠানে মুহাম্মাদ বুলবুল ইসলামকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ খোরশেদ আলমকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

১১. হাদীছ ফাউণ্ডেশন পাঠাগার, ফরিদপুর, ১৬ই সেপ্টেম্বর, শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর ফরিদপুর সদরে অবস্থিত হাদীছ ফাউণ্ডেশন পাঠাগারে ‘যুবসংঘ’ ফরিদপুর যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষ্যে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা ‘আন্দোলন’-এর সভাপতি দেলোওয়ার হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ‘যুবসংঘ’-এর কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি আসাদুল্লাহ মিলন। অনুষ্ঠানে তাওহীদুল আলম (রানা)-কে সভাপতি ও মুহাম্মাদ পারভেজ মিয়াকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা ‘যুবসংঘ’-এর যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

১২. খুলনা, ১৬ই সেপ্টেম্বর, শুক্রবার : অদ্য বেলা ১০টায় মুজগুন্নি আহলেহাদীছ জামে মসজিদে ‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ’ খুলনা যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষ্যে এক দ্বীনী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বৈঠকে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ‘আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ’-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন এবং ‘যুবসংঘ’-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি শরীফুল ইসলাম মাদানী। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা ‘আন্দোলনে’র সাধারণ সম্পাদক মুজ্জাম্মেল হক, প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল কুদ্দুস এবং দফতর সম্পাদক আযীযুর রহমান প্রমুখ। উক্ত অনুষ্ঠানে মুহাম্মাদ আল-আমীনকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ রবীউল ইসলামকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা ‘যুবসংঘ’-এর কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

১৩. ধোবাউড়া, ময়মনসিংহ (উত্তর), ১৬ই সেপ্টেম্বর, শুক্রবার : অদ্য বাদ যোহর ময়মনসিংহ উত্তর সাংগঠনিক যেলা ‘যুবসংঘ’-এর কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষ্যে ধোবাউড়া, মেকিয়ারকান্দা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা ‘আন্দোলন’-এর সভাপতি মুহাম্মাদ ইব্রাহীম খলীলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে ‘আন্দোলন’-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম এবং ‘যুবসংঘ’-এর কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ সম্পাদক ফায়ছাল মাহমূদ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে মোহাম্মদ আলীকে সভাপতি ও আব্দুল্লাহ আল-মামুনকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

১৪. ত্রিশাল, ময়মনসিংহ (দক্ষিণ), ১৬ই সেপ্টেম্বর, শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর ধানিখোলা মাইজপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে ‘যুবসংঘ’-এর ময়মনসিংহ দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলা পুনর্গঠন উপলক্ষ্যে এক দ্বীনী বৈঠকের আয়োজন করা হয়। যেলা ‘আন্দোলন’-এর সভাপতি শফীকুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত বৈঠকে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ‘আন্দোলন’-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম এবং ‘যুবসংঘ’-এর কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ সম্পাদক ফায়ছাল মাহমূদ। অনুষ্ঠানে হাফেয এনামুল হককে সভাপতি ও হাফেয মুহাম্মাদ আলীকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা ‘যুবসংঘ’-এর কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

১৫. মিলন বাজার, মাদারগঞ্জ, জামালপুর (দক্ষিণ), ১৭ই সেপ্টেম্বর, শনিবার : অদ্য সকাল ৯টায় মিলনবাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা ‘যুবসংঘ’ পুনর্গঠন উপলক্ষ্যে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা ‘আন্দোলন’-এর সভাপতি অধ্যাপক বযলুর রহমানের সভাপতিত্বে আয়োজিত উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ‘যুবসংঘ’-এর কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ সম্পাদক ফয়সাল মাহমূদ। আমন্ত্রিত অতিথি ছিলেন যেলা ‘আন্দোলন’-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা কামরুয্যামান বিন আব্দুল বারী। অনুষ্ঠানে মাসুদ বিন আব্দুল্লাহ্‌কে সভাপতি ও জাহাঙ্গীর আলমকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

১৬. মেলান্দহ, জামালপুর (উত্তর), ১৭ই সেপ্টেম্বর, শনিবার : অদ্য দুপুর ২টা থেকে পাঁচ পয়লা আহলেহাদীছ জামে

মসজিদে 'যুবসংঘ'-এর যেলা কমিটি পুনর্গঠন সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাসঊদুর রহমানের সভাপতিত্বে আয়োজিত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম এবং 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ সম্পাদক ফায়ছাল মাহমূদ। অনুষ্ঠানে ইসমাঈল বিন আব্দুল গণীকে সভাপতি ও মনোয়ার হোসেনকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্যের যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

১৭. বাঁকাল, সাতক্ষীরা, ১৭ই সেপ্টেম্বর, শনিবার : অদ্য সকাল ৯টায় যেলার সাতক্ষীরা সদর থানাধীন বাঁকাল দারুল হাদীছ আহমাদিয়া সালাফিয়া মাদ্রাসায় 'যুবসংঘ'-এর সাতক্ষীরা যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষ্যে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি নাজমুল আহসানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি শরীফুল ইসলাম মাদানী, তথ্য ও প্রকাশনা বিষয়ক সম্পাদক মুহাম্মাদ মুজাহিদুর রহমান। এছাড়াও যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নান উপস্থিত ছিলেন। উক্ত অনুষ্ঠানে নাজমুল আহসানকে সভাপতি ও রোকনুয্যামানকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা 'যুবসংঘ'-এর কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

১৮. কাযীপুর, সিরাজগঞ্জ, ১৭ই সেপ্টেম্বর, শনিবার : অদ্য সকাল ১০-টায় যেলার কাযীপুর থানাধীন নয়াপাড়া কেন্দ্রীয় আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা 'যুবসংঘ'-এর কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষ্যে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ মুর্তাযার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় যুব বিষয়ক সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতার এবং 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ইহসান ইলাহী যহীর। এছাড়াও যেলা 'আন্দোলনে'র সাধারণ সম্পাদক আব্দুল মতীনসহ যেলা কমিটির অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে মুহাম্মাদ ওয়াসিম রেযাকে সভাপতি ও রাসেল আহমাদকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা 'যুবসংঘ'-এর কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

১৯. নওদাপাড়া, রাজশাহী সদর, ১৯শে সেপ্টেম্বর, সোমবার : অদ্য বাদ আছর আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়া মাদ্রাসার পূর্ব পার্শ্বস্থ মহানগর কার্যালয়ে 'যুবসংঘ'-এর রাজশাহী সদর সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষ্যে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ইহসান ইলাহী যহীর এবং কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ সম্পাদক ফায়ছাল মাহমূদ। অনুষ্ঠানে মুস্তাফীযুর রহমানকে সভাপতি ও হাফেয আবু সাইফকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

২০. পাঁচদোনা, নরসিংদী, ২১শে সেপ্টেম্বর, বুধবার : অদ্য বাদ মাগরিব পাঁচদোনা বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে নরসিংদী যেলা 'যুবসংঘ'-এর কমিটি পুনর্গঠন অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি কাযী মুহাম্মাদ আমীনুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি শরীফুল ইসলাম মাদানী ও সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য অধ্যাপক মাওলানা মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন, যেলা 'আন্দোলনে'র সাধারণ সম্পাদক দেলোয়ার হোসাইন, অর্থ সম্পাদক হাফেয ওহিদুয্যামান, প্রচার সম্পাদক আব্দুস সাত্তার এবং যুব বিষয়ক সম্পাদক হেমায়েত হোসাইন প্রমুখ। অনুষ্ঠানে মুহাম্মাদ দেলাওয়ার হোসাইনকে সভাপতি ও আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইসহাককে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা 'যুবসংঘ'-এর কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

২১. কাঞ্চন, নারায়ণগঞ্জ, ২২শে সেপ্টেম্বর, বৃহঃবার : অদ্য সকাল ১০-টায় যেলার কাঞ্চন বাজারস্থ যেলা কার্যালয়ে নারায়ণগঞ্জ যেলা 'যুবসংঘ'-এর কমিটি পুনর্গঠন আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা শফীকুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি শরীফুল ইসলাম মাদানী এবং সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব। এছাড়াও বিশেষ অতিথি ছিলেন সাবেক সহ-সভাপতি মুস্তাফীযুর রহমান সোহেল। অনুষ্ঠানে ইমরান হাসিন আল-আমীনকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ রবীউল হাসানকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা 'যুবসংঘ'-এর কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

২২. গাযীপুর (দক্ষিণ), ২২শে সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ মাগরিব গাযীপুর মহানগরে অবস্থিত আব্দুস সোবহান জামে মসজিদে 'যুবসংঘ' গাযীপুর দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলা কমিটি গঠন উপলক্ষ্যে এক যুব সমাবেশ ও মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা হাবীবুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম এবং 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক আব্দুন নূর। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রচার সম্পাদক হাতেম বিন পারভেয, অর্থ সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম এবং যুব বিষয়ক সম্পাদক জাকির হোসাইন প্রমুখ। উক্ত অনুষ্ঠানে আলে-ইমরানকে সভাপতি ও কাজী মুহাম্মাদ তামীমকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠিত হয়।

২৩. পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম, ২৩শে সেপ্টেম্বর, শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর পতেঙ্গা, চট্টগ্রামের কার্যালয়ে যেলা 'যুবসংঘ'-এর কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষ্যে এক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি শেখ সা'দী। আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক আহমাদুল্লাহ। এছাড়াও যেলা আন্দোলনের সাধারণ সম্পাদক আরজু হোসেন সাব্বিরসহ যেলা কমিটির অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে মুহাম্মাদ জসীমুদ্দীনকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ রাসেলকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

২৪. দক্ষিণ মাদারশি, বরিশাল, ২৩শে সেপ্টেম্বর, শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর যেলার দক্ষিণ মাদারশিতে অবস্থিত মুহাম্মাদিয়া জামে মসজিদে 'যুবসংঘ'-এর বরিশাল সাংগঠনিক যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষ্যে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে 'যুবসংঘ'-এর যেলা সভাপতি কায়েদ মাহমূদ ইমরানের সভাপতিত্বে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি শরীফুল ইসলাম মাদানী, বিশেষ অতিথি যেলা আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা ইব্রাহীম কাওছার, সহ-সভাপতি মাওলানা আব্দুস সালাম, 'আন্দোলন'-এর বরিশাল বিভাগীয় দাঈ মুহাম্মাদ রাকিবুল ইসলাম এবং নারায়ণগঞ্জ যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি ইমরান হাসিন আল আমিন প্রমুখ। অনুষ্ঠানে কায়েদ মাহমূদ ইমরানকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ মুমিনুল ইসলামকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

২৫. হাদীছ ফাউণ্ডেশন পাঠাগার, শাহী ঈদগাহ, সিলেট, ২৩শে সেপ্টেম্বর, শুক্রবার : অদ্য সকাল ১০-টায় সিলেট সদরের শাহী ঈদগাহে অবস্থিত হাদীছ ফাউণ্ডেশন পাঠাগারে যেলা 'যুবসংঘ'-এর কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষ্যে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা ফায়জুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য তারীকুয্যামান এবং 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আবুল কালাম। এছাড়াও যেলা 'আন্দোলনে'-এর সাধারণ সম্পাদকসহ যেলা কমিটির অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে তোফায়েল আহমাদকে সভাপতি ও রুবেল আহমাদকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা 'যুবসংঘ'-এর কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

২৬. বংশাল, ঢাকা (দক্ষিণ), ২৩শে সেপ্টেম্বর, শুক্রবার : অদ্য বাদ মাগরিব ঢাকার বংশালস্থ যেলা কার্যালয়ে যেলা 'যুবসংঘ'-এর কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষ্যে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আহসানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক নূরুল ইসলাম এবং 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক আব্দুন নূর। অনুষ্ঠানে হাফেয আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফকে সভাপতি ও হাফেয আব্দুর রায্যাককে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

২৭. মাদারবাড়িয়া, দোগাছী, পাবনা, ২৩শে সেপ্টেম্বর, শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর পাবনা যেলার সদর থানাধীন মাদারবাড়ী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা 'যুবসংঘ'-এর পুনর্গঠন অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ সোহরাব হোসেন-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক ড. কাবীরুল ইসলাম, 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি ও আন্দোলনের কেন্দ্রীয় যুব বিষয়ক সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতার এবং 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ইহসান ইলাহী যহীর। অনুষ্ঠানে আব্দুল গাফফারকে সভাপতি ও সাদ্দাম হোসাইনকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা 'যুবসংঘ'-এর কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

২৮. মহিষখোঁচা, লালমনিরহাট, ২৩শে সেপ্টেম্বর, শুক্রবার : অদ্য সকাল ৯টা হতে মহিষখোঁচা কেন্দ্রীয় আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'যুবসংঘ'-এর যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক আসাদুল্লাহ আল-গালিব। অনুষ্ঠানে মুহাম্মাদ মনছুর আলীকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ আলমগীর হোসেনকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা 'যুবসংঘ'-এর কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

২৯. কুমারখালী, কুষ্টিয়া (পূর্ব), ২৪শে সেপ্টেম্বর, শনিবার : অদ্য বাদ যোহর যেলার কুমারখালী থানাধীন নন্দলালপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক দায়িত্বশীল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ এনামুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত বৈঠকে আন্দোলনের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় তথ্য ও প্রকাশনা বিষয়ক সম্পাদক মুহাম্মাদ মুজাহিদুর রহমান কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ড. মুহাম্মাদ খালিদ সাইফুল্লাহ। অনুষ্ঠানে মুহাম্মাদ এরশাদ আলীকে সভাপতি ও আব্দুর রহমানকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৩০. গাযীপুর (উত্তর), ২৪শে সেপ্টেম্বর, শনিবার : অদ্য সকাল ৯টায় যেলার মণিপুর বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে গাযীপুর উত্তর সাংগঠনিক যেলা 'যুবসংঘ'-এর কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষ্যে যুবসমাবেশ ও মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত বৈঠকে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক নূরুল ইসলাম, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক আব্দুন নূর এবং সোনামণির কেন্দ্রীয় পরিচালক ড. আব্দুল হালীম। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি ডা. ফযলুল হক, সাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম এবং যেলা

যুবসংঘের সাবেক সভাপতি শরীফুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে বর্তমান সভাপতি শরীফুল ইসলামকে পুনরায় সভাপতি এবং মুহাম্মাদ রেজাউল করীমকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা 'যুবসংঘ'-এর কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৩১. দৌলতপুর, কুষ্টিয়া (পশ্চিম), ২৪শে সেপ্টেম্বর, শনিবার : অদ্য সকাল ৯টা হ'তে কুষ্টিয়া পশ্চিম সাংগঠনিক যেলা পুনর্গঠন উপলক্ষ্যে যেলার লাউবাড়িয়া দক্ষিণ পাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক দায়িত্বশীল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাস্টার আমীরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত বৈঠকে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় তথ্য ও প্রকাশনা সম্পাদক মুহাম্মাদ মুজাহিদুল রহমান। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রধান উপদেষ্টা গোলাম যিল কিবরিয়া, সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ মুহসিন। অনুষ্ঠানে মুহাম্মাদ আশিকুর রহমানকে সভাপতি ও মামুন বিন হাশমতকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্যের যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৩২. কানসাট, চাঁপাইনবাবগঞ্জ (দক্ষিণ), ২৪শে সেপ্টেম্বর, শনিবার : অদ্য বাদ আছর চাঁপাইনবাবগঞ্জ দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলা 'যুবসংঘ'-এর কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষ্যে যেলার শিবগঞ্জ থানাধীন বিশ্বনাথপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক দ্বীনী আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ইসমাঈল হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক ড. কাবীরুল ইসলাম এবং 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুর রঊফ। অনুষ্ঠানে মুহাম্মাদ ছালেহ সুলতানকে সভাপতি ও এমদাদুল হককে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৩৩. ষষ্টিতলা, যশোর, ৩০শে সেপ্টেম্বর, শুক্রবার : অদ্য সকাল ১১টা থেকে যেলা সদরের টাউন আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'যুবসংঘ'-এর যেলা কমিটি পুনর্গঠন সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি হাফেয তরীকুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক নূরুল ইসলাম, যুব বিষয়ক সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতার, এবং 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ সম্পাদক ফায়ছাল মাহমূদ। এছাড়াও যেলার 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর সর্বস্তরের নেতা-কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান শেষে হাফেয তরীকুল ইসলামকে সভাপতি ও আনিছুর রহমানকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্যের যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৩৪. হাজীগঞ্জ, চাঁদপুর, ৩০শে সেপ্টেম্বর, শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর হাজীগঞ্জ থানার কাঠালীপাড়া জামে মসজিদে 'যুবসংঘ'-এর চাঁদপুর সাংগঠনিক যেলা কমিটি গঠন উপলক্ষ্যে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আতাউল্লাহ শরীফের সভাপতিত্বে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব এবং কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক আহমাদুল্লাহ। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক হেমায়েত হোসেন এবং প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ ইব্রাহীমসহ যেলার বিভিন্ন স্তরের দায়িত্বশীলগণ। উক্ত অনুষ্ঠানে হাফেয বেলাল হোসাইনকে সভাপতি এবং মুহাম্মাদ বকুলকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠিত হয়।

৩৫. ঢাকা (উত্তর), জিরানী পুকুরপাড়, সাভার, ৩০শে সেপ্টেম্বর, শুক্রবার : অদ্য বাদ মাগরিব ঢাকার সাভার থানার অন্তর্গত টেংগুরী পুকুরপাড়, জিরানী ফাতেমাতুজ্জান্নাহ আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'যুবসংঘ'-এর ঢাকা উত্তর সাংগঠনিক যেলার পুনর্গঠন উপলক্ষ্যে এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা যুবসংঘের সভাপতি আব্দুল্লাহ আল-আরফাতের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ বিষয়ক সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুন নূর। বিশেষ অতিথি ছিলেন যেলা আন্দোলনের সভাপতি মাওলানা সাইফুল ইসলাম বিন হাবীব, সহ-সভাপতি মাহবূবুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক আব্দুল জব্বার এবং অত্র মসজিদের মুতাওয়াল্লী হাজী মুহাম্মাদ ফযলুর রহমান প্রমুখ। অনুষ্ঠানে আব্দুল্লাহ আল-আরাফাতকে সভাপতি ও আবুল কালামকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্যের যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৩৬. জয়রামপুর, চুয়াডাঙ্গা, ৩০শে সেপ্টেম্বর, শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ জয়রামপুর 'যুবসংঘ'-এর চুয়াডাঙ্গা সাংগঠনিক যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষ্যে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম এবং 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি শরীফুল ইসলাম মাদানী কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। উক্ত অনুষ্ঠানে হাবীবুর রহমানকে সভাপতি ও সাঈদুর রহমানকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা 'যুবসংঘ'-এর কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৩৭. রহনপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ (উত্তর), ৩০শে সেপ্টেম্বর শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর রহনপুর, ডাকবাংলা পাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'যুবসংঘ'-এর চাঁপাইনবাবগঞ্জ উত্তর সাংগঠনিক যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষ্যে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল্লাহর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত বৈঠকে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ইহসান ইলাহী যহীর। অনুষ্ঠানে মুহাম্মাদ ইয়াকুব আলীকে সভাপতি ও মুহাম্মদ তৌহিদুল ইসলামকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠিত হয়।

৩৮. ঝিনাইদহ, ৩০শে সেপ্টেম্বর, শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ যেলা 'যুবসংঘ'-এর পুনর্গঠন উপলক্ষ্যে সদর

থানাধীন ডাকবাংলা বাজারস্থ যেলা কার্যালয়ে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা ‘আন্দোলন’-এর সভাপতি মুহাম্মাদ মকবুল হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ‘আন্দোলন’-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, ‘যুবসংঘ’-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি শরীফুল ইসলাম মাদানী ও সহ-সভাপতি আসাদুল্লাহ মিলন। অনুষ্ঠানে হুসাইন কবীরকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ রিয়াজুল ইসলামকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৩৯. শাসনগাছা, কুমিল্লা, ১লা অক্টোবর, শনিবার : অদ্য সকাল ১০টায় শাসনগাছা আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী কমপ্লেক্সে কুমিল্লা যেলা ‘যুবসংঘ’-এর কমিটি পুনর্গঠন এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা ‘আন্দোলন’-এর সভাপতি মাওলানা ছফিউল্লাহর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ‘যুবসংঘ’-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ইহসান ইলাহী যহীর, কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক আহমাদুল্লাহ এবং কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক আব্দুন নূর। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা ‘আন্দোলন’-এর সহ-সভাপতি মাওলানা মুছলেহুদ্দীন এবং সাধারণ সম্পাদক মাওলানা জামীলুর রহমান প্রমুখ। অনুষ্ঠানে রুহুল আমীনকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ ওয়ালীউল্লাহ্কে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৪০. ভবানীপুর, পাতুলীপাড়া, টাঙ্গাইল, ৫ই অক্টোবর, বুধবার : অদ্য সকাল ৯টায় টাঙ্গাইল যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষ্যে পাতুলীপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক যুব সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন যেলা ‘আন্দোলনে’র সভাপতি শামসুল আলম। কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ‘আন্দোলন’-এর কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ। এছাড়াও যেলা ‘আন্দোলনে’র সাধারণ সম্পাদক মামূনুল হক উপস্থিত ছিলেন। উক্ত যুব সমাবেশ শেষে আব্দুল হামীদকে সভাপতি ও হাফেয আব্দুল্লাহকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা ‘যুবসংঘ’-এর কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৪১. বনপাড়া, বাগাতিপাড়া, নাটোর, ৬ই অক্টোবর, বৃহস্পতিবার : অদ্য বেলা ১১ টায় ‘যুবসংঘ’ নাটোর যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষ্যে যেলার বাগাতিপাড়া থানাধীন বালিয়াডাঙ্গা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা ‘আন্দোলন’-এর সভাপতি ড. মুহাম্মাদ আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ‘যুবসংঘ’-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ইহসান ইলাহী যহীর। অনুষ্ঠানে হাফেয মুহাম্মাদ আলীকে সভাপতি ও মাসুদুর রহমানকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা ‘যুবসংঘ’-এর কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৪২. স্বরূপকাঠী, পিরোজপুর, ৬ই অক্টোবর, বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ আছর সরুপকাঠী, পিরোজপুর যেলা কার্যালয়ে ‘যুবসংঘ’-এর পিরোজপুর সাংগঠনিক যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষ্যে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। ‘যুবসংঘ’-এর সভাপতি আবু নাঈমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ‘যুবসংঘ’-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ড. মুখতারুল ইসলাম এবং সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক মুহাম্মাদ আজমাল। এছাড়াও যেলা ‘আন্দোলন’-এর সভাপতি মাহবূব আলমসহ যেলা কমিটির অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। উক্ত অনুষ্ঠানে শিহাবুদ্দীনকে সভাপতি ও মুহিব্বুল্লাহকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠিত হয়।

৪৩. বহলতলী, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ, ৭ই অক্টোবর, শুক্রবার : অদ্য বাদ মাগরিব বহলতলী আহলেহাদীছ জামে মসজিদ, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জে যেলা ‘যুবসংঘ’-এর কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষ্যে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। হাফেয আশিকুর রহমানের সভাপতিত্বে আয়োজিত উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ‘যুবসংঘ’-এর সাবেক সহ-সভাপতি ড. মুখতারুল ইসলাম এবং সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক মুহাম্মাদ আজমাল। উক্ত অনুষ্ঠানে খন্দকার অহিদুল ইসলামকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ শিপনকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা ‘যুবসংঘ’-এর কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৪৪. কুড়িগ্রাম উত্তর, ৭ই অক্টোবর, শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর কুড়িগ্রাম উত্তর যেলা ‘যুবসংঘ’ কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষ্যে যেলার আন্ধারীঝাড় হাতের কুঠি আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা ‘আন্দোলন’-এর সভাপতি সোহরাব মাস্টারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ‘যুবসংঘ’-এর কেন্দ্রীয় ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক আসাদুল্লাহ আল-গালিব। অনুষ্ঠানে মুহাম্মাদ হামিদুল ইসলামকে সভাপতি ও হারূনুর রশীদকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠিত হয়।

৪৫. কুড়িগ্রাম দক্ষিণ, ৭ই অক্টোবর, শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম‘আ কুড়িগ্রাম দক্ষিণ যেলা ‘যুবসংঘ’ কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষ্যে সেলিমনগর স্কুল জামে মসজিদে এক প্রশিক্ষণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা ‘যুবসংঘ’-এর সভাপতি মুহাম্মাদ নূর ইসলাম বাবলার সভাপতিত্বে উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ‘যুবসংঘ’-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুর রঊফ। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, যেলা আন্দোলনের সভাপতি মুহাম্মাদ সিরাজুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক মাহফূজুর রহমান দারা এবং সাংগঠনিক সম্পাদক মোশাররফ হুসাইন। প্রশিক্ষণ শেষে নূর ইসলাম বাবলাকে সভাপতি ও মুজিবুর রহমানকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৪৬. আরামনগর, জয়পুরহাট ৭ই অক্টোবর, শুক্রবার : অদ্য সকাল ১০-টায় ‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ’-এর জয়পুরহাট যেলা পুনর্গঠন উপলক্ষ্যে যেলা শহরের

আরামনগর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি নাজমুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি শরীফুল ইসলাম মাদানী, সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আবুল কালাম এবং প্রশিক্ষণ সম্পাদক আব্দুন নূর। অনুষ্ঠানে মোস্তাক আহমাদ সারওয়ারকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ তাহমীনকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৪৭. পীরগাছা, রংপুর (পূর্ব), ৮ই অক্টোবর, শনিবার : অদ্য সকাল ১০টায় যেলার পীরগাছা থানার অন্তর্গত দারুস সালাম সালাফিয়াহ মাদ্রাসায় যেলা 'যুবসংঘ'-এর কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষ্যে এক যুব সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক আসাদুলাহ আল-গালিব এবং কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুর রঊফ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন যেলা 'আন্দোলনে'র সভাপতি শাহীন পারভেজ মামূন। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রংপুর পশ্চিম যেলা 'যুবসংঘে'র সাবেক সভাপতি আব্দুন নূর, যেলা 'আন্দোলনে'র সাধারণ সম্পাদক আব্দুল মালেক, প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আবু সাঈদ, উপদেষ্টা আতিকুর রহমান ছাড়াও জনাব সাখাওয়াত হোসেন, জনাব মতিউর রহমান, মাওলানা জিল্লুর রহমান প্রমুখ। অনুষ্ঠানে মুহাম্মাদ সাঈদুর রহমানকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ মাহবূবুর রহমানকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা 'যুবসংঘ'-এর কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৪৮. সাহারবাটি, মেহেরপুর, ৯ই অক্টোবর, রবিবার : অদ্য সকাল ৯টায় যেলার সদর থানাধীন সাহাজিপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'যুবসংঘ'-এর মেহেরপুর যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষ্যে এক আলোচনা সভা ও সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে করেন উক্ত মসজিদের সভাপতি, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ আলহাজ্জ আজিম উদ্দীন সভাপতিত্ব কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক নূরুল ইসলাম, কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, কেন্দ্রীয় যুব বিষয়ক সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতার এবং 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি শরীফুল ইসলাম মাদানী। অনুষ্ঠানে মাওলানা হায়দার আলীকে সভাপতি ও নাজমুল হুসাইনকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৪৯. তাহিরপুর, সুনামগঞ্জ, ৯ই অক্টোবর, রবিবার : অদ্য বাদ আছর রতনশ্রী, তাহিরপুর, পুরাতনহাটি জামে মসজিদে 'যুবসংঘ'-এর সুনামগঞ্জ সাংগঠনিক যেলা কমিটি গঠন উপলক্ষ্যে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য তরীকুয্যামান এবং 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আবুল কালাম। এছাড়াও যেলা 'আন্দোলনে'র বিভিন্ন স্তরের দায়িত্বশীলগণ উপস্থিত ছিলেন। উক্ত অনুষ্ঠানে রুহুল আমীনকে আহ্বায়ক এবং নাজমুল মিয়াকে যুগ্ম আহ্বায়ক করে ৫ সদস্য বিশিষ্ট যেলা 'যুবসংঘ'-এর আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়।

৫০. ফুলতলা বাজার, পঞ্চগড়, ২১শে অক্টোবর, শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর ফুলতলা বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'যুবসংঘ' পঞ্চগড় যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষ্যে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি যয়নুল আবেদীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক আসাদুল্লাহ আল-গালিব ও আল-'আওন-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক শরীফুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে মুযাহার আলীকে সভাপতি ও আবুল কালামকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা 'যুবসংঘ'-এর কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৫১. লালবাগ, দিনাজপুর (পশ্চিম), ২৪শে অক্টোবর, শনিবার : অদ্য সকাল ১১টায় যেলার সদর থানার অন্তর্গত লালবাগ আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা 'যুবসংঘ'-এর কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষ্যে এক দ্বীনী আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর এর সভাপতি মুছাদ্দিক বিল্লাহ সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুর রশীদ আখতার এবং বর্তমান কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ইহসান ইলাহী যহীর। আরও উপস্থিত ছিলেন দিনাজপুর পশ্চিম সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মফীযুদ্দীন আহমাদ, সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ তোফায্যল হোসাইন ও সাধারণ সম্পাদক রাশেদুল ইসলাম প্রমুখ। অনুষ্ঠানে রিফাত আলমকে সভাপতি ও আব্দুল বারীকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্যের যেলা কমিটি পুনর্গঠিত হয়।

৫২. গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা (পশ্চিম), ২৯শে অক্টোবর, শনিবার : অদ্য বাদ জুম'আ যেলার গোবিন্দগঞ্জ টি.এণ্ড.টি সংলগ্ন আহলেহাদীছ জামে মসজিদে গাইবান্ধা পশ্চিম সাংগঠনিক যেলা 'যুবসংঘ'-এর কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষ্যে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি আব্দুল্লাহ আল-মামূনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আবুল কালাম। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আওনুল মা'বূদ, সাধারণ সম্পাদক মাওলানা হায়দার আলী এবং সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক হাফীযুর রহমান প্রমুখ। অনুষ্ঠানে আব্দুল্লাহ আল-মামূনকে পুনরায় সভাপতি ও মোস্তাফিযুর রহমানকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

সাধারণ জ্ঞান (ইসলাম)

১. প্রশ্ন : আয়েশা (রাঃ) বিবাহের কত বছর পরে নবীগৃহে গমন করেন?
উত্তর : তিন বছর।
২. প্রশ্ন : বিবাহের সময় আয়েশা (রাঃ)-এর বয়স কত ছিল?
উত্তর : ছয় বছর।
৩. প্রশ্ন : আয়েশা (রাঃ)-এর বোনের নাম কী?
উত্তর : আসমা (রাঃ)।
৪. প্রশ্ন : আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের (রাঃ) কে ছিলেন?
উত্তর : আয়েশা (রাঃ)-এর বোনের ছেলে।
৫. প্রশ্ন : খাদীজা (রাঃ)-এর মৃত্যুর পর রাসূল (ছাঃ) কাকে বিবাহ করেন?
উত্তর : আয়েশা (রাঃ)-কে।
৬. প্রশ্ন : আক্বাবাহর ১ম বায়'আত কত সনে হয়েছিল?
উত্তর : ১১ নববী বর্ষের যিলহজ্জ মাসে।
৭. প্রশ্ন : আক্বাবাহর প্রথম বায়'আতে কতজন ইসলাম গ্রহণ করেন?
উত্তর : ছয়জন ইয়াছরেবী।
৮. প্রশ্ন : ইয়াছরেবী ছয় যুবক কোন গোত্রের ছিল?
উত্তর : ইহূদীদের মিত্র খাযরাজ গোত্রের।
৯. প্রশ্ন : কোন যুদ্ধে ইয়াছরিববাসীগণ পর্যুদস্ত হয়ে যায়?
উত্তর : বু'আছ যুদ্ধে ।
১০. প্রশ্ন : আক্বাবার ১ম বায়'আতে দলনেতা কে ছিলেন?
উত্তর : আস'আদ বিন যুরারাহ (রাঃ)।
১১. প্রশ্ন : রাফে' বিন মালেক বিন আজলান (রাঃ) কোন গোত্রীয় ছিলেন?
উত্তর : বনু যুরায়েক্ব গোত্রের।
১২. প্রশ্ন : কুৎবা বিন 'আমের বিন হাদীদাহ (রাঃ) কোন গোত্রীয় ছিলেন?
উত্তর : বনু সালামাহ গোত্রের।

সাধারণ জ্ঞান (সাম্প্রতিক বাংলাদেশ)

১. প্রশ্ন : দেশের প্রথম সুপার স্পেশালাইজড হাসপাতাল কোথায় অবস্থিত? উত্তর : শাহবাগ, ঢাকা।
২. প্রশ্ন : বর্তমানে দেশে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা কতটি? উত্তর : ১০৯ টি।
৩. প্রশ্ন : বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের ঢাকা-টরেন্টো রুটের বাণিজ্যিক ফ্লাইট শুরু হয় কবে?
উত্তর : ২৭ জুলাই ২০২২।
৪. প্রশ্ন : বাংলাদেশ পুলিশের বর্তমান মহাপরিদর্শক কে?
উত্তর : চৌধুরী আব্দুল্লাহ আল মামুন।
৫. প্রশ্ন : র‌্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (RAB)-এর বর্তমান মহাপরিচালক কে?
উত্তর : এম. খুরশীদ হোসেন।
৬. প্রশ্ন : রূপসা রেলসেতু কোথায় অবস্থিত?
উত্তর ঃ খুলনায়।
৭. প্রশ্ন : বাগেরহাটের রামপাল তাপবিদ্যুৎ প্রকল্পের ইউনিট ১-এর উদ্বোধন করা হয় কবে?
উত্তর : ৬ সেপ্টেম্বর ২০২২।
৮. প্রশ্ন : রামপাল তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের উৎপাদন ক্ষমতা কত? উত্তর : ১৩২০ মেগাওয়াট।
৯. প্রশ্ন : বর্তমান দেশে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কতটি?
উত্তর : ৫৩টি।
১০. প্রশ্ন : রাঙ্গামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম নারী ভাইস চ্যান্সেলর কে?
উত্তর : ড. সেলিনা আখতার।
১১. প্রশ্ন : বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে বাংলাদেশে বর্তমান কতটি প্রকল্প চলমান? উত্তর : ৫৫টি।
১২. প্রশ্ন : মেট্রোরেল আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করবে কবে? উত্তর : ১৬ ডিসেম্বর ২০২২।
১৩. প্রশ্ন : সারা দেশে প্রাথমিক শিক্ষকদের অনলাইনে বদলি কার্যক্রম শুরু হয় কবে?
উত্তর : ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২২।

সাধারণ জ্ঞান (সাম্প্রতিক বিশ্ব)

১. প্রশ্ন : বিশ্বের সর্বোচ্চ রেল সেতুর নাম কী?
উত্তর : চেনাব সেতু (জম্মু ও কাশ্মীর)।
২. প্রশ্ন : ভারতের নতুন প্রধান বিচারপতি কে?
উত্তর : উদয় উমেশ ললিত।
৩. প্রশ্ন : বিজ্ঞানীরা প্রথমবারের মতো তাপপ্রবাহকে কী নামকরণ করেন?
উত্তর : zoe
৪. প্রশ্ন : বর্তমান ব্রিটিশ রাজা কে?
উত্তর : তৃতীয় চার্লস।
৫. প্রশ্ন : ব্রিটিশ রাজা মোট কতটি দেশের রাষ্ট্রপ্রধান?
উত্তর : ১৫টি।
৬. প্রশ্ন : বর্তমান কমনওয়েলথের প্রধান কে?
উত্তর : তৃতীয় চার্লস।
৭. প্রশ্ন : যুক্তরাজ্যের প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ অর্থমন্ত্রী কে?
উত্তর : কোয়াসি কোয়ার্টে।
৮. প্রশ্ন : ১৩ সেপ্টম্বর ২০২২-এ জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের (UNGA) কততম অধিবেশন শুরু হয়?
উত্তর : ৭৭তম।
৯. প্রশ্ন : বিশ্বে কোন দেশ প্রথম মুখ দিয়ে শ্বাস (ইনহেলার) নেওয়ার করোনা টিকা আবিষ্কার করে?
উত্তর : চীন ।
১০. প্রশ্ন : বর্তমান বিশ্বের দীর্ঘতম ক্ষমতাসীন শাসক কে?
উত্তর : ব্রুনাইয়ের সুলতান হাসান আল-বলকিয়া।

সম্পাদকীয় বাকী অংশ

(ঙ) পণ্ডিতমন্যতা : জ্ঞান-বিজ্ঞানের সহজলভ্যতা এখন বহু তরুণকে অকাল পণ্ডিত বানিয়ে ফেলেছে। যাকে তাকে কাফির, বিদ'আতী আখ্যা দেয়ায় সিদ্ধহস্ত এই পণ্ডিতমন্য সদ্য তরুণদের দাপটে থরহরিকম্প এখন সোশ্যাল মিডিয়া।

এদের পাণ্ডিত্যের দাপট ও কথাবার্তার ভাবসাব এমনই যে, তাদের দেখে মনে হয় তারা সবজান্তা সমশের কিংবা মুসলিম উম্মাহর মহান রক্ষাকর্তা। কথায় কথায় বিজ্ঞ আলেম-ওলামাদেরকে অপমানজনকভাবে রদ করা এবং কুরুচিপূর্ণ ও ঔদ্ধত্যপূর্ণ ভাষায় মুসলিম জামা'আত থেকে খারিজ করা এদের নিত্যকর্ম। মুখের ভাষা ও আখলাকে তারা এতটাই অবিনয়ী, উদ্ধত, হিংসুক, অহংকারী, ঝগড়াটে এবং কুটতর্কপ্রিয়, যা একজন দাঈ-র কাছে কোন অবস্থাতেই কাম্য নয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আমি আমার উম্মতের উপর জিহ্বার জ্ঞানী (عليم اللسان) তথা বাগ্মী মুনাফিকদেরকে অধিক ভয় করি' *(সিলসিলা ছহীহাহ হা/১০১৩)*। তাবেঈ আহনাফ বলেন, আমি ওমর (রাঃ)-কে বলতে শুনেছি আমরা আলোচনা করতাম যে, মুখের (জিবের) জ্ঞানী বা বাগ্মী মুনাফেকরা এই উম্মতকে ধ্বংস করে দিবে' *(মুসনাদুল ফারূক ২/৬৬১)*।

প্রিয় পাঠক! তরুণদের এই আখলাকী নৈরাজ্যের বাস্তবতা তুলে ধরার পিছনে উদ্দেশ্য এটাই যে, আমাদের তরুণদের বুঝতে হবে যে, প্রকৃত মুসলিমের জন্য ছহীহ আক্বীদা ও আমলই যথেষ্ট নয়, বরং সমানভাবে আখলাকী উন্নয়নও যরূরী। যদি সেটা করতে না পারি, তবে বুঝতে হবে আমাদের শুদ্ধ আক্বীদা, শুদ্ধ আমলের চর্চা কেবল বাহ্যিক। আমাদের অন্তরে তার কোন প্রভাব নেই। আমাদের চরিত্রে তার কোন প্রতিফলন নেই। এই অবস্থা থেকে উত্তরণে আমাদেরকে তাকওয়া, ইখলাছ ও আত্মশুদ্ধির প্রশিক্ষণে ব্রতী হওয়ার পাশাপাশি অন্ততঃ দু'টি সামাজিক বিষয়ের চর্চা নিশ্চিত করতে হবে।

(ক) সততা : সততা আমরা কমবেশী বজায় রাখার চেষ্টা করি বটে, তবে এতটুকুই যথেষ্ট নয়। পরিচ্ছন্ন অন্তর ও আখলাকী পূর্ণতা অর্জন করার জন্য যেটা প্রয়োজন- কথায় ও চিন্তায় শতভাগ সৎ থাকার সংগ্রাম। মিথ্যা ও প্রতারণার সংশ্লেষ থেকে নিজেকে সর্বোতভাবে দূরে রাখার প্রতিজ্ঞা। ভোগের লালসা ও মানুষের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার আকাঙ্খা থেকেই অসততা ও দুর্নীতিপরায়ণতা তৈরী হয়। আল্লাহভীতি এবং সততার নিরন্তর চর্চার মধ্য দিয়েই কেবলমাত্র এই প্রবণতা থেকে আত্মরক্ষা করা সম্ভব। আল্লাহ বলেন, 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্য-সঠিক কথা বল, তাহলে তিনি তোমাদের কাজ সংশোধন করবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, সে অবশ্যই মহাসাফল্য লাভ করবে' *(আহযাব ৩৩/৭০-৭১)*।

(খ) আমানতদারিতা : সততার সাথে সাথে আমানতদারিতার চর্চাও অত্যন্ত যরূরী। আমানতদারিতা খেয়ানতের বিপরীত। মুনাফিকী ও দ্বিচারিতার বিপরীত। প্রগাঢ় দায়িত্ববোধ, কর্তব্যনিষ্ঠা, বিশ্বস্ততা, আস্থাভাজন হওয়ার মধ্যেই তার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। এটা এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ বোধ ও কর্মনীতি, যেখান থেকে তৈরী হয় চারিত্রিক সততা, দৃঢ়তা, ধৈর্য, উদারতা, পরমতসহিষ্ণুতা, অহিংসা, অন্যের ক্ষতি করা থেকে মুক্ত থাকা প্রভৃতি মৌলিক সৎগুণ। এজন্য রাসূল (ছাঃ) এমন কোন খুৎবা ছিল না যেখানে বলতেন না, 'যার আমানতদারিতা নেই, তার ঈমান নেই এবং যার ওয়াদা-অঙ্গীকারের মূল্য নেই তার দ্বীনও নেই' *(আহমাদ, ছহীহুত তারগীব হা/৩০০৪)*।

প্রিয় পাঠক! মানুষের মনুষ্যত্বের অধঃপতন এবং আখলাকী বিচ্যুতি শুরু হয় সততা ও আমানতদারিতায় ক্ষান্তি ঘটার মাধ্যমে। সততার যোগ যেমন নিজের সাথে, আমানতদারিতার যোগ তেমন অপরের সাথে। রাসূল (ছাঃ) নবুওতলাভের পূর্বেও বিশেষভাবে এদু'টি মৌলিক মানবীয় গুণের জন্য প্রশংসিত ছিলেন। বর্তমান প্রজন্ম জ্ঞান-বিজ্ঞানে এগিয়ে গেলেও মনুষ্যত্বের প্রতিযোগিতায় চরমভাবে পিছিয়ে পড়ছে। বস্তুবাদী ফেৎনার প্লাবন এবং নৈতিক ও আদর্শিক অবক্ষয় তাদেরকে নাবিকহারা নৌকার মত দিগ্বিদিকশূণ্য করে দিয়েছে। সেজন্য এই যুগে নিজেকে লক্ষ্যপথে ধরে রাখতে ব্যক্তিজীবনে যেমন তাক্বওয়া ও ইখলাছের চর্চা প্রয়োজন, তেমনি সামাজিক জীবনে প্রয়োজন সততা ও আমানতদারিতার কঠোর অনুশীলনের। তাকওয়া ও ইখলাছের পথ ধরেই শুদ্ধিতা আসে। আর সততা ও আমানতদারিতার ধারাবাহিক চর্চার মধ্য দিয়ে আখলাকী শুদ্ধতা স্থায়িত্ব পায়। প্রতি মুহূর্তে এই দুইয়ের চর্চা আমাদেরকে হৃদয়জগতকে পরিচ্ছন্ন, প্রশান্ত, আলোকিত, অমলিন ও অবিচল রাখে।

মুমিনের জিহাদ মূলতঃ রাজনৈতিক নয়, বরং আদর্শিক ও নৈতিক। এই জিহাদ যত না মানবশত্রুর বিরুদ্ধে; তার চেয়ে অনেক বেশী অন্তরশত্রুর বিরুদ্ধে। এই জিহাদই মুক্তির পথ। কলবে সালীম তথা বিশুদ্ধ চিত্ত অর্জনের পথ। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে হাজারো ফেৎনার জাল ছড়িয়ে শয়তান আমাদের প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেয়। শক্তহাতে সততা ও আমানতদারিতার ঢাল ধরে রেখে এই সকল চ্যালেঞ্জকে মুকাবিলা করতে হয়। অতএব শিরক ও বিদআত থেকে নিবৃত থেকে ঈমান ও আমলের শুদ্ধতা করা যেমন যরূরী, তদ্রূপই যরূরী রাসূল (ছাঃ)-এর চরিত্রে চরিত্রবান হয়ে আখলাকী শুদ্ধতা অর্জন করা। দুনিয়াবী যাবতীয় ফেৎনা থেকে মুক্ত থাকতে এবং আল্লাহর দেখানো পথে পবিত্র জীবন পরিচালনা করতে এর কোনই বিকল্প নেই। আল্লাহ আমাদেরকে ঈমানের পথে ইখলাছ ও ইস্তিকামাতের সাথে কায়েম ও দায়েম থাকার তাওফীক দান করুন। আমীন!

সদ্য প্রকাশিত বই

দাড়ি

কেন রাখবেন?
কিভাবে রাখবেন?

মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম

ইসলামী শরী'আতে দাড়ি রাখা ওয়াজিব। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সহ পূর্ববর্তী সকল নবী-রাসূল দাড়ি রেখেছেন। লক্ষ লক্ষ ছাহাবায়ে কেরামের কেউ একজন দাড়ি মুণ্ডন করেছেন বলে জানা যায় না। দুঃখের বিষয় যে, বর্তমান মুসলিম সমাজের দাড়ির গুরুত্বপূর্ণ বিধানটি যথেষ্ট অবহেলিত। একজন মুসলিম রাসূল (ছাঃ)-এর অনুসারী হওয়া বা তাঁর ভালোবাসার দাবীদার হওয়ার পরও যদি তাঁর সুন্নাতের উপর প্রতিনিয়ত হস্তক্ষেপ করে, তবে তার চেয়ে দুঃখজনক আর কি হ'তে পারে? আলোচ্য বইটিতে দাড়ি রাখার গুরুত্ব, বিধি-বিধান ও দাড়ি রাখার সুন্নাতী পদ্ধতি সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

অর্ডার করুন

০১৭৭০-৮০০৯০০
www.hadeethfoundationbd.com

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
নওদাপাড়া রাজশাহী। মোবাইল : ০১৮৩৫-৪২৩৪১০

আপনার সোনামণির সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের পথ সুগম করতে আজই সংগ্রহ করুন

সোনামণি প্রতিভা

সোনামণি প্রতিভা

(একটি সৃজনশীল শিশু-কিশোর পত্রিকা)

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বিশুদ্ধ ও চিরন্তন আদর্শের প্রচার-প্রসার এবং সোনামণিদের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের দৃপ্ত অঙ্গীকার নিয়ে অক্টোবর'১২ হ'তে দ্বি-মাসিক ভাবে প্রকাশিত হয়ে আসছে আদর্শ জাতীয় শিশু-কিশোর সংগঠন **'সোনামণি'**-এর মুখপত্র **'সোনামণি প্রতিভা'**।

লেখা আহ্বান

মেধাবী সোনামণি, দায়িত্বশীল এবং নবীন লেখকদের নিকট থেকে **'সোনামণি প্রতিভা'**র জন্য উক্ত বিভাগ সমূহে সোনামণিদের পাঠ উপযোগী লেখা আহ্বান করা হচ্ছে। সাথে সাথে সোনামণিদেরকে কলমী জিহাদে উৎসাহিত ও সার্বিক সহযোগিতা করতে অভিভাবকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

নিয়মিত বিভাগ সমূহ :

বিশুদ্ধ আক্বীদা ও সমাজ সংস্কারমূলক প্রবন্ধ, হাদীছের গল্প এসো দো'আ শিখি, ইতিহাস, রহস্যময় পৃথিবী, যেলা ও দেশ পরিচিতি, যাদু নয় বিজ্ঞান, চিকিৎসা, ম্যাজিক ওয়ার্ড, গল্পে জাগে প্রতিভা, একটু খানি হাসি, অজানা কথা, বহুমুখী জ্ঞানের আসর, কবিতা, মতামত ইত্যাদি।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা : সম্পাদক, সোনামণি প্রতিভা, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (২য় তলা) নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী। মোবাইল : ০১৭১৫-৭১৫১৪৩, ০১৭২৬-৩২৫০২৯, ০১৭৫৩-৯৭৬৭৮৭।

বার্ষিক ক্যালেন্ডার ২০২৩

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ

পৃথিবীর বুকে অবরুদ্ধ ৪টি মুসলিম অঞ্চল শিনজিয়াং, গাযা, কাশ্মীর ও আরাকান। যেখানে লাখ লাখ মুসলমান প্রতিনিয়ত বিশ্ববাসীর গোচরে-অগোচরে অবর্ণনীয় নির্যাতন ও নিপীড়নের শিকার হচ্ছে। স্রেফ মুসলিম হওয়ার অপরাধে আজ তারা নিজভূমে পরবাসী। পরাধীনতার নির্মম শৃংখলে আবদ্ধ হয়ে তারা অতিবাহিত করছে এক দুঃসহ মানবেতর জীবন। নিপীড়িত এই ৪টি অঞ্চল নিয়েই 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর বার্ষিক ক্যালেন্ডার ২০২৩ প্রকাশিত হয়েছে।

প্রাপ্তিস্থান :

(১) কেন্দ্রীয় কার্যালয়, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ, নওদাপাড়া (আম চত্বর) পোঃ সপুরা, রাজশাহী। মোবাইল : ০১৭২১-৯১১২২৩, ০১৭৭৫-৬০৬১২৩।
(২) বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ-এর সকল যেলা কার্যালয়।
(৩) বই বিক্রয় বিভাগ, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, নওদাপাড়া রাজশাহী। মোবাইল : ০১৭৭০-৮০০৯০০।

তাওহীদের ডাক Tawheeder Dak নভেম্বর-ডিসেম্বর ২০২২ মূল্য : ৩০ টাকা

হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত পাঠ্য বই সমূহ

শিশু শ্রেণীর বই সমূহ

প্রথম শ্রেণীর বই সমূহ

বৈশিষ্ট্য সমূহ

- পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে মুহাদ্দিছীনে কেরামের মাসলাক অনুসরণে রচিত।
- শিরক-বিদ'আতমুক্ত নির্ভেজাল তাওহীদী আক্বীদাপুষ্ট বিষয়বস্তুর অবতারণা।
  ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো দ্বীনিয়াত আকারে ও সাবলীল ভাষায় দলীলভিত্তিক উপস্থাপন।
- কোমলমতি শিশুদের মনন বিকাশ ও সহজে বোঝার জন্য ধর্মীয় ভাব বজায় রেখে প্রাণী মুক্ত ছবি সংযোজন।
- সকল বিষয়ে ইসলামী চেতনাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার।

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

অর্ডার করুন

০১৭৭০-৮০০৯০০

www.hadeethfoundationbd.com

দ্বিতীয় শ্রেণীর বই সমূহ

তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর বই সমূহ